উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

২৪ মাঘ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 7 February 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 259

indriya.com

ADITYA BIRLA JEWELLERY

মন করছে ভ্যালেন্টাইনকে সারপ্রাইজ দিতে
ওকে দাও ওর ভ্যালেন্টাইন

এই ভালোবাসার দিনটিতে, ওকে উপহার দাও ইন্দ্রিয়ার গয়না আর নিজের চোখেই দেখ,
ওর অন্তহীন ভালোবাসা! ঝলমলে হিরের আংটি, কানের দুল, পেনডেন্ট,
ব্রেসলেটের হাজারেরও বেশি ডিজাইন থেকে পছন্দ করো যা ওর মন কাড়বেই।
আর তোমার হাসি ফুটবেই কারণ ওর চোখের ভাষা বলবে, *মন এখনও ভরেনি যে*

INDRIYA
ADITYA BIRLA | JEWELLERY

স্পেশাল ভ্যালেন্টাইন–এর অফার্স

100% পর্যন্ত ছাড়,
হিরের গয়নার মজুরিতে*

30% পর্যন্ত ছাড়,
সোনার গয়নার মজুরিতে*

*নিয়ম ও শর্ত প্রযোজ্য। #সীমিত সময়কালের অফার।

স্টোর সেবক রোড, দিশা আই হাসপাতালের বিপরীতে, শিলিগুড়িতে

আগ্রা ✦ আমেদাবাদ ✦ ব্যাঙ্গালুরু ✦ ভুবনেশ্বর ✦ চণ্ডীগড় ✦ ছত্রপতি শম্ভাজি নগর ✦ কটক ✦ দিল্লি এনসিআর ✦ গয়া জি ✦ হায়দ্রাবাদ
ইন্দোর ✦ জয়পুর ✦ জম্মু ✦ যোধপুর ✦ কানপুর ✦ কলকাতা ✦ লক্ষ্ণৌ ✦ ম্যাঙ্গালুরু ✦ মুম্বই ✦ পাটনা ✦ প্রয়াগরাজ ✦ পুণে ✦ শিলিগুড়ি ✦ সুরাট ✦ বিজয়ওয়াড়া

O&M 390

সাদা কে সাদা **কালো কে কালো**

বলার সাহস ক'জনের থাকে?

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আমরা খবরের গভীরে যাই, রাজনীতির ভিতরের খবর বের করে আনি।
বিশ্লেষণ যেখানে আপসহীন, খবর যেখানে ধ্রুবসত্য।

আপনি আমাদের ভালোবাসতে পারেন, ঘৃণা করতে পারেন...
কিন্তু উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে উপেক্ষা করতে পারবেন না!

uttarbangasambad.com

ছোটদের অটোইমিউন ডিজিজ

আপনার জীবনজুড়ে শুধুই আপনার সন্তান। কিন্তু শিশুর ভেতরে রক্ষকই ভক্ষক নয় তো? আপনার বাচ্চা কোনও অটোইমিউন ডিজিজে আক্রান্ত নয় তো? জেনে নিন লক্ষণ, চিনে নিন লুকোনো অচেনা অসুখ। খুঁজে পান ভালো থাকার চাবিকাঠি। বাচ্চাদের অটোইমিউন ডিজিজ নিয়ে কলম ধরলেন পেডিয়াট্রিক ইমিউনোলজিস্ট **ডাঃ সঞ্জীব মণ্ডল**

আপনি যেমন আগলে রেখেছেন আপনার আদরের রিক, সুমেধা, বিপ্লবকে, ঠিক তেমনভাবেই ওদের শরীরের অতন্দ্র প্রহরী রূপে সদাজাগ্রত ওদের ইমিউন সিস্টেম। শরীরে বহিরাগতের অতর্কিত নিশ্চুপ প্রবেশ ঘটলেই মুহুর্মুহু আক্রমণ ও সমূলে তাদের বিনাশ করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এহেন মজবুত ইমিউন সিস্টেমের সামান্য ভুলত্রুটি, নিজেকে না চিনতে পারার উনিশ-বিশ গলদই ডেকে আনে অটোইমিউন অসুখ। শিশুরাও বড়দের মতো অটোইমিউন ডিজিজে আক্রান্ত হয়। খুদেরা আক্রান্ত হয় বাত, লুপাস, ভাসকুলাইটিস, ইউভাইটিস, ডার্মাটোমায়োসাইটিসে।

অটোইমিউন ডিজিজের লক্ষণ

মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে আমাদের শরীরের পাহারাদার। অতি স্বাভাবিকভাবে এই অসুখের উপসর্গ ও তার বহিঃপ্রকাশ বহুমুখী। মাথার চুল উঠে যাওয়া, মুখের মধ্যে ঘা, রোদে বেরোলেই ত্বক লালচে হওয়া, ঠান্ডায় আঙুল নীল হয়ে যাওয়া, শরীরে র‍্যাশ, গাঁটে গাঁটে ব্যথা ও ফুলে যাওয়া, দীর্ঘমেয়াদি অজানা জ্বর- কী নেই! এক গোলকধাঁধা ও এলোমেলো সমস্যা শৈশবজুড়ে। এখানে ইতি নয়। ছাড় নেই বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও। এদের কুরে-কুরে খায় বিকল ফুসফুস, হৃৎপিণ্ডের সমস্যা, কিডনির ছাকনির দিয়ে প্রোটিন বেরিয়ে যাওয়া। যকৃত, প্লীহা, অগ্ন্যাশয়েরও রেহাই নেই অটোইমিউন ডিজিজে। কখনও বা রক্তকোষ ভেঙে

যায় নিজেরই আক্রমণে। একই রোগের কত রূপ। কিন্তু আপনার সামান্য সচেতনতায় এই লুকোচুরি ধরা যেতে পারে খুব সহজেই।

প্রাথমিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ঘাটতি হলে যেভাবে বুঝবেন

শিশুর শরীরে পর্যাপ্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাবে বারবার সংক্রমণ, রক্তাল্পতা, অ্যালার্জি, কম বয়সে ক্যানসার দানা বাঁধে। তাই যদি কখনও ঠাহর করেন যে আপনার ঘরের বাচ্চাটি বারবার সংক্রমণে ভুগছে, ঘনঘন অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াতে হচ্ছে, কখনও কান দিয়ে পুঁজ পড়ছে, একাধিকবার নিউমোনিয়া হচ্ছে, পাতলা পায়খানা, ডিসেন্ট্রি পিছু ছাড়ছে না, শরীরের বিভিন্ন অংশে যেমন ত্বক, যকৃত, মস্তিষ্কে পুঁজ জমছে - নিশ্চয়ই মাথায় রাখুন জন্মগত ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কথা। কেউ বা অ্যালার্জিতে আক্রান্ত, কিন্তু চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছে না। কখনও বা দেখা যায়, শরীরে লোহিতকণিকা, অনুচক্রিকা, শ্বেতকণিকা কম, কিন্তু কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না চিরুনিতল্লাশি করেও। লিভার ও প্লীহা বড় হয়ে রয়েছে সংক্রমণ ছাড়াই, ক্যানসার ও থ্যালাসেমিয়াও নেই। সেসব ক্ষেত্রে অবশ্যই মাথায় রাখুন জন্মগত রোগ প্রতিরোধে সমস্যা আছে কি না। পরামর্শ নিন শিশু ইমিউনোলজি বিশেষজ্ঞের।

কখন ইমিউনোলজিস্টের কাছে যাবেন

যখনই আপনার শিশু বারবার অসুস্থ হয়ে পড়ছে, অনেকদিন ধরে ভুগছে, সাময়িকভাবে ভালো থাকলেও চনমনে ভাব আর নেই, ফাইলজুড়ে ডাক্তারবাবুর একগুচ্ছ প্রেসক্রিপশন কিন্তু কারণ অজানা, আজ এটা তো কাল ওটা আপনাকে ভাবিয়েই চলেছে, ল্যাবরেটরির রিপোর্টে বেশ গোলমাল, কিছুতেই কিছু মেলানো যাচ্ছে না, কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না - হতাশ ও দিগভ্রান্ত না হয়ে চটজলদি ইমিউনোলজিস্টের পরামর্শ নিন।

অত্যাধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের নতুন নতুন পদ্ধতি আজ আপনার ঘরের কাছেই উপলব্ধ। সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপই আপনাকে দিতে পারে একমুঠো খুশি। আপনার সচেতনতায় ভারত পেতে পারে ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী, সংগীতজ্ঞ কিংবা নতুন কোনও রিচা ঘোষ।

কিডনি প্রতিস্থাপন : যা না জানলেই নয়

কিডনি একবার সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গেলে বেঁচে থাকার জন্য ডায়ালিসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপন ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু কিডনি প্রতিস্থাপন নিয়ে মানুষের মধ্যে আজও অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। অথচ সময়মতো প্রতিস্থাপন করতে না পারলে চিকিৎসায় অনেক দেরি হয়ে যায়। কিডনি প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় ভুল ধারণা ভেঙে দিলেন নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালের নেফ্রোলজিস্ট **ডাঃ সুতনয় ভট্টাচার্য**

ভ্রান্ত ধারণা ও সত্য

ধারণা

ডায়ালিসিস ব্যর্থ হলে কিডনি প্রতিস্থাপন একমাত্র উপায়।

বাস্তব

এটা প্রায়শই প্রথম সেরা বিকল্প। ডায়ালিসিস শুরুর আগে কিডনি প্রতিস্থাপন (প্রিমটিভ ট্রান্সপ্ল্যান্ট) করাতে পারলে তা সুদীর্ঘ জীবনের পাশাপাশি দীর্ঘকাল সুস্থ থাকতেও সাহায্য করে।

ধারণা

শুধুমাত্র তরুণরাই কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য যোগ্য।

বাস্তব

বয়স কোনও বাধা নয়, বরং শারীরিক সুস্থতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কখনো-কখনো ৬০, ৭০ এমনকি আরও বেশি বয়সিদের ক্ষেত্রে সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয় যদি তাঁদের শারীরিক অন্য কোনও সমস্যা না থাকে।

ধারণা

কিডনি ফেলিওর হলে প্রতিস্থাপনে সেরে ওঠা যায়।

বাস্তব

এটি একটি চিকিৎসা মাত্র, নিরাময় নয়। আপনাকে অবশ্যই জীবনভর অ্যান্টি- রিজেকশন (ইমিউনোসাপ্রেসেন্ট) ওষুধ নিতে হবে যাতে ইমিউন সিস্টেম কিডনিকে আক্রমণ করতে না পারে।

ধারণা

শরীর শেষমেশ কিডনিকে প্রত্যাখ্যান করে।

বাস্তব

প্রত্যাখ্যান ঘটতে পারে, তবে আধুনিক ওষুধ সেই হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে। আজকাল একবছর বেঁচে থাকার হার প্রায় ৯৫ শতাংশ।

ধারণা

কিডনি প্রতিস্থাপন ব্যয়বহুল।

বাস্তব

প্রাথমিক অস্ত্রোপচার এবং অস্ত্রোপচার-পরবর্তী যত্ন খানিক ব্যয়বহুল হতে পারে বটে, কিন্তু সারাজীবন ডায়ালিসিস করার খরচের তুলনায় কিডনি প্রতিস্থাপন অনেক বেশি সাশ্রয়ী।

ধারণা

কিডনি দিলে দাতার আয়ু কমে যায় বা তাঁকে দুর্বল করে দেয়।

বাস্তব

সুস্থ দাতারা, যাঁরা কিডনি দান করেন না তাঁদের মতোই দীর্ঘজীবী হন। অবশিষ্ট কিডনি ক্ষতিপূরণ করে এবং বেশিরভাগ দাতা চার থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে স্বাভাবিক কাজে ফিরতে পারেন।

ধারণা

একবার কিডনি প্রতিস্থাপন হলে মহিলারা আর সন্তানধারণ করতে পারেন না।

বাস্তব

প্রতিস্থাপনের পরে অনেক মহিলা সফলভাবে গর্ভধারণ করেছেন। ডাক্তাররা সাধারণত অস্ত্রোপচারের পরে এক থেকে দু'বছর অপেক্ষা করতে বলেন, যাতে গর্ভধারণের আগে নতুন কিডনি স্থিতিশীল হয়ে যায়।

ধারণা

শুধুমাত্র রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়রাই কিডনি দিতে পারেন।

বাস্তব

রক্তের সম্পর্ক নেই এমন বন্ধু, সঙ্গী এমনকি পরোপকারী অপরিচিতি মানুষও কিডনি দিতে পারেন। রক্ত যদি নাও মেলে তাহলে এক্সচেঞ্জ করে বা এবিও-ইনকম্পিটিবল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সফলভাবে কিডনি প্রতিস্থাপন করা যায়।

ধারণা

কিডনির জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হবে।

বাস্তব

মৃত দাতার জন্য অপেক্ষা করলে দীর্ঘসময় লাগতে পারে, সেক্ষেত্রে জীবিত দাতার খোঁজ পেলে এবং শারীরিকভাবে কোনও সমস্যা না থাকলে এবং চিকিৎসাগতভাবে সম্মতি পেলে যত দ্রুত সম্ভব অস্ত্রোপচার করিয়ে নেওয়াই ভালো।

ধারণা

অস্ত্রোপচারের সময় অরিজিনাল কিডনি সরিয়ে দেওয়া হয়।

বাস্তব

সার্জনরা পুরোনো কিডনি যথাস্থানে রেখে দেন যদি না তা গুরুতর সংক্রমণ বা উচ্চ রক্তচাপের কারণ হয়। নতুন কিডনি সাধারণত তলপেটে বসানো হয়।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা- health.uttarbanga@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮৩,৫৮০.৪০ (+২৬৬.৪৭)

নিফটি : ২৫,৬৯৩.৭০ (+৫০.৯০)

মোদির পরীক্ষা পে চর্চা ভয় না পেয়ে উৎসবের মতো উদযাপনের পরামর্শ ৯

পরস্পরকে হুমকি কমল ও শিশির পুত্রের ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
২৮° / ১১°	২৮° / ১০°	২৮° / ১০°	২৪° / ১৪°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন

আখতারের নামেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ৫

২৪ মাঘ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 7 February 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 259

কুঁড়েঘরে সুরজ-চন্দনার রাজপাট

আজ থেকে শুরু হল ভালোবাসার সপ্তাহ। এই সময়জুড়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায় থাকবে ভালোবাসা নিয়ে নানা অভিনব কাহিনী। আজ দেওয়ানহাটের সেরকমই এক গল্প।

ভালোবাসার গল্প

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ৬ ফেব্রুয়ারি : ‘আপনাদের একটা ছবি তুলতে হবে এবার।’ প্রথমে কথাটা বুঝতে পারেননি চন্দনা। কানের কাছে মুখ নিয়ে বুঝিয়ে দিলেন সুরজ। ভাঙা কুঁড়েঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চন্দনার গরিব গালটা একটু লাল হল। ওড়নার খুঁটটা তখন আঙুলের ডগায় একবার জড়াচ্ছেন, একবার খুলছেন। প্রাথমিক সংকোচ কাটিয়ে দুজনে পাশাপাশি দাঁড়ালেন। স্মার্টফোনের ক্যামেরায় ছবি উঠল। বিয়ের পর এই প্রথম কি একসঙ্গে ছবি তোলা? ঠিক মনে করতে পারলেন না দুজনের একজনও।

তাঁদের বিয়ে অবশ্য অনেকদিন আগেকার কথা। দাম্পত্য নামক রূপকথার কাহিনীর তাঁরা মহারাজ আর মহারানি। ভালোবাসার ঘুপচি কুঁড়েঘরটাই তাঁদের ৩ দশকের একসঙ্গে থাকার রাজপ্রাসাদ। দু’বেলা দু’মুঠো মোটা চালের ভাত জোটানোই কোচবিহার-১ ব্লকের ছাটরুয়েরকুঠি এলাকার পাসোয়ান দম্পতির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। চারদিকে যখন দাম্পত্য সম্পর্কে ক্রমাগত ভাঙনের শব্দ, সেখানে সুরজ আর চন্দনা আলাদা।

নিজেদের ভাঙাচোরা ঘরের সামনে পাসোয়ান দম্পতি।

সে বছর পঞ্চাশ আগেকার কথা। কাজের সন্ধানে বিহারের মুজফফরপুর থেকে জিরানপুরে এসেছিলেন বছর কুড়ির সুরজ পাসোয়ান। তারপর আর ফিরে যেতে পারেননি। স্থানীয় মানুষের ভালোবাসায় বাঁধা পড়ে যান তিনি। এলাকার আট থেকে আশি সকলের কাছেই তাঁর পরিচিতি হয় ‘মহারাজ’ নামে। সেই স্থানীয়রাই উদ্যোগ নিয়ে প্রায় তিন দশক আগে সুরজ ও পার্শ্ববর্তী নাজিরহাট এলাকার চন্দনার দু’হাত মিলিয়ে দেন। আংশিক বধির ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন চন্দনাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে কোনও দ্বিধা করেননি সুরজ। সেই শুরু। ‘মহারাজ’-এর যোগ্য সহধর্মিণী চন্দনা এখন এলাকাবাসীর কাছে পরিচিত ‘মহারানি’ নামে।

এই দম্পতি সরকারি ভাতা পান। কিন্তু তাতে সংসারের সব প্রয়োজন মেটে না। সত্তরের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও সুরজ কখনও অন্যের জমিতে কাজ করেন, কখনও ছোটখাটো অনুষ্ঠানে রান্না করেন। সেই সামান্য উপার্জন থেকেও ফি বছর দুর্গাপুজোর সময় নিজে পছন্দ

এরপর আটের পাতায়

হিন্দুত্বের চাপে ফিকে উন্নয়ন

ভোটের অঙ্ক

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে নাগরাকাটা

নাগরাকাটা, ৬ ফেব্রুয়ারি : দুপুর গড়িয়েছে, রোদের তেজও কমে এসেছে। শিরশিরে হাওয়া জানান দিচ্ছে, শীতকে উপেক্ষা করা যাবে না। ধুলো উড়িয়ে নাগরাকাটা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়াল একটি মারুতি ভ্যান। হাতে কিছু ঝান্ডা, দড়ি নিয়ে বেরিয়ে এলেন তিন তরুণ। মোড়ের রেলিংয়ে ঝান্ডা বাঁধতে শুরু করলেন। তখনই পাশের লটারির দোকান থেকে ভেসে এল শ্লেষভরা হাঁক- ‘আরে রাজনীতি করে শুধু নেতারাই বড়লোক হবে, আমরা বড়লোক হব লটারি কাটলে। একটা ঝাক্কাস নাম্বার আছে তাড়াতাড়ি নিয়ে যা। ঝান্ডা পরে লাগাস।’ দোকানদারের ওই রসিকতা আসলে নাগরাকাটার চা বলয়ের এক রূঢ় সত্যকেই তুলে ধরেছে। রাজনীতির পাশা খেলায় ছক্কা-পাঞ্জা হয়েই থেকে গিয়েছেন বিধানসভার ভোটাররা।

নাগরাকাটা ও মেটেলি দুই ব্লক এবং বানারহাটের চামুর্চি ও বানারহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে নাগরাকাটা বিধানসভা গঠিত। এলাকার বুক চিরে বয়ে চলা খরস্রোতা নদীগুলোর মতো চঞ্চল নয় স্থানীয় রাজনীতি। পাহাড়ের পাদদেশে যেখানে সবুজ চায়ের পাতাগুলো রোদে চিকচিক করে, সেখানে আজ উন্নয়নের ধুলোমাখা গল্পের চেয়েও বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে ধর্মবিশ্বাসের এক অলৌকিক সুর। চা বলয়ের এই জনপদে আদিবাসী শ্রমিকের কঠোর পরিশ্রমের ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায় লেখা হচ্ছে, যেখানে ঘামের গন্ধ ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ধূপ-ধুনো আর ভজন-কীর্তনের সুবাস।

সুখানিতে এখন জল নেই। যতদূর চোখ যায় নদীবক্ষে শুধুই আবর্জনা। মহাদেব মোড়ের কিছুটা দূরে সুখানির তীরে থাকা মন্দির চত্বরে জলসত্র বসিয়েছিল তৃণমূল। সেটা ধুলোয় ঢেকে গিয়েছে, জল পড়ে না। সেতুর উপর দাঁড়িয়ে সেই ছবি তোলার সময় এগিয়ে এলেন বুধিয়া ওরাওঁ। তিনি চা বাগানের শ্রমিক। আমাকে সরকারি কর্মী ভেবে ভাঙা হিন্দিতে বললেন, ‘ওসবের ছবি না তুলে বাগানের শ্রমিক লাইনে যান। শ্রমিকরা কীভাবে কষ্ট করে দিন কাটাচ্ছে সেগুলো দেখুন।’ এমএলএ, পঞ্চায়েত তাঁরা কিছু করেননি? প্রশ্ন শুনে খানিক অবাক হন বুধিয়া। পঞ্চায়েতকে চিনলেও স্পষ্ট জানান, এমএলএ পুনা ভেংরাকে তিনি চেনেন না। কোনওদিন দেখেননি। জলসত্র থেকে জল না পাওয়া নিয়ে তাঁর কোনও খেদ নেই। তবে মন্দির চত্বরে আবর্জনা ফেলে ধর্মস্থান ‘অপবিত্র’ করায় ঘোর আপত্তি কথা জানালেন।

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে নাগরাকাটায় পদ্ম ফোটানো পুনা ভেংরা ব্যক্তিগতভাবে কতটা জনমুখী, *এরপর আটের পাতায়*

সাদা চোখে সাদা কথায়

মাঘী বাতাসে ভাতা-ধান্দার গন্ধ, উন্নয়ন কে বা ভাবে!

গৌতম সরকার

মাঘ প্রায় শেষ। মাঘী হাওয়ায় শীত যাই যাই করেও লেপ্টে থাকছে। বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। আজকাল অবশ্য সবকিছুই ‘দুয়ারে’ থাকে। তারুণ্যের সেই ঋতু আসার মুখে এসে গেল ‘যুব সাথী।’ দিনে ৫০, মাসে ১৫০০ টাকার সহায়তা। ব্যাস! চাকরি? আরে, চাকরি দেওয়া গেলে কি আর বেকার ভাতা দিতে হত? তা চাকরি-টাকরি না থাক, বাংলাজুড়ে নদী থেকে বালি-পাথর তুলে কামানোর ধান্দা খোলা আছে।

জলাজমি ভরাট করে বেচে দেওয়ার সুযোগ যেখানে অবাধ, সেখানে কীসে লাগে চাকরি! সরকারি জমি যেখানে যা আছে, খুঁজে পেতে দখল নিলেই হয়! যা খুশি করার ছাড়পত্র আছে, শুধু চাকরির মতো ‘অলক্ষুনে’ শব্দটা মুখে না আনাই ভালো! কামাই-ধান্দার এসব পথ পোক্ত করার উপায় অনেক। যথাস্থানে নজরানা, কাটমানি নিবেদন করলে ‘আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে...।’ সবাইকে অনিয়মের পাঁকে জড়িয়ে দেওয়ার মোক্ষম ব্যবস্থা।

অনৈতিকতায় সকলকে যুক্ত করে দিলে দুর্নীতির প্রতিবাদ করার লোক থাকবে না। সুচিন্তিত পরিকল্পনা আর কাকে বলে! ‘পথে এবার নামো সাথী’ নয়, মাস গেলে ১৫০০ টাকা নাও আর কামাই-ধান্দায় নামো হে ‘যুব সাথী।’ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতায় মহিলা ভোট অনেকদিন আঁচলে বাঁধা। আঁচলের গিঁটটা শক্ত আছে কি না, পরীক্ষার সময় সামনে। এবার ‘যুব সাথী’-র সমর্থন জোগাড়েও আঁচলখানি পাতা হয়ে গেল। *এরপর আটের পাতায়*

বৈভবের বৈভব।। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয়ের কারিগর। হারারেতে শুক্রবার।

ব্রিটিশ বধ করে বিশ্বজয় বৈভবদের

অনূর্ধ্ব-১৯ ভারত- ৪১১/৯
অনূর্ধ্ব-১৯ ইংল্যান্ড- ৩১১ (৪০.২ ওভারে)

হারারে, ৬ ফেব্রুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপেও ‘চক দে ইন্ডিয়া’। ষষ্ঠবারের জন্য এই বিশ্বসেরার খেতাব ঘরে তুলল ভারতীয় দল। সেইসঙ্গে বিস্ময় প্রতিভা হিসেবে বিশ্বের দরবারে নিজেকে মেলে ধরলেন বিহারের ১৪ বছরের বৈভব সূর্যবংশী। ১৫টি করে বাউন্ডারি ও ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে খেললেন অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবাধিক ইনিংস।

তাঁর দাপটে ইংল্যান্ডকে দুরমুশ করল জুনিয়ার টিম ইন্ডিয়া। একদিকে বৈভবের বিধ্বংসী ইনিংস, অন্যদিকে আরএস অম্বরীশ, কনিষ্ক চৌহানদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে দিশেহারা ব্রিটিশ ব্রিগেড।

শুক্রবার টসে জিতে শুরুতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে। শুরুটা অবশ্য ভালো হয়নি। ব্যক্তিগত ৯ রানে সাজঘরে ফেরেন অ্যারন জর্জ। স্বাভাবিকভাবেই রানের গতিও কিছুটা থমকে যায়। সতর্কতার সঙ্গেই খেলছিলেন আয়ুষ এবং বৈভব। নতুন বলের সুইং কিছুটা সামলে নেওয়ার পরই স্বমহিমায় ফেরেন সূর্যবংশী। এই সময়ে বৈভবের আগ্রাসনের সামনে অসহায় লাগছিল ৭ ম্যাচে ১৬ উইকেট নিয়ে প্রতিযোগিতায় সবাধিক শিকারি ম্যানি লামসডেনকেও (৮ ওভারে ৮১ রান)।

ইংল্যান্ডের বাকি বোলারদের অবস্থাও কমবেশি তাঁর মতো। বৈভবের এই ইনিংসই কার্যত ম্যাচ থেকে ছিটকে দেয় ইংল্যান্ডকে। ৮০ বলে ১৭৫ রান করে বৈভব যখন মাঠ ছাড়লেন ভারতের স্কোর তখন ২৫১। অধিনায়ক আয়ুষ ৫৩ রানের কার্যকরী ইনিংস খেলে গেলেন। এছাড়া বেদান্ত ত্রিবেদী করেন ৩২, অভিজ্ঞান কুণ্ডু ৪০ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন। বিহান মালহোত্রার সংগ্রহ ৩০ রান। শেষের দিকে কনিষ্ক ২০ বলে অপরাজিত ৩৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে ভারতকে ৪১১ রানে পৌঁছে দেন।

রেকর্ড রানতাড়ার চ্যালেঞ্জ নিয়ে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই উইকেট খোয়ায় ইংল্যান্ড। এরপর অবশ্য বেন ডাউকিন্স এবং বেন মায়েস ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নেন। খিলান প্যাটেলের বলে ৫৬ রানে সাজঘরে ফেরেন মায়েস। ইংরেজ অধিনায়ক থমাস রিউ আউট হন ১৭ রানে। অন্যদিকে উইকেটে থিতু হয়ে গিয়েছিলেন ডাউকিন্স। ৬৬ রানে তাঁকে আউট করেন আয়ুষ। এরপরই আস্কিং রেটের চাপে মিনি ব্যাটিং ধসে ১৭৪ রানে ৩ উইকেট থেকে ১৭৭ রানে ৭ উইকেট হয়ে যায় ইংল্যান্ডের। *এরপর আটের পাতায়*

খাবার জল পাব কবে, প্রশ্ন শহরে

সৈকতের ঘোষণায় নতুন করে বিতর্ক

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : চলতি মাসের মাঝামাঝি থেকে আম্রুতের জল পাবেন শহরের মানুষ। চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের ঘোষণায় নতুন বিতর্ক। জল পেলেও তা পানের যোগ্য হবে কি না, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। কারণ আম্রুত প্রকল্পে তিস্তার জল রিজার্ভার থেকে বাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার যে পাইপ রয়েছে তা পরিষ্কারের কাজ এখনও শুরুই হয়নি। পাইপ পরিষ্কার হতে আরও এক মাস সময় লাগতে পারে। ফলে বাড়ির কল দিয়ে আম্রুত প্রকল্পের জল পড়লেও তা পানের যোগ্য হবে না। সেক্ষেত্রে জল পৌঁছে দেওয়ার যৌক্তিকতা কী, তা নিয়ে শহরজুড়ে শুরু হয়েছে চর্চা।

গত ৩১ ডিসেম্বর রায়কতপাড়া নতুন ট্যাংকে জল তোলার ট্রায়াল রানের দিনই পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, অস্বাস্থ্যকর জল মানুষকে পানের জন্য দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন ট্যাংক পরিষ্কার হতে ৪৫ দিন অর্থাৎ দেড় মাস সময় লাগবে। তারপর পানীয় জল সরবরাহ করা সম্ভব হবে। চেয়ারম্যানের কথা অনুযায়ী চলতি মাসের মাঝামাঝিতে মানুষ যে জল পাবে তা সেদিনই পরিষ্কার হয়েছিল।

পানীয় জল নিয়ে ভোগান্তি ঘোচেনি। রাস্তার কল থেকে জল সংগ্রহ।

বৃহস্পতিবার পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ের পর সৈকত সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘চলতি মাসের মাঝামাঝিতে মাদ্রাসা মাঠে একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষের বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়ার শুভ সূচনা হবে। সেই সময় কিছু সরকারি ছুটি থাকার কারণে অনুষ্ঠানের তারিখ পরবর্তীতে ঘোষণা হবে।’ কিন্তু চেয়ারম্যানের এই ঘোষণার পরে প্রশ্ন উঠেছে সেদিন থেকে কি শহরের মানুষ তাদের বাড়ির কল দিয়ে যে জল আসবে তা পান করতে পারবেন? কারণ সেক্ষেত্রে যে পাইপ দিয়ে জল রিজার্ভার থেকে বাড়িতে পৌঁছাবে সেটিও পরিষ্কার করা দরকার। *এরপর আটের পাতায়*

লাভের পরিমাণ বাড়াল এলআইসি

নিউজ ব্যুরো

৬ ফেব্রুয়ারি : ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ৯ মাস সময়কালের আর্থিক হিসেব প্রকাশ করল ভারতীয় জীবন বিমা নিগম বা এলআইসি। সংস্থার বোর্ড অফ ডিরেক্টরের বৈঠকের পরে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। তাতে জানানো হয়েছে, লাভের অঙ্কের ওপর কর জমা করার পরে (প্রফিট আফটার ট্যাক্স) ৩৩ হাজার ৯৯৮ কোটি লাভ করেছে সংস্থা। তার আগের বছরের শেষ ৯ মাসে যা লাভ হয়েছিল তার তুলনায় এই বৃদ্ধির হার ১৬.৬৮ শতাংশ। এর পাশাপাশি জানানো হয়েছে, আইআরডিএআই-র তথ্য অনুযায়ী বিমার ক্ষেত্রে এখনও দেশের বাজারের ৫৭.০৭ শতাংশ সরাসরি এলআইসি'র অধীনে আছে।

রিপোর্টে আরও জানানো হয়েছে, প্রিমিয়াম থেকে মোট আয়ে ৯.০২ শতাংশ, নতুন ব্যবসার ব্যক্তিগত প্রিমিয়ামে ৫.৮৯ শতাংশ, নতুন ব্যবসার আমানতে ২৭.৯৬ শতাংশ বৃদ্ধি লক্ষ করা গিয়েছে। এর পাশাপাশি, আগের তুলনায় সলভেন্সি রেশিওতেও বৃদ্ধি হয়েছে। ২.০২ থেকে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২.১৯। একই সঙ্গে এই ৯ মাসে প্রিমিয়ামের ওপর পারসিসটেন্সি রেশিও, অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট এবং এক্সপেন্স রেশিও-র সূচক প্রকাশ করা হয়েছে। সংস্থার সিইও আর দোরাইস্বামী বলেন, 'উপভোক্তাদের জীবন বিমা সংক্রান্ত অভিযোগের সমাধান এবং জিএসটি ২.০-এর সাফল্যে লাভের এই বৃদ্ধি।'

কোচবিহারের ২ ছাত্র উদ্ধার

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৬ ফেব্রুয়ারি : কোচবিহারের ঘুঘুমারির আল আমিন মিশন থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ দুই ছাত্রকে ফিরিয়ে আনতে বিমানে মুম্বই গেল এক সাব-ইনস্পেক্টরের নেতৃত্বে তিন সদস্যের পুলিশি দল। ওই দলের সঙ্গে রয়েছেন মিশনের প্রধান শিক্ষক ও এক নিখোঁজ ছাত্রের পরিবারের পরিচিত একজন। তবে পৌঁছাতে কিছুটা দেরি হওয়ায়, আদালত বন্ধের কারণে ছেলে দুটিকে হেপাজতে নিতে পারেনি পুলিশ। অপেক্ষা করতে হবে সোমবার পর্যন্ত।

কোচবিহার কোতোয়ালি থানা সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই দুই ছাত্র উদ্ধার হয় মুম্বইয়ের কিছুটা আগে মানসার থেকে। তারা লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেসের সংরক্ষিত কামরায় ছিল। তাদের দেখে ওই কামরায় থাকা অন্য যাত্রীদের সন্দেহ হয়। যাত্রীদের দুই-চারজন তাদের সঙ্গে গল্প করেন। তাঁদের মধ্যে একজন এক ছাত্রের থেকে তার বাবার ফোন নম্বর জেনে নেন। এরপর ওই যাত্রী ছাত্রটির বাবাকে ফোন করেন। ছাত্রটির বাবার থেকে ফোন নম্বর পেয়ে পুলিশ ওই যাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং ওই দুই ছাত্র যাতে ট্রেন থেকে না নেমে যায়, তা নজরে রাখার জন্য অনুরোধ করে। পাশাপাশি, কোতোয়ালি থানার পুলিশ রেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে। পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'রেলের মুম্বই কন্ট্রোল রুমে ছাত্র দুটির ছবি পাঠাই। ওরা আবার আমাদের ছবি পাঠায়। এরপর বাচ্চা দুটিকে মুম্বইয়ের আগে মানসার থেকে রেল পুলিশ উদ্ধার করে।'

মুম্বইয়ে খোঁজ

মুম্বই যাওয়া এক ছাত্রের পারিবারিক বন্ধু বলেন, 'শনি ও রবিবার কোর্ট বন্ধ। ফলে সোমবারের আগে বাচ্চাকে পাওয়া যাবে না। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই।' নিখোঁজ দুই ছাত্রের মধ্যে একজনের পরিবারের তরফে কেউ যেতে পারেননি বিমানের টিকিট না মেলায়। ওই পরিবারের পরিচিত একজন বলেন, 'বাচ্চার আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, জন্মের সার্টিফিকেট এবং আমাদের অথরাইজেশন লেটার কোচবিহারের পুলিশের কাছে দিতে বলা হয়েছিল। আমরা সমস্তকিছু পুলিশকে দিয়েছি।'

MAYNAGURI MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
Notice for extension of Date and Time for Submission of Bids and Opening of Tender. The tender details are as given below-
Ref. (i) e-NIT- WBMAD/e-Tender/44/of EO/APAS/MNM/JAL/2025-26
Tender Id- 2026_MAD_5009821_1 To 3
Bid Submission End Date & Time- 14.02.2026 UPTO 06:00 PM.
Bid Opening Date & Time:- 16.02.2026 AFTER 06:00 PM.
Details of e-N.I.T. and Tender Documents may be downloaded from www.tenders.wb.gov.in
Sd/-
Chairman
Maynaguri Municipality

সহায়ক মোটরের মেরামত/রিকন্ডিশনিং

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১১৩-এসজিইউডি-এইউএক্স-মোটর-২০২৫ তারিখ: ১৪-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: শিলিগুড়ি জংশন ডিজেল লোকো শেডে ১২ মাসের এক সময়সীমার জন্যে ৩ ওয়াঁর বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভে থাকা সহায়ক মোটরের/রিকন্ডিশনিং। টেন্ডার রাশি: ১১,২০,৭৬৭.৯২/- টাকা। বায়না রাশি: ২২,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৫-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিএমই/ডিজেল, শিলিগুড়ি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯ ও ১৯০, তারিখ ০৪.০২.২০২৬ [পিওয়ে কাজ] ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। (১) টেন্ডার নং. : ১৮৭-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম : ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/মালদার অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফারাক্কার অধীনে তিনপাহাড়-রাজমহল শাখায় এলএইচএস নং. ৪৮ এবং ৫০-এ ড্রেন, সাম্প, পাম্প হাউস, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নতি, বিভিন্ন গ্রাউটিং ইনজেকশন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য: ₹ ৪,৯৭,৯৯,৫৮৩.৯৫; (২) টেন্ডার নং. : ১৮৮-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম: ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/মালদার অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফারাক্কার অধীনে আজিমগঞ্জ-নিউ ফারাক্কা শাখায় এলএইচএস নং. ১, ২২, ৪২-এ সাম্প, পাম্প হাউস, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নতি, বিভিন্ন গ্রাউটিং ইনজেকশন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য: ₹ ৬,৩৭,১৫,৪০৫.৫০; (৩) টেন্ডার নং. ১৮৯-এমএলডিটি-২৫-২৬: কাজের নাম: ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/মালদার অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/মালদার অধীনে মালদা-নতুন ফারাক্কা সেকশনে এলএইচএস নং. ৪৩এ, ৪১এ, ৪০এ, ৩৯এ, ২১এ, ৬এ-তে কভার শেড, সাম্প, পাম্পিং ব্যবস্থা, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নতি, বিভিন্ন গ্রাউটিং ইনজেকশন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য: ₹ ৮,২৩,৩৪,২৭৮.২২; (৪) টেন্ডার নং. : ১৯০-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম: ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-১/মালদার অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফারাক্কার অধীনে আজিমগঞ্জ-নিউ ফারাক্কা শাখায় এলএইচএস নং. ২৯৪এ, ৩০৪এ, ৩৭২এ, ৩৭২বি, ৩৭৭বি, ৩০৭এ, ৩৬৯এ-তে কভার শেড, সাম্প, পাম্পিং ব্যবস্থা, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নতি, বিভিন্ন গ্রাউটিং ইনজেকশন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডারের মূল্য: ₹ ৮,৬৯,২৫,২০১.৭৩; টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময়: টেন্ডার নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য ২৩.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে; ওয়েবসাইট এবং নোটিশ বোর্ড: www.ireps.gov.in/ডি আর এম অফিস/এমএলডিটি। টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইটে বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-316/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২৯০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৩৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৬০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪৫৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪৫৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

NOTICE INVITING e-TENDER

N.I.e.T. No. N.I.e.T. NO. WB/APD-I/EO-ET/12/2025-26 (2nd Call) & N.I.e.T. No. WB/APD-I/EO-ET 13/2025-26 (2nd Call), Dt. 05/02/2026, Last date and time for bid submission-10/02/2026 at 16.00 hours. & bid submission-13/02/2026 at 11.00 hours. For more information please visit : www.wbetenders.gov.in.
Sd/- Executive Officer
Alipurduar-I Panchayat Samity
Panchkolguri :: Alipurduar

Tender Notice

E-tenders are invited for :

a) Proposal for Selection of Private Partner for Establishment, Operation, Maintenance and Management of Fair Price Medicine Shops for drugs and medicines, consumables at Gorubathan BPHC, Pedong RH & Rambi RH Kalimpong, GTA. 3rd Call (Last Date :- 13/02/2026)

b) Construction of Model AYUSH OPD (Civil and SP Works) at SHD Gitdubling PHC, SHD Gorubathan BPHC & SHD Samthar PHC, Kalimpong, GTA. 1st Call (Last Date :- 18/02/2026)

For details visit : www.wbtenders.gov.in.
The CMOH Office, Kalimpong,
Email : cmohkalimpong1@gmail.com

Sd/-
Chief Medical Officer of Health
Kalimpong

রঙিয়া ডিভিশনে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধী কেন্দ্রের জন্য ই-নিলাম

রঙিয়া ডিভিশনে ০৩ (তিন) বছরের জন্য প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধী কেন্দ্রের জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ। ক্যাটালগ নং: পিএমবিজেকে-আরএনওয়াই-২৬-১। একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। দিন: ১০৯৬, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লট) : ১৮-০২-২০২৬ তারিখে ১২:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
৫৫/১	পিএমবিজেকে-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-পিএমবিজেকে-১-২৪-১ (পিএমবিজেকে-প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধী কেন্দ্র)	রঙিয়া স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধী কেন্দ্র (পিএমবিজেকে) আউটলেট পরিচালনার জন্য চুক্তি প্রদান।

ই-নিলামের বন্ধের তারিখ ও সময় : ১৮-০২-২০২৬ তারিখে ১২:৩০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলোর বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। দ্রষ্টব্য : আগ্রহী দরদাতাদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের www.ireps.gov.in ই-নিলাম লিজ মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
সিনিয়র ডিসিএম, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সেতু এপ্রোচসমূহের উন্নয়ন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১২০/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ: ০৩-০২-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ৫০-এপি-I-২০২৫। কাজের নাম: এডিইএন/ই/আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত কিমি: (১৯৪/৮-১০) এ স্থিত সেতু নং ৩৫৮ আপ স্প্যান- ৫×৬.১০ মিটারে সেতু এপ্রোচসমূহের উন্নয়ন। টেন্ডার রাশি: ৪,০৩,২৯,১২৪.৬৭/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,৫১,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৫-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ওয়েল্ডিং কাজের আউটসোর্সিংয়ের জন্য কর্মী নিয়োগ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর : এম-টিএসকে-২০২৬-০৫; তারিখ: ০৪-০২-২০২৬, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নম্বর : এম-টিএসকে-২০২৬-০৫; কাজের নাম : ২ (দুই) বছরের জন্য তিনসুকিয়া কোচিং ডিপো এবং নিউ তিনসুকিয়া ইয়ার্ডে ওয়েল্ডিং কাজের আউটসোর্সিংয়ের জন্য সহায়ক সহ কর্মী নিয়োগ। টেন্ডার মূল্য: ৮৩,৫৪,৬৪৬.৯১/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,৬৭,১০০/- টাকা; টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ২৬-০২-২০২৬ তারিখে ১৩:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথিটি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

০৪ টি টাইপ-IV ইউনিট এবং ০১ টি আধিকারিক বিশ্রামগৃহের নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৬/জানুয়ারি/০৪ তারিখ: ২৩-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ)/ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আমন্ত্রণ করা হয়েছে: টেন্ডার নং. সিই/সিওএন/এলএম/বিএলডি/২০২৬/০২। কাজের নাম: উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং থেকে ফরকাটিং পর্যন্ত বিজি দ্বৈত রেলপথ প্রকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত ডিওয়াইসিই/সিওএন/ডিএল/মরিয়নি জংশন অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত নাওজান থেকে ফরকাটিং পর্যন্ত বিজি দ্বৈত রেলপথ প্রকল্প (প্যাকেজ-III) এর জন্য মরিয়নিতে ০৪ টি টাইপ-IV ইউনিট এবং ০১ টি আধিকারিক বিশ্রামগৃহের নির্মাণ। আনুমানিক রাশি: ৭,৮০,৬৩,৮৪০.৬৬/- টাকা। বায়না রাশি: ৫,৪০,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৬-০২-২০২৬ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/লামডিং প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/৩৯/২০২৫-২৬, তারিখ: ০৩-০২-২০২৬। নিম্নোক্ত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম.নং.: ১; টেন্ডার নং. : ৪০/২৫/৫৫০৯এ/ওটি/২১৭/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২০-০২-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং টিআই/এসপিসি/ওএইচই/এমআরআই/০১৪৩ বা সর্বশেষ সংস্করণ অনুযায়ী, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)) ভিত্তিক পরিমাপ ও রেকর্ডিং যন্ত্র (এমআরআই) সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং চালু করা, যাতে পরিশিষ্ট-এ অনুযায়ী ন্যূনতম মৌলিক শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আরডিএসও-এর সমস্ত শর্ত ও স্পেসিফিকেশন কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। প্রস্তুতকারক/ব্র্যান্ড: ক্রিস্টাল বা অনুরূপ। ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস পর্যন্ত। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখের ৩০ মাস পর] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শন: না, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউডিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। এসএসই/আইসি/টিডিআর/কাটিহার, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (বিহার)-এর জন্য পরিমাণ - ৩টি, এসএসই/আইসি ট্র্যাকশন ডিস্ট্রিবিউশন, নিউ জলপাইগুড়ি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য পরিমাণ - ৩টি, এসএসই/ট্র্যাকশন ডিস্ট্রিবিউশন/ওভারহেড ইকুইপমেন্ট/নিউ আলিপুরদুয়ার, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য পরিমাণ - ২টি, এসএসই/আইসি/টিআরডি/নিউ বঙ্গাইগাঁও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য পরিমাণ - ৩টি, জেই/টিআরডি/ হেডকোয়ার্টার/লামডিং, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য পরিমাণ - ৬টি, এসএসই/টিআরডি/ডিব্রুগড়, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য পরিমাণ - ৫টি, এসএসই/আইসি/টিআরডি/রঙিয়া, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য পরিমাণ - ৩টি, এসএসই/টিআরডি/আইসি/নিউ কোচবিহার, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য পরিমাণ - ৩টি। পি.এল. নং-২০০০২৬৭১০০১০।

ক্রম নং: ২; টেন্ডার নং: ৫০/২৫/৫৫০১/ওটি/২১৮/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ২৭-০২-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আইআরএস:টিসি-৩০/২০০৫ (ভার্সন ১) এবং এর সংশোধনী নং ১ থেকে ৫ অনুযায়ী, ০.৯ মিমি ব্যাসের কপার কন্ডাক্টর, পলিইথিলিন ইনসুলেটেড, অ্যালুমিনিয়াম স্ক্রিনযুক্ত, আর্মার্ড, ভূগর্ভস্থ জেলি ফিল্ডেড ৬ কোয়াড ক্যাবল সরবরাহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] ইউডিএএম আইটেম রেফারেন্স: আইটেম আইডি :- ৩১০০০৪৭ - এস অ্যান্ড টি ইনস্টলেশনের জন্য কোয়াড ক্যাবল, সাব আইটেম আইডি:- ৩১০০০৪৭০০১ - সিগন্যালিং এবং টেলিকম ইনস্টলেশনের জন্য ভূগর্ভস্থ রেলওয়ের জেলি ভর্তি টেলিকম কোয়াড ক্যাবল। সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/টেলি/আলিপুরদুয়ার জংশন/উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জন্য পরিমাণ - ১৬.০০ কিলোমিটার। পি.এল. নং- ৫৬১১০০১৯৩৩০৮।

ক্রম নং: ৩; টেন্ডার নং: ৬১/২৫/৫৪৭১এ/ওটি/২১৯/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৫-০৩-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৮৭৪৯ এবং টি-৮৭৫০ অনুযায়ী মেটাল লাইনার তৈরি ও সরবরাহ, যা আরডিএসও ড্রয়িং নং টি-৮৭৪৬ অনুযায়ী পিএসসি ওয়াইডার স্লিপারের সাথে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত এবং ৫২ কেজি রেলের জন্য প্রযোজ্য। এটি ইলাস্টিক রেল ক্লিপের সাথে ব্যবহারের জন্য মেটাল লাইনারের জন্য আইআরএস স্পেসিফিকেশন, সিরিয়াল নং টি-৫৬-২০২০ অনুযায়ী হবে। (এইচএসএন কোড: ৭৩০২১০১০) [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শন: না, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউডিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। এসএসই/পি/টিডি/ বঙাইগাঁও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য পরিমাণ - ৭৫০০০০ সেট। পি.এল. নং-৬০১১০৮১৮।

ক্রম নং: ৪; টেন্ডার নং: ৬০/২৫/৫৩২০/ওটি/২২০/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১৬-০৩-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (১) টেন্ডারের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী শেডসহ সিএনসি আন্ডার ফ্লোর হুইল লেদ (বিজি) সরবরাহ, স্থাপন ও চালু করা, মেশিনটিকে সম্পূর্ণরূপে কার্যক্ষম করার জন্য অপরিহার্য অন্য যেকোনো আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম সরবরাহ, টেন্ডারের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী আনুষঙ্গিক কাজ এবং ওয়ারেন্টি মেয়াদের প্রথম ও দ্বিতীয় বছরে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শন: না, পর্যায় সংখ্যা: ০] [ইউডিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। এসএসই/আইসি/মেক, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য পরিমাণ - ১টি। পি.এল.নং- ৬৫২৮৯৯৬০১১৪৯। (২) পাঁচ বছরের জন্য ধারা-V-এর অনুচ্ছেদ ১৭ অনুযায়ী ওয়ারেন্টির পর সার্বিক এএমসি। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: ডেলিভারির তারিখের পর মাস, এএমসি সময়কাল: ৫ বছর, পরিষেবা বন্ধের হার: ১০%, শুরু হবে: ২ বছর পর] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি,, পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শন: প্রযোজ্য নয়, পর্যায়: ০] আইটেমের ধরন: এএমসি। এসএসই/আইসি/ মেক, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য পরিমাণ- ১টি। পি.এল.নং- ৬৫২৮৯৯৬২। (৩) ধারা ৪.৩-এ উল্লিখিত ঐচ্ছিক সরঞ্জামাদির প্রতিটি আইটেমের বিস্তারিত বিবরণ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শন: না, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউডিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (ঐচ্ছিক খুচরা যন্ত্রাংশ)। এসএসই/আইসি/ মেক, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য পরিমাণ- ১টি। পি.এল.নং-৬৫২৮৯৯৬০। (৪) ধারা-৫ এর অনুচ্ছেদ ৬ অনুযায়ী ব্যবহার্য সামগ্রী, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিটি আইটেমের বিস্তারিত বিবরণসহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায়ভিত্তিক পরিদর্শন: না, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউডিএএম লিঙ্কিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (অত্যাবশ্যকীয় খুচরা যন্ত্রাংশ)। এসএসই/আইসি/মেক, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য পরিমাণ- ১টি। পি.এল.নং- ৬৫২৮৯৯৬১।

দ্রষ্টব্য: টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথিপত্রের সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতারা ওয়েবসাইটটিতে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন। যে সম্ভাব্য দরদাতারা উপরোক্ত টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের যদি ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন, তবে তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত না হয়ে থাকেন, তবে তাদের ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে প্রত্যয়নকারী সংস্থাগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে উপরোক্ত টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
পিসিএমএম, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বিক্রয়

তুফানগঞ্জ রামহরি মোড়ের কাছে NH17 এ ৬ কাঠা জমি বিক্রি হবে। Call 8509812121. (K)

অ্যাফিডেভিট

আমরা সুশীল রায়, পিতা-ফটিক রায় এবং মালা রায়, স্বামী : সুশীল রায়। উভয়ের সাকিন : বীরপাড়া টি জি, পোঃ ও থানা : বীরপাড়া, জেলা-আলিপুরদুয়ার। আমাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র সঞ্জয় রায় এবং জ্যেষ্ঠ কন্যা রিমা রায় ও কনিষ্ঠা কন্যা সিমা রায়কে ৩০/০১/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে ত্যাজ্য পুত্র ও ত্যাজ্য কন্যা বলে ঘোষণা করলাম। আমাদের বর্তমানে/অবর্তমানে আমাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অধিকার থেকে তাদেরকে এবং তাদের উত্তরাধিকারীদেরকেও বঞ্চিত করলাম। (C/120124)

অ্যাফিডেভিট

আমি Tushar Mandal, আমার কন্যার জন্মশংসাপত্রে আমার স্ত্রীর নাম ভুল থাকায় গত 02.02.2026 তারিখে J.M. 1st কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Jyotsna Mandal এবং Sumita Mandal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইলেন। (C/120253)

•

I, Asoke Kumar Agarwala, S/O-Ramotar Agarwala, of Dinbazar, Ward No :- 04, near Maszid, PS :- Kotwali, Po & Dt:- Jalpaiguri vide affidavit before Executive Magistrate Jalpaiguri 20/11/2025, declare that in my Sons Abhishek Sanghai's and Subham Sanghai's all documents Father's name is mentioned as Asoke Sanghai. That Ashoke Agarwal, Asoke Sanghai & Asoke Kumar Agarwala is the same & identical person. (C/120251)

•

আমি পরেশ চন্দ্র রায়, পিতা ভারত চন্দ্র রায় গ্রাম+পোঃ-পাট ছড়া, জেলা-কোচবিহার। আমার ছেলের মাধ্যমিক শংসাপত্রগুলিতে আমার নাম পরেশ চন্দ্র রায়-এর পরিবর্তে পরেশ রায় রয়েছে। তাই আমি গত ০৪/০২/২০২৬ (ইং) তারিখে কোচবিহার 1st Class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট (No : 18 AC 133059) করে পরেশ রায়কে পরেশ চন্দ্র রায় ঘোষণা করিলাম। এই পরেশ রায় ও পরেশ চন্দ্র রায় একই ব্যক্তি। (C/120551)

•

আমি Meheruddin SK, S/o Mina SK, গ্রাম-মহদীপুর, পোঃ-উত্তর মহদীপুর, থানা-ইংলিশবাজার, জেলা-মালদা, পিন-732216, আমার পুরোনো ভোটার কার্ডে (যার নং JVR1890656) নাম ভুল থাকায় গত 06/02/2026 তারিখে মালদা E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Kuran থেকে Meherudding SK করা হইল। যা উভয়ই একই ব্যক্তি। (M-115459)

•

I, Sangeeta Agarwal, W/O- Asoke Kumar Agarwala, of Dinbazar, Ward No:- 04, near Maszid, PS:- Kotwali, Po&Dt:- Jalpaiguri vide affidavit before Executive Magistrate Jalpaiguri 20/11/2025, declare that in my Sons Abhishek Sanghai's and Subham Sanghai's all documents Mother's name is mentioned as Sangeeta Sanghai. That Sangita Agarwal, Sangeeta Sanghai & Sangeeta Agarwal is the same & identical person. (C/120250)

কর্মখালি

Part Time Job Girls Per Day 300+ Office 9475927759. (C/120425)

•

শিলিগুড়ি, কিশানগঞ্জের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই (থাকা ফ্রী+খাবার ব্যবস্থা) 11000/- - 12500/- M - 9832489908. (C/120424)

ভাড়া

Rent for Godown 4200 sqft, $2^1/_2$ Mile Checkpost. Call 9434049894, 9851414992. (C/120501)

অ্যাফিডেভিট

আমি Reshma Khatun স্বামী Anowar Hossain পিতা Jamir Miah প্রাঃ পোঃ এলজানের কুঠি, কোচবিহার। মৃত্যু শংসাপত্র সংগ্রহে মাথাভাঙ্গা E.M কোর্টের অ্যাফিডেভিটে জানাই আমার মাতা Ajima Bibi এর মৃত্যু তারিখ 18.07.2024. (C/120424)

•

আমি Almera Bibi, W/o Akkel Ali, গ্রাম - আলিনগর, পো: কয়লাবাদ, থানা - গাজোল, জেলা - মালদা, পিন - 732102, আমার আধার কার্ডে যার নং 5158 4570 6272 আমার নাম ভুল থাকায় গত 06/02/26 তারিখে মালদা নোটারী পাবলিক কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Almra Bibi থেকে Almera Bibi করা হইল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (M/115458)

•

Digital Ration Card No. SPHH 001164 3646 আমার এবং বাবার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। বাবার ভোটার কার্ড নং WII 2225993 এবং তাঁর আধার কার্ড নং 6721 7099 4515 বাবার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। ভোটার তালিকা 2002, ক্রমিক নং 104, 8- নাটাবাড়ি, বিধানসভা কেন্দ্র অংশ নং 87 বাবার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। গত 31-01-26, J.M. (1st Class) 3rd Court, সদর, কোচবিহার, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Oajad Ali এবং Oyajed Ali, বাবা Ajgar Ali, Ajgar Miya এবং Ajgar Ali Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার শুভ এবং সঠিক নাম Oajad Ali এবং বাবার শুভ এবং সঠিক নাম Ajgar Ali সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম : কুনিডাঙ্গা, পো : ডাউয়াগুড়ি, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার, প: ব:। (C/119540)

আজ টিভিতে

মুখোশ রাত ১০.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ কিশমিশ, দুপুর ১.৩০ গুরু, বিকেল ৫.০০ হিরো, রাত ৮.০০ রকি, ১০.৪৫ আসছে আবার শবর
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৪৫ ইন্দ্রজিৎ, দুপুর ১.৪৫ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.৩০ সূর্য, সন্ধে ৭.৩০ বিধিলিপি, রাত ১০.৩০ মুখোশ
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ হাঁদা ভোঁদা, বেলা ১১.৩০ রক্ত নদীর ধারা, দুপুর ২.০০ শত্রু মিত্র, বিকেল ৫.৩০ সাথীহারা, রাত ৮.৩০ মাটির মানুষ, ১১.০০ মিলন তিথি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অবিচার, সন্ধে ৭.৩০ মোহনার দিকে
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ভূতের বাড়ি
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আপন পর
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.৪০ দেবদাস, বিকেল ৪.৩৫ যশবন্ত, সন্ধে ৬.৫০ খুদা গওয়াহ, রাত ১১.০০ হম
সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.৫০ কর্তব্য, দুপুর ২.৫৬ ময়দান-এ-জঙ্গ, বিকেল ৫.৫৬ জীবন এক সংঘর্ষ, রাত ৮.৫৫ নাজায়েজ, ১১.৫৮ বংশ
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০৩ আচার্য, দুপুর ১.৫৩ চেন্নাই

আসছে আবার শবর
রাত ১০.৪৫ জলসা মুভিজ

বসুধা সন্ধে ৬.০০
জি টিভি

ভার্সেস চায়না, বিকেল ৪.৪১ রিয়েল টেভর, সন্ধে ৭.৩০ সূরয়া-থ্রি, রাত ১০.২৮ নাইট কারফিউ
জি সিনেমা : সকাল ১০.৫৩ খট্টা মিঠা, দুপুর ১.৫৭ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, বিকেল ৪.৫২ সূরয়া দ্য সোলজার, রাত ৮.০০ গদর-টু, ১১.২৮ সত্যমেব জয়তে

দেবদাস দুপুর ১২.৪০ কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দাম্পত্যে শান্তি বজায় থাকবে। সপরিবার তীর্থ ভ্রমণে মানসিক শান্তি লাভ। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে সামান্য সমস্যা হতে পারে। বৃষ : অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়াতে পারলে সাংসারিক সমস্যা দূর হবে। আজ দূরের কোনও আত্মীয়ের আগমনে বাড়িতে আনন্দ। মিথুন : কম্পিউটার সম্পর্কিত কাজে যুক্তদের প্রসার ও উপার্জনের একাধিক রাস্তা তৈরি হতে পারে। রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ব বাড়বে। কর্কট : ভুল সিদ্ধান্তের কারণে বড় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। বাড়ির কোনও গুরুজনের স্বাস্থ্যের কারণে খরচ বাড়বে। সিংহ : জেদের বশে কোনও কাজ করে বাড়িতে অপদস্থ হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা আজ বাড়তে পারে। কন্যা : অপ্রিয় সত্যি কথা বলে বন্ধু মহলে হেনস্তা হতে পারেন। হৃদরোগ, জীবাণু সংক্রমণে ভোগান্তির সম্ভাবনা। তুলা : ধর্মচর্চা ও সৎকাজে যোগ দিয়ে মানসিক শান্তি পাবেন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির সুযোগ পেতে চলেছেন। বৃশ্চিক : জমি, বাড়ি কেনাবেচার ব্যবসায় লাভবান হবেন। রাস্তায় আজ একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। ব্যবসায় উন্নতির যোগ। ধনু : নিকট আত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় জমি নিয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দ। মকর : চালাকির কোনও কাজ করতে গিয়ে অসফল হবেন। পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় উন্নতি। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কুম্ভ : বাড়িতে কোনও শুভ অনুষ্ঠান নিয়ে আত্মীয়স্বজনের সমাগম। বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাবধানে থাকুন। মীন : পৈতৃক ব্যবসা নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে আলোচনায় ফল মিলবে। বৃত্তিমূলক পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৪ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ১৮ মাঘ, ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, ২৪ মাঘ, সংবৎ ৬ ফাল্গুন বদি, ১৮ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২০, অঃ ৫।২৪। শনিবার, ষষ্ঠী শেষরাত্রি ৪।৮। চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ৩।৫৯। শূলযোগ রাত্রি ১।২৬। গরকরণ দিবা ৩।৩১ গতে বণিজকরণ শেষরাত্রি ৪।৮ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৩।৭ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ, রাত্রি ৩।৫৯ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ, শেষরাত্রি ৪।৮ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিম, শেষরাত্রি ৪।৮ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৭।৪৩ মধ্যে ও ১।১৫ গতে ২।৩৮ মধ্যে ও ৪।১ গতে ৫।২৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১ মধ্যে ও ৪।৪৩ গতে ৬।১৯ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ৭।৪৩ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ১২।৩২ গতে পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ৩।৫৯ গতে যাত্রা শুভ, শেষরাত্রি ৪।৮ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৪৩ গতে পুনর্যাত্রা নাই। শুভকর্ম-দিবা ৭।৪৩ গতে অপরাহ্ণ ৪।১ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ-দিবা ৯।৫২ গতে ১২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৪ গতে ১০।৩৩ মধ্যে ও ১২।১২ গতে ১।৫২ মধ্যে ও ২।৪১ গতে ৪।২১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

টোটো-লরির সংঘর্ষে স্বজনহারা শিক্ষক

মর্গে স্ত্রী-সন্তান, শুনানিতে হাজিরা

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৬ ফেব্রুয়ারি : স্ত্রী ও কোলের সন্তানের নিথর দেহ পড়ে রয়েছে হাসপাতালের মর্গে, আর সেই শোকে পাথর চাপা দিয়েই ভোটার তালিকার শুনানিতে হাজির হতে হল এক স্কুল শিক্ষককে। সরকারি নথির ভুল সংশোধনের তাগিদে তছনছ হয়ে যাওয়া একদা হাসিখুশি পরিবারের দিকে তাকাবার ফুরসত কোথায়!

বৃহস্পতিবার ইংরেজবাজারের সুস্থানি মোড় এলাকায় টোটো উলটে মৃত্যু হয়েছে মা ও ৯ মাসের শিশুর। মৃতার নাম হালিমা খাতুন (২৮) এবং তাঁর ছোট ছেলে আরিফ হাসান। আর শুক্রবার গাজোলে এসআইআরের শুনানির লাইনে দেখা গেল মহম্মদ ইয়াসিন আনসারিকে।

মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সামনে মৃতের পরিজনরা।

উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার বাসিন্দা মহম্মদ ইয়াসিন সুজাপুর নয়মৌজা হাই মাদ্রাসার আরবি ভাষার শিক্ষক। কর্মসূত্রে তিনি সুজাপুরের হাসপাতাল মোড় এলাকায় ভাড়া থাকতেন। এসআইআর-এর শুনানির জন্য সপরিবার গাজোলে যাওয়ার কথা ছিল তাঁদের। সেই উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার স্কুল শেষে ইয়াসিন সাহেব স্ত্রী ও তিন সন্তানকে নিয়ে টোটোয় চড়ে মালদা শহরের দিকে আসছিলেন। সুস্থানি মোড় এলাকায় একটি লরি পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোটি উলটে যায়। রাস্তায় ছিটকে পড়েন সকলেই। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা হালিমাকে মৃত ঘোষণা করেন। এর ঘণ্টাখানেক পরেই মৃত্যু হয় ৯ মাসের শিশু আরিফের।

শুক্রবার সকালে হাসপাতালের মর্গে পরিজনদের রেখে চোখের জল মুছে ইয়াসিন সাহেবকে ছুটতে হয় গাজোল ব্লকের শুনানিতে। বাবার নামের বানান ভুল থাকায় সেই শিক্ষককে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল। আর ইয়াসিনের স্ত্রীয়ের বাবার ৬ সন্তান। সেই কারণ দেখিয়ে তাঁর স্ত্রীকেও ডেকে পাঠানো হয়েছিল। এদিন বিধ্বস্ত অবস্থায় ইয়াসিন বলেন, 'স্কুল শেষে আমরা টোটোয় করে মালদা টাউনে আসছিলাম। সেখান থেকে বাস ধরে গাজোলে যাওয়ার কথা ছিল। সুস্থানি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্ত্রীর শরীরের ওপর টোটো উলটে যায়। ঘটনাস্থলেই স্ত্রীর মৃত্যু হয়। মালদা মেডিকেলে আমার ৯ মাসের ছেলের মৃত্যু হয়। এই অবস্থার মধ্যেও আমাকে শুনানিতে হাজির হতে হয়েছে।'

- বৃহস্পতিবার ইয়াসিন সাহেব স্ত্রী ও তিন সন্তানকে নিয়ে টোটোয় চড়ে মালদা শহরের দিকে আসছিলেন
- নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টোটোটি উলটে যায়
- ইয়াসিনের স্ত্রী ও ৯ মাসের শিশু আসিফের মৃত্যু হয়

এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন মৃতার দাদা আব্দুর রহমান আনসারি। তিনি বলেন, 'বোন ও জামাই কর্মসূত্রে সুজাপুরে থাকতেন। ওদের দুজনেরই এসআইআর-এর শুনানির ডাক এসেছিল। এদিন গাজোল ব্লকে শুনানির কথা ছিল। তারপর ওই দুর্ঘটনা ঘটে। এই পরিস্থিতির মধ্যেও বোন ও ভাগ্নেকে হাসপাতালে রেখে শুনানিকেন্দ্রে যেতে হয়েছে।'

প্রশাসনিক এই কড়াকড়ি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আব্দুর রহমান। তাঁর কথায়, 'জামাইয়ের বাবার নামের বানান ভুল থাকায় মিসম্যাচের কারণ দেখিয়ে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। অথচ আমার বোনের কোনও ভুল ছিল না। শুধুমাত্র আমরা ছয়জন সন্তান হওয়ায় আমাদের শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। আমি নিজেও শুনানিতে হাজির হয়েছিলাম।' সবশেষে তাঁর আক্ষেপ, 'বোনকে শুনানিতে না ডাকা হলে হয়তো বোন ভাগ্নে-ভাগ্নিকে নিয়ে সুজাপুরেই থাকতেন। তাহলে হয়তো এত কিছু ঘটতই না।'

দক্ষিণ বেরুবাড়ির সীমান্ত গ্রাম নলজোয়াপাড়ার কৃষিজমি। -সংবাদচিত্র

উন্মুক্ত সীমান্তে জমি অধিগ্রহণে জট অব্যাহত

ক্ষতিপূরণ বাবদ বাড়ুক টাকা, দাবি

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : দক্ষিণ বেরুবাড়ির উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতার ও সীমান্ত সড়ক নির্মাণে ইচ্ছুক জমিদাতারা জেলা প্রশাসনের কাছে জমির ক্ষতিপূরণের টাকা বাড়ানোর দাবি জানালেন। শুধু জেলা প্রশাসনকেই নয়, জমিদাতারা বৃহস্পতিবার দক্ষিণ বেরুবাড়ির চোষপাড়া বিওপিতে বিএসএফের সঙ্গেও এব্যাপারে বৈঠক করে একই দাবি জানিয়েছেন। ৩ কিলোমিটার উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের জমি বিক্ষিপ্তভাবে নিতে জেলা ভূমি অধিগ্রহণ দপ্তর জমিদাতাদের উদ্দেশে নোটিশ ইস্যু করেছিল গত ৩১ ডিসেম্বর। জমির ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিঘা প্রতি ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা করে জমিদাতাদের দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু জমির মালিকরা তাতে রাজি নন। তাই ১৯ কিলোমিটার উন্মুক্ত সীমান্তের মধ্যে প্রথম দফায় তিন কিলোমিটার এলাকায় সীমান্ত সড়ক নির্মাণ ও কাঁটাতার বসানোর কাজ শুরু না হওয়ায় থমকে যাওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে।

যদিও এবিষয়ে জেলা শাসক শামা পারভিন বলেছেন, 'দক্ষিণ বেরুবাড়ির জমির সমস্যা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।' জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার দক্ষিণ বেরুবাড়ি পঞ্চায়েত এলাকায় মোট ১৯ কিলোমিটার সীমান্তে কোনও কাঁটাতার নেই। এই ১৯ কিলোমিটারের মধ্যে আবার প্রায় ১১ কিলোমিটার এলাকার জমির সঠিক নথিও মেলে না। সেখানে সমীক্ষা করে জমিদাতাদের নামে জমির মালিকানা না দেওয়া পর্যন্ত আপাতত এই অংশে সীমান্ত সড়ক ও কাঁটাতারের কাজ হবে না। কিন্তু জমিজটহীন বাকি ৮ কিলোমিটারের মধ্যে জেলা ভূমি অধিগ্রহণ দপ্তর

- জমিদাতারা জেলা প্রশাসনের কাছে জমির ক্ষতিপূরণের টাকা বাড়ানোর দাবি জানালেন
- দক্ষিণ বেরুবাড়ির চোষপাড়া বিওপিতে বিএসএফের সঙ্গেও এব্যাপারে বৈঠক করেন
- জমি নিতে গত ৩১ ডিসেম্বর নোটিশ ইস্যু করেছিল জেলা ভূমি অধিগ্রহণ দপ্তর

প্রথমে ৩ কিলোমিটার এলাকার জমি কেনার জন্য জমির মালিকদের নোটিশ দিয়েছিল। নলজোয়াপাড়া ও ভোজারিপাড়ার অধিকাংশ জমিদাতাই প্রান্তিক কৃষক। কারও ১ বিঘা আবার কারও ৪ বিঘা জমি রয়েছে। অথচ কাঁটাতার ও সড়ক নির্মাণের জন্য কৃষকদের থেকে খাপছাড়াভাবে জমি নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এর ফলে যেটুকু জমি কৃষকদের থাকবে তাতে ঠিকমতো চাষাবাদ করা যাবে না বলে জানাচ্ছেন কৃষকরা।

ওই এলাকায় জমির দাম বিঘা প্রতি প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। তাই জমির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ টাকা বাড়ানোর লিখিত আবেদন জেলা প্রশাসনের কাছে করা হয়েছে বলে দক্ষিণ বেরুবাড়ি প্রতিরক্ষা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সারদাপ্রসাদ দাস জানিয়েছেন। সংগঠনের কার্যনির্বাহী সভাপতি হরিশচন্দ্র রায়ও জানান, সকলেই জমি দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু যে টাকা সরকারিভাবে দিতে চাওয়া হচ্ছে তা বৃদ্ধির প্রস্তাব ভূমি অধিগ্রহণ দপ্তরকে দেওয়া হয়েছে। বাকিটা জেলা প্রশাসনের হাতে।

অন্যদিকে এনিয়ে জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন জলপাইগুড়ির তৃণমূল বিধায়ক প্রদীপকুমার বর্মাও।

নলজোয়াপাড়ার এক কৃষক জেকের আলি বললেন, 'বিঘাপ্রতি জমির ক্ষতিপূরণ খুবই কম। তাছাড়া জমি পুরোটা নেবে না। খাপছাড়াভাবে জমি নেওয়া হবে। ফলে অবশিষ্ট জমিতে চাষাবাদ করাও সমস্যা হবে। আর্থিকভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব। তাই আমাদের অনুরোধ, জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা বাড়ানো হোক।'

ঠিক সময়ে ডিএ কার্যকর করার দাবি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৬ ফেব্রুয়ারি : ডিএ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে ঠিক সময়ের মধ্যে কার্যকর করার দাবি তুললেন জাতীয়তাবাদী পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রধান উপদেষ্টা মনোজ চক্রবর্তী। তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন তিনি। মনোজ বলেন, 'ডিএ বঞ্চিত সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের পরিস্থিতি অত্যন্ত করুণ। সুপ্রিম কোর্ট ৩১ মার্চের মধ্যে পঞ্চম বেতন কমিশন কেন্দ্রিক বকেয়ার ২৫ শতাংশ ডিএ প্রদানের যে নির্দেশ দিয়েছে, আশা করছি রাজ্য এবার দ্রুত তা কার্যকর করবে।' পেনশনারদের সংগঠনের ওই নেতার সংযোজন, ডিএ যে আইনি অধিকার এবং সর্বভারতীয় মূল্য সূচক অনুযায়ী তা নির্ধারণ করতে হবে এই কথা বলে সুপ্রিম কোর্ট সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের মনোবল চাঙা করেছে। এজন্য কোর্টকে অভিনন্দন।

অন্যদিকে বৃহস্পতিবার রাজ্য বাজেটে সপ্তম বেতন কমিশন গঠন সহ ১ এপ্রিল থেকে ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ-র ব্যবধান ৩৬ শতাংশে পৌঁছোবে। মনোজ এনিয়ে বলছেন, 'এই ব্যবধান ধারাবাহিকভাবে চলে এসেছে। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে আগে বামেদের কাছে এবং বর্তমান সরকারের কাছেও বারবার ডিএ নিয়ে স্থায়ী আদেশনামার দাবি জানানো হয়েছিল। কোনও সরকারই তা মানেনি। যার ফলে ডিএ-র ফারাক এখন আকাশ ছুঁয়েছে।'

রাজ্য সরকার আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ারদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করেছে। তবে অসংখ্য অস্থায়ী কর্মচারী যাঁরা বেতনবৃদ্ধির প্রত্যাশায় ছিলেন তাঁরা হতাশ হয়েছেন বলেও প্রবীণ নেতা জানান। তিনি জানান, ষষ্ঠ বেতন কমিশনের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত। কারণ এই কমিশন ডিএ-র সংস্থানই তুলে দিয়েছিল। এই ধরনের কমিশন স্থায়ী প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

স্মারকলিপি

জলপাইগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : এআইইউটিইউসি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন পুর স্বাস্থ্যকর্মী (কনট্রাকচুয়াল) ইউনিয়নের জেলা কমিটির তরফে শুক্রবার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসচিবের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হল। এদিন মোট ১৩ দফা দাবি জানানো হয়। এবিষয়ে সংগঠনের তরফে জেলা সভানেত্রী পম্পা রায় বলেন, 'রাজ্য বাজেটে ১৮০ দিন মাতৃত্বকালীন ছুটি সহ কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে ৫ লক্ষ টাকা অনুদানের কথা ঘোষণা হলেও মূল দাবি হল, আমাদের ভাতা বৃদ্ধি করে ১৫ হাজার টাকা করে দিতে হবে। সরকার নির্ধারিত যে কোনও কাজ ও আর্থিক বরাদ্দের সমস্ত অর্ডার কপি দিতে হবে। প্রতি মাসে মোবাইল রিচার্জের পুরো টাকা দিতে হবে এবং বকেয়া টাকা মেটাতে হবে।' এছাড়া আরও দাবি জানানো হয়।

ভুল সংশোধন

৬ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদের তিনের পাতায় চিকিৎসক না থাকায় দুর্ভোগ শীর্ষক খবরে ডাঃ অরিজিৎ পাল দু'সপ্তাহ ধরে ছুটিতে আছেন এর জায়গায় ডাঃ অভিজিৎ পাল সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ছুটিতে আছেন পড়তে হবে।

পদত্যাগের ২৮ দিন পার, আসেননি পুরসভায়

জল্পনা রবির অনুপস্থিতিতে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৬ ফেব্রুয়ারি : গত ১০ জানুয়ারি কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ ছাড়ার পর আর পুরসভায় পা রাখেননি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। পদত্যাগ করার পর ২৮ দিন পেরিয়ে গিয়েছে। অনেকে বলছেন রাগ, অনেকে বলছেন অভিমান থেকেই তিনি পুরসভায় আসছেন না। যদিও তাঁকে বাদ দিয়েই পুরসভায় সম্প্রতি নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। দিলীপ সাহা নতুন চেয়ারম্যান হওয়ার পর এর মধ্যে একটি বোর্ড মিটিংও হয়ে গিয়েছে পুরসভায়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ এসে ঘুরে গিয়েছেন পুরসভায়।

পদত্যাগ করার পর পুরসভায় রবির এই একেবারে না আসা নিয়ে শহরবাসীর মধ্যে ইতিমধ্যে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে। পাশাপাশি প্রশ্ন উঠেছে, নতুন চেয়ারম্যান হওয়ার পর দিলীপ সাহা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কি না বা তাকে পুরসভায় বা বোর্ড মিটিংয়ে আসতে বলেছিলেন কি না। বোর্ড মিটিংয়ে না আসার পর কেন তিনি এলেন না সে বিষয়ে রবিকে ফোন করে নতুন চেয়ারম্যান জানতে চেয়েছিলেন কি না, এমন নানা বিষয়ে কোচবিহার শহরবাসীর মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

চেয়ারম্যান দিলীপ সাহা বলেন, 'তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। দেখা হয়েছিল। তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছি। পুরসভায় আসতে বলেছি। বোর্ড মিটিংয়ে আসার জন্যও পুরসভার তরফে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। তবে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে বোর্ড মিটিংয়ে তিনি কেন আসেননি সে বিষয়ে অবশ্য তাঁকে আর জিজ্ঞাসা করা হয়নি। খুব শীঘ্রই আমি তাঁর বাড়ি যাব।'

দিলীপ চেয়ারম্যান হওয়ার পর কোচবিহার পুরসভায় নানা ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। রবির আমলে নেওয়া বহু সিদ্ধান্ত বদলানো হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি প্রাক্তন চেয়ারম্যানের মতামত বা তাঁর নেওয়া সিদ্ধান্তগুলিকে গুরুত্বই দিচ্ছে না নতুন পুরবোর্ড? কাউন্সিলারদের একাংশই বলছেন, এখন যেভাবে পুরবোর্ড চলছে তাতে পরিষ্কার যে রবি ঘোষের আমলে একাধিক বহু ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ভবানীগঞ্জ বাজারই হোক বা অন্যান্য মিউটেশন, ট্রেড লাইসেন্স, কনজারভেন্সি সহ বিভিন্ন করের ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন ছিল। সেগুলি এখন সংশোধনের কাজ চলছে। পাশাপাশি পুরসভায় এতদিন যে সমস্ত কাউন্সিলাররা রবি-অনুগামী হিসাবে পরিচিত ছিলেন, তাঁরা এখন দিব্যি মানিয়ে নিয়েছেন নতুন পুরবোর্ডের সঙ্গে। কোনওরকম অসহযোগিতা বা বিরোধিতা তো নয়ই, বরং নতুন পুরবোর্ডের সঙ্গে তাল মিলিয়েই তাঁরা কাজ করছেন। নতুন বোর্ডকে সবরকম সহযোগিতা তাঁরা করছেন। ফলে কোচবিহার পুরসভা থেকে শুধু ব্রাত্য হয়ে গিয়েছেন রবি ঘোষ।

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'এখন দলের সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত আছি। প্রয়োজন পড়লে আগামীদিনে পুরসভায় যাব। পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি।'

ভালো হয়েছে ইতিহাস পরীক্ষা। উচ্ছ্বসিত ছাত্রীরা। জলপাইগুড়ি শহরে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

কলেজে মুদ্রা প্রদর্শনী

জলপাইগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : বিভিন্ন সময়ের মুদ্রার সম্ভার দেখার সুযোগ পেয়েছে পড়ুয়ারা। তবে শুধু মুদ্রা নয়, বিভিন্ন পোস্ট কার্ড, দলিল সবই হাতে ছুঁয়ে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে আনন্দ চন্দ্র কলেজ কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার কলেজের ইতিহাস বিভাগ ও সেন্টার ফর স্টাডিস ইন নর্থবেঙ্গলের যৌথ উদ্যোগে কলেজ প্রাঙ্গণে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এদিন সকাল থেকে সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা এই প্রদর্শনী দেখতে আসে। সুলতানি সময়, ব্রিটিশ আমল ও কোচবিহার রাজার আমলের মুদ্রা এই প্রদর্শনীতে ছিল।

আনন্দ চন্দ্র কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক দীগন্ত চক্রবর্তী বলেন, 'ভবিষ্যতে আরও এধরনের অনুষ্ঠান করার ইচ্ছে রয়েছে। যাতে ভারতবর্ষের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের ইতিহাস পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরা যায়।'

ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে ও পরের বিভিন্ন সময়ের মুদ্রা ও টাকা নিয়ে এই প্রদর্শনীতে এসেছিলেন জলপাইগুড়ির বাসিন্দা রঘুবীর আগরওয়াল। তিনি বলেন, 'এগুলো সংগ্রহ করা আমার নেশা। এমন একটি অনুষ্ঠানে এসে নিজের সংগ্রহ দেখাতে পেরে আমার বেশ ভালো লাগছে। পড়ুয়াদের মধ্যেও এবিষয়ে উৎসাহ রয়েছে।' সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী অনন্যা করের কথায়, 'এর আগে বইয়ের পাতায় এসব মুদ্রার কথা পড়েছি। প্রদর্শনীতে এসে এগুলি নিজের চোখে দেখলাম।'

ক্ষতিপূরণ

বানারহাট, ৬ ফেব্রুয়ারি : কয়েক মাস আগে চিতাবাঘের হামলায় জখম বিন্নাগুড়ি চা বাগানের দুই শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দিল বন দপ্তর। শুক্রবার পাস্কেল ওরাওঁ ও আমন খারিয়া নামে দুই চা বাগানের শ্রমিককে যথাক্রমে ৫০ ও ২৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেয় বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার বিন্নাগুড়ি রেঞ্জ। পাশাপাশি মানুষ-বন্যপ্রাণ সংঘাতের ওপর একটি সচেতনতা শিবিরেরও আয়োজন হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ সহ স্থানীয় কয়েকজন সমাজসেবী ও এলাকার পঞ্চায়েতকর্তারা।

শহরে মিছিল

জলপাইগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : মিড-ডে মিলের কর্মীদের বেতনবৃদ্ধির বিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বাজেটে কোনও উল্লেখ না থাকায় সরব হলেন সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের সদস্যরা। শুক্রবার কদমতলা মোড়ে প্রতীকীভাবে বাজেট পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে। এবিষয়ে সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন জলপাইগুড়ি সদর ব্লক সম্পাদিকা শীলা পাল বলেন, 'রাজ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৩৩ হাজার মিড-ডে মিল কর্মী সরকার ও সরকারপোষিত স্কুলে কাজ করেন। প্রতি মাসে বেতন মাত্র দু'হাজার টাকা। মূল্যবৃদ্ধির মধ্যে সামান্য অর্থ দিয়ে সংসার চালাতে নাভিশ্বাস উঠছে। অনেকের পরিবারের সদস্যরা পরিযায়ী শ্রমিক বা দিনমজুর হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন।'

খাজনা আদায়ে অ্যাপ

জলপাইগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : হাটের খাজনা আদায়ে এবার প্রযুক্তির ছোঁয়া আনতে চলেছে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ। এবার সরাসরি অনলাইন ব্যবস্থার পথে হাঁটছে প্রশাসন। তৈরি হয়ে গিয়েছে বিশেষ অ্যাপ, যার মাধ্যমে এখন থেকে ব্যবসায়ীরা ঘরে বসেই মাসিক খাজনা জমা দিতে পারবেন। অতিরিক্ত জেলা শাসক রৌনক আগরওয়াল বলেন, 'খুব শীঘ্রই সেই অ্যাপ সম্পর্কে হাটের ব্যবসায়ীদের জানিয়ে দেওয়া হবে। সেই অ্যাপের মাধ্যমেই হাট ব্যবসায়ীরা প্রতি মাসে খাজনার টাকা অনলাইনে দিতে পারবেন।'

শুক্রবার জেলা পরিষদের কনফারেন্স রুমে এক বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। ৩০টি হাটের অধীনে এদিন মোট ৩৯ জন ব্যবসায়ীর হাতে লিজ নবীকরণের লাইসেন্স তুলে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩৪ জন নতুন এবং ৫ জন পুরোনো ব্যবসায়ী। সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন জানিয়েছেন, জেলা পরিষদ নিজেদের হাটের আরও জমি পুনরুদ্ধারে সমীক্ষা শুরু করেছে। সহকারী সভাধিপতি সীমা চৌধুরী এদিন ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে বলেন, 'সময়মতো ব্যবসায়ীরা যাতে খাজনা প্রদান করেন, সেই অনুরোধ রাখছি।'

কিছু ট্রেনের পরীক্ষামূলক স্টপেজ

যাত্রীদের সুবিধার্থে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলিতে নিম্নোক্ত সময়সূচি অনুসারে পরীক্ষামূলকভাবে থামবে :

ট্রেন নং ও নাম	স্টেশন	সময়সূচি		যে তারিখ থেকে থামবে
		পৌঃ	ছাঃ	
১৩১১৩ কলকাতা-লালগোলা হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০২.২৬ থেকে কার্যকর)	সেবগ্রাম	০৯.১৩	০৯.১৪	০৯.০২.২৬
১৩১১৪ লালগোলা-কলকাতা হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০২.২৬ থেকে কার্যকর)		১৮.০২	১৮.০৩	০৯.০২.২৬
১৩০৫৩ হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০২.২৬ থেকে কার্যকর)	ব্যান্ডেল	০৯.৪৬	০৯.৪৮	০৭.০২.২৬
১৩০৫৪ রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০২.২৬ থেকে কার্যকর)		১৩.৫১	১৩.৫৩	০৭.০২.২৬
১৩০৫৩ হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০২.২৬ থেকে কার্যকর)	নলহাটি	১২.৪৯	১২.৫১	০৭.০২.২৬
১৩০৫৪ রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০২.২৬ থেকে কার্যকর)		১০.৪৮	১০.৫০	০৭.০২.২৬
১৩১৭৮ জঙ্গীপুর রোড-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০২.২৬ থেকে কার্যকর)	নবগ্রাম কাঁকুড়হাটি	১৫.৩৫	১৫.৩৬	০৭.০২.২৬
৫৩০০৫ কাটোয়া-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০২.২৬ থেকে কার্যকর)	নবগ্রাম কাঁকুড়হাটি	০৮.১৩	০৮.১৪	০৭.০২.২৬
৫৩০৫৪ নিমতিতা-কাটোয়া প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০২.২৬ থেকে কার্যকর)	নবগ্রাম কাঁকুড়হাটি	০৭.২১	০৭.২২	০৭.০২.২৬
৫৩০১৫ কাটোয়া-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০২.২৬ থেকে কার্যকর)	নবগ্রাম কাঁকুড়হাটি	১৭.২৮	১৭.২৯	০৭.০২.২৬
৬৩০৩১ কাটোয়া-আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০২.২৬ থেকে কার্যকর)	মালিহাটি তালিবপুর	১৫.০৪	১৫.০৫	০৭.০২.২৬
৬৩০৩২ আজিমগঞ্জ-কাটোয়া মেমু প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০২.২৬ থেকে কার্যকর)	কাজীপাড়া হল্ট	০৯.২৩	০৯.২৪	০৭.০২.২৬
৬৩০৩১ কাটোয়া-আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০২.২৬ থেকে কার্যকর)		১৫.১৯	১৫.২০	০৭.০২.২৬
৫৩০১৪ আজিমগঞ্জ-কাটোয়া প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০২.২৬ থেকে কার্যকর)	কাজীপাড়া হল্ট	১২.১১	১২.১২	০৭.০২.২৬

দ্রষ্টব্য : এই ট্রেনগুলির অন্যান্য সকল স্টেশনের সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কাঁটাতারে থমকে গিয়েছে পঞ্চগড় রোড

অবিভক্ত ভারতবর্ষে জলপাইগুড়ির যে রাস্তা দিয়ে খুব সহজেই বর্তমান বাংলাদেশের দিনাজপুরে যাওয়া যেত, দেশভাগ, একাত্তরের যুদ্ধ ও চা বাগান তৈরির ফলে ওই রাস্তাই এখন মানচিত্র থেকে মুছে গিয়েছে। রাস্তার মাঝে বসেছে কাঁটাতারের বেড়া। এখনকার প্রজন্ম জানে না রাস্তার গুরুত্ব।

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ৬ ফেব্রুয়ারি : অবিভক্ত ভারতবর্ষে জলপাইগুড়ির যে রাস্তা দিয়ে খুব সহজেই বর্তমান বাংলাদেশের দিনাজপুরে যাওয়া যেত, দেশভাগ, একাত্তরের যুদ্ধ ও চা বাগান তৈরির ফলে ওই রাস্তাই এখন মানচিত্র থেকে মুছে গিয়েছে। রাস্তার মাঝে বসেছে কাঁটাতারের বেড়া। যুদ্ধের পর পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ার রাস্তাটি জঙ্গলে ছেয়ে যায়। এরপর বহিরাগত শিল্পপতিরা চা বাগান তৈরি করায় রাস্তার একটি বড় অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ফলে এখনকার প্রজন্ম জানেই না রাস্তাটির গুরুত্ব। তাই পঞ্চগড় রোড আজ বিস্মৃত।

হারিয়ে যাওয়া পুরোনো জায়গা, রাজপ্রাসাদ ও রাস্তা পুরোনো দিনের মানুষের স্মৃতিচারণে জীবন্ত হয়ে ওঠে। রাজগঞ্জ ব্লকের কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট্ট জনপদ চাউলহাটির ওই রাস্তাটি দিয়ে একসময় সরাসরি পঞ্চগড় হয়ে দিনাজপুর চলে যাওয়া যেত। এই চাউলহাটি থেকেই সোজা দক্ষিণে বেরিয়ে গিয়েছে ওই রাস্তাটি। নাম পঞ্চগড় রোড। চাউলহাটি, তসর মোহাম্মদপাড়া, ফাউতিয়াপাড়া হয়ে ওই রাস্তা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে চলে গিয়েছে বাংলাদেশে।

দেশভাগের পর মানুষের চলাচল স্বাভাবিকভাবেই কমে যায়।

বাংলাদেশ সীমান্তে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছে এই রাস্তা। -সংবাদচিত্র

১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর রাস্তাটি কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। একসময় গোরুর গাড়ি, মোষের গাড়ি ও সাইকেলের চাকায় যে রাস্তা সবসময় সচল ছিল, যাতায়াতের অভাবে সেখানে গজিয়ে ওঠে জঙ্গল। পঞ্চগড় রোডে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেয় কাঁটাতারের বেড়া। বেড়া দেওয়ার ফলে জিরো পয়েন্ট থেকে প্রায় ৩০০ মিটার রাস্তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পরে শিল্পপতিরা চা বাগান স্থাপন করায় রাস্তার দৈন্যদশা আরও বাড়ে।

পঞ্চগড় রোডের কথা বলতেই স্মৃতিবিজরিত কণ্ঠে ৭৫ বছর বয়সি প্রবীণ শিক্ষক আব্দুর রেজ্জাক বলেন, 'ভারত-পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পরেও যাতায়াতে তেমন বাধা ছিল না। আমি বাবার সঙ্গে গোরুর গাড়িতে করে এই রাস্তা ধরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের তেতুলিয়া দিনাজপুর চলে যেতাম। সেখানের অমরখানায় এই রাস্তাটি বড় রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। দেশভাগের পর অনেকদিন এই রাস্তা সচল ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর রাস্তাটি পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে যায়।'

তাঁর সংযোজন, 'পুরোনো সেই বিরাট রাস্তার চিহ্নটুকুও বর্তমানে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সম্পূর্ণ মিশে গিয়েছে। যেদিন দিনাজপুর থেকে কিছু কাপড়চোপড় ও দুটি ইলিশ কিনে বাড়ি ফিরেছিলাম, সেদিনের কথা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে।'

জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে যাত্রী নিগ্রহের নেপথ্যে

সিন্ডিকেট বানিয়ে চাঁদা আদায়

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : ‘পুণ্যলাভ’ করতে হলে সিন্ডিকেটের খাতায় নাম লেখাতে হবে। প্রতি মাসে মোটা টাকা চাঁদা দেওয়া, সেইসঙ্গে পার্টির মিটিং-মিছিলে নিয়মিত হাজিরা দেওয়া একপ্রকার বাধ্যতামূলক। পরিবর্তে সিন্ডিকেটের সদস্যরা রোড স্টেশন সহ বিভিন্ন অবৈধ স্ট্যান্ড ও পার্কিংয়ে সাধারণ টোটোচালকদের ‘এন্ট্রি’ না দেওয়ার ক্ষমতা পেতেন। এদিকে পার্কিং ফি বাবদ মোটা অঙ্কের টাকা কোথায় যেত তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। রোড স্টেশনে যাত্রী নিগ্রহের ঘটনার পর টোটো সিন্ডিকেটকে ঘিরে এমনই সব চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসতে শুরু করেছে। যদিও শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের নাম করে সিন্ডিকেট বানিয়ে চাঁদা নেওয়ার বিষয়টি খোদ আইএনটিটিইউসি’র জেলা সভাপতি তপন দে সমর্থন করেননি। তাঁর কথায়, ‘এসব বরদাস্ত করা হবে না। দল কখনও এভাবে টাকা তোলার নির্দেশ দেয় না। দল ও সংগঠনের নাম ভাঙিয়ে যে বা যাঁরা অন্যায়ভাবে টাকা তুলছেন তাঁদের নাম আমাদের জানালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।’

রোড স্টেশনে যাত্রী নিগ্রহের ঘটনার পর অভিযুক্ত টোটোচালক ও তাঁদের পরিবারের সদ্যদের খোঁজে দিনরাত এক করে পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে। পুলিশের ভয়ে একসময় রোড স্টেশনে দাপিয়ে বেড়ানো টোটোচালকরা এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন। ঘটনার পর স্টেশন চত্বর থেকে অবৈধ টোটোস্ট্যান্ড তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এলাকার যে টোটোচালকরা এতদিন সিন্ডিকেটের ‘দাদাগিরি’র কারণে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতেন ঘটনার পর তাঁরাই মুখ খুলতে শুরু করেছেন। শুক্রবার রোড স্টেশনে এক যাত্রীকে নামিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় এক টোটোচালককে বলতে শোনা গেল, ‘দিন সবার সমান যায় না। অন্যায় করলে ওপরওয়ালা তার বিচার করেন।’ তাঁর এমন উক্তি প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “আমরা ‘এঁদের’ জন্য স্টেশন চত্বরে ঢুকতে সাহস পেতাম না। এমনকি যাত্রীদের দূরে নামিয়ে দিতে হত। কারণ যাত্রী স্টেশনে ঢুকলেই আমাদের থেকে পার্কিং ফি নিত। এখন সেই ‘দাদারাই’ পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।”

স্থানীয় সূত্রে খবর, কয়েক বছর আগে পার্কিংয়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু তারপরেও স্থানীয় এক তরুণ বহালতবিয়তে পার্কিং ফি আদায় করতেন। বাইক প্রতি ১০ টাকা, টোটো প্রতি ২০ টাকা ও চার চাকার গাড়ি প্রতি ৩০ টাকা নেওয়া হত। কিন্তু সেই টাকা কোথায় যেত তা কেউই জানেন না। তবে ওই তরুণের মাথার ওপর তৃণমূলের কোনও ‘দাদা’র হাত না থাকলে দিনের পর দিন এই অবৈধ পার্কিং চলতে পারে না তা এলাকাবাসীও মানছেন।

টোটোচালক বিশু কর্মকারের কথায়, ‘আমরা যাঁরা বিরোধী দল করি তাঁদের রোড স্টেশনে ঢোকার অনুমতি নেই। সিন্ডিকেটে ঢুকতে হলে তৃণমূল করতেই হবে। সেজন্য আমি ওই এলাকার বাসিন্দা হলেও ভাড়ার জন্য স্টেশনে যেতাম না।’

- ‘পুণ্যলাভ’ করতে হলে সিন্ডিকেটের খাতায় নাম লেখাতে হবে
- পার্টির মিটিং-মিছিলে নিয়মিত হাজিরা দেওয়া একপ্রকার বাধ্যতামূলক
- টোটো সিন্ডিকেটকে ঘিরে এমনই সব চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসতে শুরু করেছে

> **এসব বরদাস্ত করা হবে না। দল কখনও এভাবে টাকা তোলার নির্দেশ দেয় না। দল ও সংগঠনের নাম ভাঙিয়ে যাঁরা অন্যায়ভাবে টাকা তুলছেন তাঁদের নাম জানালে ব্যবস্থা নেব।**
>
> **-তপন দে,** *জেলা সভাপতি, আইএনটিটিইউসি*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ঘুমন্ত বুদ্ধ।। *সান্দাকফু থেকে ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ সেন।*

শ্বাসরোধ করে ‘খুন’ ছেলেকে

মা-বাবার ওপর চড়াও নেশাগ্রস্ত

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : সন্তানকে বাঁচাতে কত কিছুই না করেন বাবা-মা। কিন্তু পরিস্থিতি ঠিক কোন জায়গায় পৌঁছালে বাবার হাতে মরতে হয় ছেলেকে? শুক্রবার আশিঘরের তেলিপাড়ায় ছেলেকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলার ঘটনা যেন এই প্রশ্নের উত্তর। নেশাসক্ত ছেলের উৎপাতে বাড়িতে টিকে থাকাই দায় হচ্ছিল। বৃহস্পতিবার রাতে সেই অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। অভিযোগ, ছেলে নিমাই পাল বেসামাল অবস্থায় মায়ের কাছে টাকা চেয়ে না পাওয়ায় বাড়িতে ভাঙচুর করার পাশাপাশি মাকে মারধর করে। সেই মারের চোটে মায়ের কোমর ভেঙে যায়। ছেলের কাছ থেকে স্ত্রীকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছেলেকে বাধা দিতে গেলে বাবা নীলকান্তর সঙ্গে হাতাহাতি শুরু হয় নিমাইয়ের। অভিযোগ, ধস্তাধস্তি চলাকালীন একসময় গলায় কাপড় পেঁচিয়ে ছেলেকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলেন বাবা।

সারারাত ছেলের দেহ পড়ে থাকে বাড়িতে। সকাল হতেই নীলকান্ত খবর দেন পাড়াপড়শিকে। এরপর স্থানীয়রাই আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘরে নিমাইয়ের দেহ পড়ে থাকতে দেখে। মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ প্রথমে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল ও পরে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

মৃতের দাদার কথায়, ‘ভাই সবসময় নেশা করে থাকত। তবে আমি বাড়িতে ছিলাম না তাই রাতে ঠিক কী হয়েছিল, আমার জানা নেই।’

স্থানীয় বাসিন্দা তাপস রায় বলছিলেন, ‘নিমাই সবধরনের নেশা করত। নেশার সামগ্রীর জোগানের জন্য এলাকায় বহু বাড়িতে চুরিও করেছে সে। গতকাল রাত ১০.৩০টা নাগাদ টাকা চেয়ে বাড়িতে রীতিমতো ভাঙচুর চালায়। নিজের মাকে মেরে কোমর ভেঙে দেয়। বাবার সঙ্গেও হাতাহাতি হয়। এর আগে একাধিকবার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ওকে। কিন্তু ওর স্বভাবে কোনও পরিবর্তন আসেনি।’

স্থানীয় আরও এক বাসিন্দা ছোটন সাহা বলেন, ‘ছেলেটি বাড়ির সমস্তকিছু বিক্রি করে দিয়েছে নেশার টাকা জোগাড়ের জন্য। চুরি-ছিনতাই সবকিছু করত নেশার টাকা জোগাড়ে। সারাদিন নেশায় চুর হয়ে থাকত। মেয়েরা রাস্তা দিয়ে চলতে অসুবিধা বোধ করত ওর জন্য। বৃহস্পতিবার ওর মা রান্না করছিল। রাতে ও এসে মা-এর সঙ্গে ঝামেলা শুরু করে। সমস্ত খাবার ফেলে দেয়, বোনকে মারে। ওর বাবার কাছে জমির দলিল চায়, দলিল না পেয়ে বাবার সঙ্গেও ঝামেলা শুরু করে। এরপর দুজনের মধ্যে কিছু একটা হয় যাতে ছেলেটির মৃত্যু হয়। সারারাত বাড়িতেই পড়ে ছিল দেহ।’

প্রতিবেশীদের ধারণা, বাড়িতে কেউ প্রথমটায় বুঝতে পারেনি। পরে বিষয়টি বুঝতে পেরে সকালে স্থানীয়দের ডাকেন নিমাইয়ের বাবা। তাঁরা সবাই গিয়ে দেখেন নিমাইয়ের শরীরে প্রাণ নেই। তাঁরাই পুলিশে খবর দেন। ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে নীলকান্ত পাল নিজেই পুলিশের গাড়িতে উঠে আশিঘর ফাঁড়িতে যান। নিজেই সমস্ত ঘটনা জানিয়ে ছেলেকে খুনের স্বীকারোক্তি দেন পুলিশের কাছে।

বৃহস্পতিবার রাতে ছেলের মারের পর থেকেই ভাঙা কোমর নিয়ে শয্যাশায়ী নীলকান্তর স্ত্রী। বাড়িতে রয়েছে নীলকান্তের ছোট মেয়ে এবং বড় ছেলে। পেশায় দিনমজুর নীলকান্তের পরিবারে ছেলের শেষকৃত্য এবং স্ত্রীর চিকিৎসা হবে কীভাবে, সেই নিয়ে চিন্তায় স্থানীয়রাও। ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, ‘ছেলেটা নেশাগ্রস্ত ছিল। মাকে মেরেছিল, এরপর বাবার সঙ্গেও বচসা বাঁধে। তারপর বাবা ওকে শ্বাসরোধ করে মারে। ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে ওর বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। শনিবার আদালতে তোলা হবে।’

> **ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে ওর বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। শনিবার আদালতে তোলা হবে।**
>
> **রাকেশ সিং,** ডিসিপি (ইস্ট)

‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পে জেলায় দুই চিত্র

বর্ষার আগেই পাকা ছাদ

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : বর্ষার বৃষ্টির জল আর ঘরের ভেতর ঢুকবে না। গরিব মানুষের মাথার ওপর পাকা ছাদ নিশ্চিত করতে কোমর বেঁধে নেমেছে ময়নাগুড়ি ব্লক প্রশাসন। ব্লকে ‘বাংলার বাড়ি’ বা আবাস যোজনার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ এখন তুঙ্গে। এই পর্যায়ে মোট ৩,৯১০ জন উপভোক্তার নাম তালিকায় রয়েছে। প্রশাসনের তৎপরতায় ইতিমধ্যেই ৩,৩৮৮ জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। বাকি ৪৭৭ জন উপভোক্তাও আগামী সোমবারের মধ্যে টাকা পেয়ে যাবেন। তবে ৪৫ জনের অ্যাকাউন্টে কিছু যান্ত্রিক গোলযোগ থাকায় তা দ্রুত মেটানোর চেষ্টা চালাচ্ছে ব্লক প্রশাসন।

ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু বলেন, ‘যেসব উপভোক্তারা টাকা পেয়ে গিয়েছেন তাঁরা ইতিমধ্যে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন। যাঁরা বাড়ি পাচ্ছেন তাঁদের যদি শৌচাগার না থাকে তবে তাঁদেরকেও মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পে শৌচাগার নির্মাণ করে দেওয়া হবে।’

বর্ষা নামার আগেই কাজ শেষ করাই এখন প্রধান লক্ষ্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বৃষ্টির কারণে যাতে কাজ থমকে না যায়, তাই প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, এই সময়ের মধ্যে কাজ এগোলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকাও দিয়ে দেওয়া হবে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়কদের এই মর্মে চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়েছে ব্লক প্রশাসন।

বাড়ি তৈরির এই কর্মযজ্ঞে যাতে উপভোক্তারা কোনওভাবেই কালোবাজারির খপ্পরে না পড়েন, সেদিকে কড়া নজর রাখছে পুলিশ। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান ও সদস্যদের বলা হয়েছে সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে। নির্মাণসামগ্রী পেতে যাতে কারও সমস্যা না হয়, তা নিশ্চিত করতে বিডিও অফিসে একটি বিশেষ কন্ট্রোল রুমও খোলা হয়েছে। প্রকল্পের প্রথম ধাপে ৩,৮২৫ জন উপভোক্তার মধ্যে ৯৮ শতাংশেরই বাড়ি তৈরির কাজ শেষ। বাকিদের কাজ এই মাসেই শেষ করার তোড়জোড় চলছে।

> **যেসব উপভোক্তারা টাকা পেয়ে গিয়েছেন তাঁরা ইতিমধ্যে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন। যাঁরা বাড়ি পাচ্ছেন তাঁদের যদি শৌচাগার না থাকে তবে তাঁদেরকেও মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পে শৌচাগার নির্মাণ করে দেওয়া হবে।**
>
> **-প্রসেনজিৎ কুণ্ডু,** *বিডিও, ময়নাগুড়ি*

পাকা ঘর পেয়ে খুশি উপভোক্তারাও। দীর্ঘদিনের কষ্টের অবসান হতে চলায় সুমতি মণ্ডল বলেন, ‘সরকারের থেকে টাকা পাওয়ার পর ইতিমধ্যে ঘরের কাজ অনেকটা শেষ করা হয়েছে।’

অপর উপভোক্তা হেমরঞ্জন দাসের গলায় স্বস্তির সুর। তিনি বলেন, ‘ঘর না থাকায় এতদিন খুব সমস্যার মধ্যে পড়তে হত। এখন সেই সমস্যায় আর পড়তে হবে না।’

বাংলার বাড়ি প্রকল্পে টাকা পেয়ে ঘর তৈরির কাজ এগিয়েছেন এক উপভোক্তা। ময়নাগুড়িতে।

বাংলার বাড়ি নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে বিডিও। শুক্রবার নাগরাকাটায়।

উপভোক্তার নামে পুলিশে অভিযোগ

পূর্ণেন্দু সরকার ও শুভজিৎ দত্ত

জলপাইগুড়ি ও নাগরাকাটা, ৬ ফেব্রুয়ারি : টাকা পেয়েও বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বাড়ি না তৈরির অভিযোগে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ জেলায় ১২০ জন উপভোক্তার নামে পুলিশে লিখিত অভিযোগ করেছে। প্রথম পর্যায়ে জেলায় ৩২ হাজার ২৯৮ জন উপভোক্তার জন্য দুই দফায় মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৯৮ শতাংশ বাড়ি তৈরি হয়েছে বলে অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) রৌনক আগরওয়াল জানিয়েছেন।

শুক্রবার পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মনের উপস্থিতিতে অতিরিক্ত জেলা শাসক ও সচিব সজল তামাং বাংলার বাড়ির মডেলের ট্যাবলোর উদ্বোধন করেন। এই ট্যাবলো জেলা শহরে ঘুরবে। ব্লকে আলাদা ট্যাবলো ঘুরবে। তবে এই ট্যাবলোর মধ্যে দেখানো বাড়ির মডেলের মতোই বাড়ি তৈরি করতে হবে। অন্যরকমভাবে বাড়ি তৈরি করা চলবে না বলে প্রশাসন জানিয়েছে। এই মডেলের সঙ্গে শৌচালয়ের মডেল দেওয়া হয়েছে। বাড়ি তৈরির টাকায় শৌচালয় তৈরি করতে না পারলে জেলা পরিষদ এজন্য আলাদা করে ১২ হাজার টাকা দেবে বলে অতিরিক্ত জেলা শাসক জানিয়েছেন। এদিন দ্বিতীয় পর্যায়ে জেলায় ৩৫ হাজার ১২৮ জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৬০ হাজার টাকা করে পাঠানো হয়।

প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্লক, মহকুমা, জেলা থেকে চেকিংয়ের পর উপভোক্তাদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও অনেকে প্রথম পর্যায়ে বাড়ি ঠিক করে তৈরি করেননি। তাই তাঁদের নামে পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাড়ি বানানোর সময় উপভোক্তারা যেন সতর্ক থাকেন বলে সভাধিপতি জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, নাগরাকাটা ব্লকে মোট ১৯১১ জনকে রাজ্য সরকারের ‘বাংলার বাড়ি’ আবাসন প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বিডিও জয় প্রকাশ মণ্ডল একথা জানান। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর এবং পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ প্রবীণ সিং ঝা সেখানে উপস্থিত ছিলেন । বিডিও বলেন, ‘১৯১১ জন উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেকেই বাড়ি তৈরি ফেলেছেন বা কাজ চলছে।’ ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে, মোট ১৯৬২ জনের নামের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। এর মধ্যে যাঁদের বাড়ি ৫ অক্টোবর বিধ্বংসী বন্যায় ভেসে গিয়েছিল তাঁদের আগে থেকেই সাহায্য করা হয়েছে। এই কারণে তাই পরে ১৯১১ জনের বরাদ্দ মেলে।

- টাকা পেয়েও বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বাড়ি না তৈরির অভিযোগে জেলা পরিষদ ১২০ জন উপভোক্তার নামে পুলিশে লিখিত অভিযোগ করেছে
- প্রথম পর্যায়ে জেলায় ৩২ হাজার ২৯৮ জন উপভোক্তার জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছিল
- এর মধ্যে ৯৮ শতাংশ বাড়ি তৈরি হয়েছে

মহিলার মৃত্যু

নাগরাকাটা, ৬ ফেব্রুয়ারি : ঘাস কাটতে গিয়ে বাইসনের হামলায় প্রাণ হারালেন এক মহিলা। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা চা বাগানে। মৃতের নাম সাবিত্রী কাওয়ার (৫৮)। বাড়ি ওই চা বাগানের মডেল ভিলেজে।

এদিন বাড়ির গোরুর জন্য অন্য মহিলাদের সঙ্গে তিনি ২২ নম্বর সেকশনে ঘাস কাটতে যান। সে সময় আচমকাই লাগোয়া ডায়নার জঙ্গল থেকে একটি বাইসন বেরিয়ে তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। সকলে পালিয়ে গেলেও হতভম্ব হয়ে যান সাবিত্রী। বাইসনটি তাঁকে কাছে পেয়ে পেটে ও বুকে শিং দিয়ে গুঁতো মারে। বেশ কয়েক ফুট দূরে ছিটকে পড়েন তিনি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। ডায়নার রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, ‘দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হচ্ছে। মৃতের পরিবার আইন মোতাবেক ক্ষতিপূরণ পাবে।’

অভিনব পদ্ধতিতে বস্তার মধ্যে আদা চাষ ময়নাগুড়ির টেকাটুলিতে।

বস্তায় আদা চাষ টেকাটুলিতে

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : গবাদিপশু পালন বা ধান উৎপাদন নয়। বস্তায় আদা চাষ করে মহিলাদের স্বনির্ভর করতে উদ্যোগ নিয়েছে ময়নাগুড়ি ব্লকের খাগড়াবাড়ি-২ পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। এর জন্য এলাকার ৪০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে শুরু হয়েছে কাজ। গ্রাম পঞ্চায়েতেরই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের থেকে জৈব সার ব্যবহার হচ্ছে আদা চাষে। নতুন আয়ের পথ খোলায় খুশি মহিলারাও। আদা চাষে যুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা কামনা মোদকের কথায়, ‘আমাদের যেভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে সেই মতো আমরা গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করি। চাষ করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারলে ভালো লাগবে।’

এবিষয়ে খাগড়াবাড়ি-২ পঞ্চায়েতের প্রধান বাবলু রায় বলছেন, ‘প্রথম চাষেই গাছগুলি খুব ভালো বৃদ্ধি পেয়েছে। ন্যূনতম ২০ কুইন্টাল আদা উৎপাদন হবে বলে আমরা আশাবাদী। যার বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা।’

খাগড়াবাড়ি পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ও কৃষি দপ্তরের আতমা প্রকল্পের সহযোগিতায় টেকাটুলি এলাকায় পঞ্চায়েতের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের জায়গায় এই আদা চাষ চলছে। ময়নাগুড়ির টেকাটুলিতে একমাত্র মাস ছয়েক আগে থেকে পরীক্ষামূলকভাবে আদা চাষ শুরু হয়। জমির বদলে বস্তায় আদা চাষের পদ্ধতির বিষয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের প্রথমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ শেষে শুরু হয় চাষ। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে তৈরি জৈব সার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে বস্তায় আদার বীজ বোনা হয়। আড়াই হাজার বস্তায় মোট তিন কুইন্টাল আদার বীজ বোনা হয়েছে। চাষে খরচ হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। চাষের খরচ পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ ও আতমা প্রকল্পের তরফ থেকেই বহন করা হচ্ছে। বীজ বপনের পর ছয় মাস ধরে আদা গাছের পরিচর্যা করেছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। আর কয়েকদিনের মধ্যেই আদাগুলি বাজারে বিক্রি করা সম্ভব হবে।

জমির বদলে বস্তায় ভরে এই চাষের মূল লক্ষ্য যাতে কোনওভাবেই জল আটকে ফসল নষ্ট না হয়। বর্ষায় আদা চাষ করলে জমিতে জল জমে সেই ফসল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বস্তায় ভরে এই চাষ করলে সেই আশঙ্কা থাকে না। বস্তায় ছোট ছোট ছিদ্র থাকার ফলে সেখান দিয়ে সহজেই জল বেরিয়ে যায়। গাছে জল জমার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। আতমা প্রকল্পের চেয়ারম্যান বিমলেন্দু চৌধুরীর কথায়, ‘গতানুগতিক চাষের বাইরে গিয়ে বিকল্প চাষের মাধ্যমে মহিলারাও যাতে আয় করে স্বনির্ভর হতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই প্রশিক্ষণ দিয়ে এই চাষ শুরু করা হয়েছে।’

‘লতাগুড়ি’ থেকে বিবর্তিত জনপদ ‘লাটাগুড়ি’

লাটাগুড়ির নাম নিয়ে সবচেয়ে প্রচলিত ধারণাটি মূলত প্রকৃতির সঙ্গেই জড়িত। অনেকের মতে, একসময় এই এলাকা জঙ্গল অর্থাৎ লতাপাতায় ভরা ছিল। সেই থেকে ‘লতাগুড়ি’ নাম। পরবর্তীতে বিবর্তন হয়ে যা ‘লাটাগুড়ি’ রূপ নিয়েছে।

কী নামে ডেকে

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : অপভ্রংশ বা বর্ণবিপর্যয়ে নাম বদলে গিয়েছে, এমন উদাহরণ তো ভূরিভূরি। কিন্তু ইংরেজি বানানের জন্য বাংলা নামটাই বদলে যাওয়া- এমন ঘটনা সত্যিই বিরল। ঠিক এমনটাই বোধহয় ঘটেছে লাটাগুড়ির ক্ষেত্রে।

উত্তরবঙ্গের লাটাগুড়ি বর্তমানে শুধু রাজ্য বা দেশ নয়, আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রেও এখন পরিচিত নাম। একসময় ঘন জঙ্গল থাকলেও ধীরে ধীরে এই অঞ্চলে জনবসতি গড়ে উঠেছে। তবে এত পরিচিত এই জনপদের নাম নিয়ে বিভিন্ন মত ও প্রচলিত ধারণা রয়েছে।

লাটাগুড়ি নামকরণ নিয়ে সবচেয়ে প্রচলিত ধারণাটি মূলত প্রকৃতির সঙ্গেই জড়িত। অনেকের মতে, একসময় এই এলাকা জঙ্গল অর্থাৎ লতাপাতায় ভরা ছিল। সেই ‘লতা’ শব্দ থেকেই একসময় এই এলাকার নাম হয় লতাগুড়ি। পুরোনো দলিল-দস্তাবেজে এখনও অনেকসময় সেই ‘লতাগুড়ি’-র উল্লেখ পাওয়া যায়। ইংরেজিতে ‘লতা’ আর ‘লাটা’ বানান একই হওয়ায় সম্ভবত বিভ্রাটের শুরু। লোকমুখে ইংরেজি বানান অনুযায়ী উচ্চারণের জেরে লতাগুড়ি একসময় লাটাগুড়ি হয়ে যায়।

অরণ্যঘেরা জনপদে এখন শহুরে সভ্যতার ছোঁয়া।

লাটাগুড়ির প্রবীণ বাসিন্দা ও নাট্যকার কমল ভৌমিক বলেন, ‘স্বাধীনতার আগে ইংরেজ আমলের পুরোনো সরকারি নথিপত্রে ‘লতাগুড়ি’ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা এই তত্ত্বকে কিছুটা শক্তি জোগায়।’ সাহিত্যিক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য সহমত পোষণ করে জানান, লতাগুল্ম ঘেরা এই অঞ্চলের নাম লতাগুড়ি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

আরেকটি ভিন্ন ধারণাও প্রচলিত রয়েছে। স্থানীয় রাজবংশী ভাষায় ‘লাঠা’ শব্দের অর্থ গাছের মোটা গুঁড়ি। অতীতে এই অঞ্চলে বড় বড় গাছের গুঁড়ি ছড়িয়ে থাকত। এলাকায় প্রায় ৩৫টির বেশি কাঠের মিল থাকায় সেখানে নিয়মিত গাছের গুঁড়ি কাটা ও মজুত করা হত। সাহিত্যপ্রেমী দিব্যেন্দু দেবের মতে, ‘এই লাঠা শব্দ থেকে লাটাগুড়ি নামের উৎপত্তি হতে পারে।’ অতীতে লাটাগুড়ি কাঠের ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। এলাকাজুড়ে অসংখ্য কাঠের মিলের রমরমা ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে বন দপ্তরের বিভিন্ন বিধিনিষেধ কার্যকর হওয়ায় একে একে সেই মিলগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ধীরে ধীরে এই অঞ্চলের অর্থনীতির মোড় পর্যটনের দিকে ঘুরে যায়। ঝোপঝাড়, বিশাল শাল-সেগুন গাছ আর সবুজে মোড়া মাল মহকুমার এই ছোট্ট জনপদ নতুন পরিচয় খুঁজে পায় প্রকৃতিনির্ভর ভ্রমণকেন্দ্র হিসেবে। তবে মত ও ব্যাখ্যা থাকলেও লাটাগুড়ির নামকরণের সুনির্দিষ্ট ইতিহাস অধরাই। হয়তো কোনও প্রাচীন দলিল বা লোকস্মৃতির ভাঁজে এর প্রকৃত উত্তর লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট ব্যাখ্যার অভাবই যেন এই জনপদের নামকে ঘিরে বিশেষ আকর্ষণ তৈরি করেছে। প্রকৃতি, ইতিহাস ও লোককথার মিশেলে গড়ে ওঠা লাটাগুড়ি শুধু একটি পর্যটনকেন্দ্র নয়, বরং উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক পরিচয়ের এক প্রতীক— যার নামে লুকিয়ে রয়েছে বনজ স্মৃতি, মানুষের বসতি গড়ার গল্প ও সময়ের বিবর্তনের ছাপ।

বন্ধ সেতু

রবিবার ফের ১২ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু। সকাল ৬টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত সেতুতে কোনওরকম যানবাহন চলবে না। রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলার জন্যই এই সিদ্ধান্ত।

নিয়োগ পরীক্ষা

প্রাথমিক স্কুলগুলিতে বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের জন্য ২৩০৮টি শূন্যপদে স্পেশাল এডুকেটর পদে নিয়োগের পরীক্ষা হবে ২২ ফেব্রুয়ারি। বেলা ১২টা থেকে দুপুর ২.৩০ মিনিট পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে।

নগদ উদ্ধার

দুই দফা অভিযান চালিয়ে হুগলির একটি পানশালা থেকে নগদ ৫১ লক্ষ টাকা উদ্ধার করল পুলিশ। গ্রেপ্তার দুই। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। বিপুল টাকার উৎস এখনও জানা যায়নি। তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

শংকরকে জবাব

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রাপকদের মতো বার্ধক্য ভাতাও একই হারে বাড়ছে। শুক্রবার বিধানসভায় শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে এই কথা জানান অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

একাকী... শুক্রবার ময়দানে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

বিধানসভায় চরম হট্টগোল, ওয়াক আউট বিজেপির

পরস্পরকে হুমকি কমল, শিশির পুত্রের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : বর্তমান তৃণমূল সরকারের কালে এটাই শেষ বিধানসভার অধিবেশন। সেই অধিবেশনেও দু-পক্ষের তর্জায় খেউড় গাওয়াই মুখ্য হয়ে রইল। সৌজন্যে দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ বনাম বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বা অর্থপ্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সঙ্গে অশোক লাহিড়ির বাগবিতণ্ডা।

শুক্রবার রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেট বিতর্কে বক্তব্য রাখছিলেন বালুরঘাটের বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ি। রাজ্যের উন্নয়নের সমালোচনায় তিনি পার্শ্ববর্তী ওডিশা সরকারের উন্নয়নকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরায়, ওডিশায় বাঙালি নির্যাতনের প্রসঙ্গ তুলে লাহিড়িকে খোঁচা দেন উদয়ন। এরপর বিরোধী দলনেতা উদয়নকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনি তো আপনার বাবাকে চোর বলেছেন। শুভেন্দুর উদ্দেশে পালটা উদয়ন বলেন, 'আপনি তো শিশিরবাবুর ছেলে। নিজেকে তাহলে মোদির ব্যাটা বলেন কেন? তাহলে আপনি আসলে কার ছেলে?' এই মন্তব্যের পর বিরোধী দলনেতা ও উদয়ন দু'জনেই দু'জনের দিকে আঙুল তুলে হুঁশিয়ারি দিতে থাকেন। হস্তক্ষেপ করতে হয় অধ্যক্ষকে। পরে উদয়ন বলেন, 'আমি গর্বিত কমলবাবুর ছেলে বলে। এদিন বিরোধী দলনেতা অধিবেশন কক্ষেই ফের মিথ্যা অভিযোগ করায় তাঁকে প্রমাণ করার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছি। প্রমাণ দিতে পারলে এখনই সদস্যপদ ত্যাগ করব।' বাবাকে চোর বলা নিয়ে বিতর্কে উদয়নের সাফাই, 'রাজনৈতিকভাবে বামফ্রন্টের সমালোচনা করতে গিয়ে ফ্রন্টের নেতাদের চোর বলেছি। কিন্তু তার মানে বাবাকে চোর বলা নয়।' পালটা শুভেন্দুর দাবি, 'সবাই জানে কমল গুহ শুধু ফরোয়ার্ড ব্লকের মন্ত্রী বা নেতা নন, তিনি বামফ্রন্টেরও অন্যতম নেতা ছিলেন। ফলে ফ্রন্টের নেতাদের চোর বলা মানে কমল গুহকেও চোর বলা। আমি সেটাই বলেছি।'

বিধানসভা থেকে বেরিয়ে আসছেন বিজেপির বিধায়করা। শুক্রবার।

বাজেট অধিবেশনে খেউড় তর্জায় এদিন ঢুকে পড়েছেন চন্দ্রিমাও। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, এটা হাম্পটি-ডাম্পটি বাজেট। এদিন রাজ্য বাজেটকেই হাম্পটি-ডাম্পটি বাজেট বলে মন্তব্য করেন লাহিড়ি। জবাবি ভাষণে লাহিড়িকে সেই মন্তব্যের জন্য সমালোচনা করতে গিয়ে শুধু কটাক্ষই নয়, অঙ্গভঙ্গিও করেন চন্দ্রিমা। চন্দ্রিমা বলেন, 'উনি হয়তো হাম্পটি, ডাম্পটিটা বুঝতে পারেননি। আসলে উনি মুখ্যমন্ত্রীকে একটু চিমটি কাটতে চেয়েছিলেন।' চন্দ্রিমার এই মন্তব্যের পরই রে রে করে ওঠেন শুভেন্দু। অধ্যক্ষের উদ্দেশে বলেন, 'এসব কী হচ্ছে? অপমান করা হচ্ছে তাঁকে।'

এরপরই প্রতিবাদে সদলবলে অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করেন শুভেন্দু। বিধানসভার বাইরে এই প্রসঙ্গে অশোক লাহিড়ি বলেন, 'মন্ত্রী মহোদয়ের এই মন্তব্য তাঁর নিকৃষ্ট রুচির পরিচয়। জবাবি ভাষণ দিতে গিয়ে উনি ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন, অপ্রাসঙ্গিক কিছু মন্তব্য করেছেন। সংসদে ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণ হতেই পারে, কিন্তু এটা অশালীন ও গালাগালি।'

অগ্নিমিত্রার সংখ্যালঘু মন্তব্যে ঝড়

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার বাজেট ভাষণ বিতর্কে অংশ নিয়ে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও অপরাধ জগতের যোগাযোগের অভিযোগ তোলেন। প্রতিবাদে অগ্নিমিত্রার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে শাসকদল। দিনের শেষে অগ্নিমিত্রার বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ আনার প্রস্তাব জমা দিয়েছে তৃণমূল। যদিও সে ব্যাপারে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্য বাজেটের বিরোধিতা করে বলতে গিয়ে অগ্নিমিত্রা বলেন, 'বারবারই মাদ্রাসা শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়িয়ে চলেছে সরকার। সংখ্যালঘু উন্নয়নে মাদ্রাসা খাতে গত ১৫ বছরে বহু টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই মাদ্রাসা থেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইপিএস, আইএএস বেরোচ্ছে না। আসলে এই সরকার সংখ্যালঘুদের ভোটব্যাংকের জন্য ব্যবহার করে অপরাধী তৈরি করছে।' এর প্রতিবাদে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'আপনি শিষ্টাচার জানেন না। অসভ্যতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছেন। একটা সম্প্রদায়, জাতিকে ক্রিমিনাল বলার সাহস আপনি পান কোথা থেকে? স্বাধীনতা আন্দোলনে বহু সংখ্যালঘু মানুষ প্রাণ দিয়েছেন। তাঁদের সবাইকে অপরাধী বলবেন? আপনাকে ধিক্কার জানাই।' অধ্যক্ষের কাছে এই মন্তব্যের জন্য অগ্নিমিত্রাকে ক্ষমা চাইতে হবে বলেও দাবি জানান ফিরহাদ। শুধু ফিরহাদই নন, জাভেদ খান, সাবিনা ইয়াসমিনের মতো মন্ত্রী ও শাসকদলের একাধিক বিধায়ক সহ বাকিরাও ওয়েলে নেমে বিজেপির বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করেন। পালটা স্লোগান দেয় বিজেপি বিধায়করাও। সেই হইহট্টগোলের মধ্যেই অগ্নিমিত্রাকে বলতে শোনা যায়, স্বাধীনতা আন্দোলনে সংখ্যালঘুরা যোগ দিয়েছিলেন এটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন এদের হাতে বইয়ের বদলে বন্দুক তুলে দেওয়া হচ্ছে। অগ্নিমিত্রার এই মন্তব্যে আগুনে ঘি পড়ে। শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল বিধায়করা। তাঁদের দাবি, বিরোধী দলনেতার উসকানিতেই এধরনের মন্তব্য করতে সাহস দেখিয়েছেন অগ্নিমিত্রা।

অগ্নিমিত্রার মন্তব্যের নিন্দা করে প্রস্তাব নেওয়া হয় বিধানসভায়। এধরনের মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করেন অধ্যক্ষ। যদিও অগ্নিমিত্রার দাবি, তাঁর মন্তব্যকে ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

আখতারের নামেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

রিমি শীল

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : আরজি কর মেডিকেল কলেজে আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দেওয়া হুইসলব্লোয়ার আখতার আলির বিরুদ্ধেই জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত। সিবিআইকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, দ্রুত যাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। যদিও তাঁর আইনজীবী অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে নথি পেশ করেছিলেন আদালতে। কিন্তু তা যুক্তিগ্রাহ্য হল না আদালতে। বিচারকের পর্যবেক্ষণ, 'ইচ্ছাকৃতভাবে সমন অগ্রাহ্য করেছেন আখতার আলি। অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি যে নথি পেশ করেছেন, তা সন্তোষজনক নয়।' শুক্রবারই আর্থিক দুর্নীতি মামলায় নিম্ন আদালতে চার্জশিট পেশ করেছে ইডি। ওই চার্জশিটে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও তাঁর দুই সহযোগী বিপ্লব সিংহ ও সুমন হাজরা এবং তাঁদের সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।

এর আগেই সিবিআইয়ের চার্জশিটে আখতারের নাম ছিল। একাধিকবার সিবিআই আদালতের সশরীরে হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন কিন্তু তা খারিজ করেছে রাজ্যের শীর্ষ আদালত। এদিন তাঁর আইনজীবী নিম্ন আদালতে জানান, শারীরিক অসুস্থতার কারণে আখতার আসতে পারবেন না। তিনি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। চিকিৎসকরা তাঁকে সাতদিন বিশ্রাম নিতে বলেছেন। বিচারক প্রশ্ন করেন, 'নার্সিংহোমে বেড রেস্ট? কেন নার্সিংহোমকে বিপদে ফেলছেন?' সিবিআইয়ের আইনজীবী জানান, তাঁরা আখতারকে হেপাজতে নিতে চান। বিচারক জানিয়ে দেন, ২০২৫ সালে ১৬ ডিসেম্বর সমন ইস্যু হওয়ার পর জামিনের আবেদন করেছেন তিনি।

- বিচারকের পর্যবেক্ষণ ইচ্ছাকৃতভাবে সমন অগ্রাহ্য করেছেন আখতার আলি
- অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি যে নথি পেশ করেছেন তা সন্তোষজনক নয়
- জামিন অযোগ্য ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত

পাঁচবার মামলা মুলতুবি করতে চেয়েছেন। কিন্তু কেস ডায়েরিতে যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে, তাতে জামিন দেওয়া সম্ভব নয় বলে পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের। তাই বিচারক হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ ও মেডিকেল রিপোর্ট দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'যে রিপোর্টগুলি দেওয়া রয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর অনুপস্থিতি ইচ্ছাকৃত। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করছি।'

তবে সুস্থ হলে তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করবেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ নস্যাৎ করেছেন তিনি। তবে এখনও তাঁর কাছে আইনি রাস্তা খোলা রয়েছে। আইনজীবী অশোক হালদারের মতে, 'তিনি এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন। হাইকোর্ট যেহেতু আগেই আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করেছিল। তবে পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন।'

আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় নিম্ন আদালতে প্রথম চার্জশিট দিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সন্দীপ সহ তিনজনই এখন জেল হেপাজতে রয়েছে। ওই চার্জশিটে সন্দীপকে মূল অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিপ্লব সিং ও সুমন হাজরাকে সহষড়যন্ত্রকারী বলা হয়েছে। সুমনের মালিকানাধীন একটি সংস্থাকেও যুক্ত করা হয়েছে। এই সংস্থার মাধ্যমে আর্থিক নয়ছয় করা হত।

সেমিকনডাক্টর প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : গত বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন বা বিভিন্ন ব্যবসায়ী সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে সেমিকনডাক্টর প্রকল্প নিয়ে একাধিক আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু এবারের অন্তর্বর্তী বাজেটে সেমিকনডাক্টর প্রকল্প নিয়ে একটি শব্দও খরচ না করায় এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। এই নিয়ে বিধানসভায় সরবও হয়েছে বিজেপি। যদিও তৃণমূলের দাবি, এটি চালু প্রক্রিয়া। তাই এবারের অন্তর্বর্তী বাজেটে নতুন করে কিছু ঘোষণা করা হয়নি।

গত বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে এই রাজ্যে সেমিকনডাক্টর প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়। মার্কিন একটি সংস্থা এই রাজ্যে এই প্রকল্প গড়ে তুলবে বলে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মতো মউ স্বাক্ষরিতও হয়। নিউটাউনের সিলিকন ভ্যালিতে এই প্রকল্পের জন্য জমি দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করা হয়। গত নভেম্বরে ধনধান্য স্টেডিয়ামে বাণিজ্য সম্মেলনেও এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে আশ্বাস শোনা গিয়েছিল। তাই অন্তর্বর্তী বাজেটে এই নিয়ে ঘোষণা থাকবে বলে অনেকে আশা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। তাই এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছিল ২১১.৫৭ কোটি টাকা। চলতি আর্থিক বছরে সেই ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাব সামান্য বৃদ্ধি করে ২১৭.১৬ কোটি টাকা করা হয়েছে। ফলে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে বড় ধরনের লগ্নি আনার ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন বা এই খাতে ব্যয়বরাদ্দ বেশি না হওয়ায় সেমিকনডাক্টর নিয়ে সরকারের পরিকল্পনার অভাব রয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'এই সরকার শিক্ষিত বেকারদের জন্য এবারের অন্তর্বর্তী বাজেটে কিছুই রাখেনি। প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা খরচ করে বাণিজ্য সম্মেলন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু কোনও শিল্প এই রাজ্যে আসেনি। তাই বাংলার বেকার তরুণ-তরুণীরা অন্য রাজ্যে চাকরির জন্য চলে যাচ্ছেন। শুধু ভাতা দিয়ে সরকার ভোট কেনার চেষ্টা করছে। সেমিকনডাক্টরের ঘোষণা তেমনই একটি ভাঁওতা, তা প্রমাণ হয়ে গেল।' যদিও রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই রাজ্যে কত বিনিয়োগ হয়েছে, তা কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্টেই উল্লেখ রয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে আমরা দেশের মধ্যে প্রথম। তাছাড়া তথ্যপ্রযুক্তিতেও উন্নতি হচ্ছে। চালু প্রকল্পগুলির জন্য ইতিমধ্যেই বরাদ্দ আছে। তাই নতুন করে কিছু বলা হয়নি।'

বাবা-মাকে নৈতিকতার পাঠ বিচারপতির

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : 'উপযুক্ত বয়সে সন্তানকে সঠিক শিক্ষা দিন', মামলা করতে এসে বাবা-মাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাল কলকাতা হাইকোর্ট। সন্তানের আচার-আচরণ প্রসঙ্গে বাবা-মাকে নৈতিকতার পাঠ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। একাদশ শ্রেণির এক পড়ুয়ার বিরুদ্ধে জুনিয়ারকে অপদস্থ করার অভিযোগে তাকে শোকজ করে বেসরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষ। তাকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। সামনেই তার পরীক্ষা। বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই পড়ুয়ার অভিভাবক। তাতেই চরম ক্ষুব্ধ বিচারপতি। তিনি মন্তব্য করেন, 'আপনি আপনার সন্তানের ব্যবহার ঠিক করাতে পারেননি। সন্তানকে নৈতিক জ্ঞান ও আচরণ সম্পর্কে অবগত করা বাবা-মায়ের কর্তব্য। আপনার সন্তান এই বয়সে এসেও যদি শৃঙ্খলাবদ্ধ না হয়, তাহলে কিছু করার নেই।' স্কুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠায় বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'আপনাদের সময়ও শিক্ষকরা পদক্ষেপ করতেন, তা-ই নিয়ে কি অভিভাবকরা প্রশ্ন তুলেছেন? স্কুলের কিছু নির্দিষ্ট আচরণবিধি থাকে। তার জন্য আপনি স্কুলকে আদালতে টেনে আনবেন? ওই প্রতিষ্ঠানে বহু পড়ুয়া রয়েছে। কেন অযথা একজনকেই লক্ষ্য করা হবে?' ওই পড়ুয়াকে স্কুলের কাছে গিয়ে নিজের অবস্থান ব্যক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

> **আপনাদের সময়ও শিক্ষকরা পদক্ষেপ করতেন, তা-ই নিয়ে কি অভিভাবকরা প্রশ্ন তুলেছেন? স্কুলের কিছু নির্দিষ্ট আচরণবিধি থাকে। তার জন্য আপনি স্কুলকে আদালতে টেনে আনবেন? ওই প্রতিষ্ঠানে বহু পড়ুয়া রয়েছে। কেন অযথা একজনকেই লক্ষ্য করা হবে?**
>
> -অমৃতা সিনহা

কী কী ঘটনা ঘটেছে, তা সম্পূর্ণভাবে ক্রমানুসারে জানিয়ে আদালতে রিপোর্ট জমা দেবে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

সম্প্রতি ওই স্কুল থেকে শিক্ষামূলক ভ্রমণে রাজস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। তখনই পড়ুয়ার বিরুদ্ধে জুনিয়ারকে হেনস্তার অভিযোগ ওঠে। তার অভিভাবকের আইনজীবী আদালতে জানান, একজন নাবালক শিক্ষার্থীর শিক্ষা, মর্যাদা ও ন্যায্য আচরণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা দরকার। স্কুল কর্তৃপক্ষ পদ্ধতিগতভাবে ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কোনও অভিযোগ বা প্রমাণ প্রকাশ না করেই অভিভাবকদের জানানো হয়েছে, এর ফলে ওই নাবালক গুরুতর মানসিক আঘাতের সম্মুখীন হয়েছে। সে আত্মহননেরও চেষ্টা করেছে। এরপর তাকে স্কুল প্রাঙ্গণে লিখিত নির্দেশ ছাড়াই ক্লাসে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। শোকজ নোটিশও দেওয়া হয়েছে। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষের আইনজীবীর দাবি, ওই পড়ুয়া ও তার দুই সহযোগী জুনিয়ারদের ঘরে গিয়ে তাদের হেনস্তা করেছে। নির্যাতিত পড়ুয়া মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্কুলের মধ্যে সকল পড়ুয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দরকার। বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'এই যদি পড়ুয়ার ব্যবহার হয়, তাহলে তাকে দরজা দেখিয়ে দেওয়াই শ্রেষ্ঠ।' আদালতের নির্দেশ, ১৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দেবে স্কুল।

উচ্চপ্রাথমিকের নিয়োগ ঘিরে প্রশ্ন

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে স্কুলে স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ ঘিরে জটিলতা যেন কাটছেই না। ম্যাচিং ভ্যাকেন্সি না পৌঁছোনোয় উচ্চপ্রাথমিকের ১২৪১ জন চাকরিপ্রার্থীর নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনও শুরু করতে পারল না স্কুল সার্ভিস কমিশন। ৮ দফায় উচ্চপ্রাথমিকের ১২,৭২৩ জনের কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় দেড় বছর ধরে এই প্রক্রিয়া চললেও এখনও বাকি থাকা ১২৪১ জনের কাউন্সেলিং শুরুই করতে পারল না এসএসসি। চাকরিপ্রার্থীদের আশঙ্কা, ভোটের আগে নিয়োগ শুরু না হলে ফের জটিলতায় পড়তে পারে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া।

৩০ জানুয়ারি আদালত রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলকে দু-সপ্তাহের মধ্যে সমস্যা সমাধান করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে নির্দেশ দিয়েছিল। তারপর এখনও এসএসসির কাছে শূন্যপদের তালিকা পাঠাতে পারেনি শিক্ষা দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থী মঞ্চের সভাপতি সুশান্ত ঘোষের ক্ষোভ, বাকি কাউন্সেলিং গত ২০ নভেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করতে নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। তবুও শেষ পর্যায়ের নিয়োগ শুরু করতে পারেনি এসএসসি। শেষ অষ্টম কাউন্সেলিং হয়েছে গত বছরের ১ অগাস্ট। দফায় দফায় শেষ কাউন্সেলিং নিয়ে শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে আইনজীবীদের উপস্থিতিতে এসএসসি বৈঠক করলেও ফল কিছুই হয়নি। চাকরিপ্রার্থীদের আশঙ্কা, এভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হতে থাকলে তাঁদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়াতে হবে।

কর্মবিরতি প্রত্যাহার আশাকর্মীদের

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : 'ভাতা নয়, বেতন চাই', এই স্লোগানেই রাজপথে ফের ঝড় তুললেন আশাকর্মীরা। বৃহস্পতিবার রাজ্য বাজেট পেশের পরদিনই শুক্রবার স্বাস্থ্যভবন অভিযান করেন তাঁরা। এদিন ১১ দফা দাবিতে সকাল থেকে অবস্থান বিক্ষোভ করেন। অবশেষে স্বাস্থ্যভবনে ডেপুটেশন জমা দিয়ে নিজেদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করলেন তাঁরা। পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন বলেন, 'আমরা ডেপুটেশন জমা দিয়েছি। কিছু দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। তাই আমরা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করেছি।'

স্বাস্থ্য ভবনে ডেপুটেশন

বাজেট ঘোষণায় তাঁদের জন্য ১০০০ টাকা ভাতা বাড়ানোর কথা জানানো হয়েছিল। পাশাপাশি ১৮০ দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটি, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা এককালীন সাহায্যের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এই ঘোষণায় আশাকর্মীরা খুশি নন। এদিন বিশাল মিছিল করে তাঁরা স্বাস্থ্যভবনে পৌঁছোন। পুলিশি বাধার মুখে পড়লে সেখানে অবস্থান বিক্ষোভে বসে পড়েন তাঁরা। তাঁদের অভিযানকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সল্টলেক। দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ থাকে স্বাস্থ্যভবন চত্বর। পুলিশের সঙ্গে একপ্রকার ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বাজেটের মতো রাজ্য বাজেটেও তাঁদের প্রতি বঞ্চনা করা হয়েছে। তাঁরা দাবি করেন, স্বাস্থ্যসচিবের সঙ্গে দেখা করার জন্য আগে থেকে অনুমতি নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কোন খাতে কত টাকা দিচ্ছে, তা নিয়ে কেন জানানো হচ্ছে না। তবে জানা গিয়েছে, শেষ পর্যন্ত আশাকর্মীদের প্রতিনিধি দল স্বাস্থ্যভবনে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে।

এক দফায় ভোট, ইঙ্গিত সিইও-র

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : '২৬-এর বিধানসভা ভোট কত দফায়, তা নিয়েই এখন জল্পনা তুঙ্গে। অনেকেই মনে করছেন এবার এক থেকে তিন দফার মধ্যে ভোট সেরে ফেলতে চায় কমিশন। সেই জল্পনা উসকেই মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর ইঙ্গিত দিল তারা এক দফাতেও ভোট করতে প্রস্তুত। তবে একই সঙ্গে তারা একথাও বলছে, এব্যাপারে সিইও দপ্তরের আলাদা কোনও দাবি নেই। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন কমিশন।

২০২১-এর ভোট ৮ দফায় হয়েছিল। এবার শুরু থেকেই বিজেপি বলছে, ভোট হবে এক থেকে দুই দফায়। সূত্রের খবর, ২১ ও ২৪ দুই নির্বাচন কৌশলের ময়নাতদন্ত করতে গিয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মনে হয়েছে, রাজ্যে ভোট একাধিক দফায় হলে লাভ তৃণমূলের। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও বলেছেন, 'তৃণমূলের ছাপ্পাবাজরা কোচবিহারে ভোট দিয়ে পরের দফায় মুর্শিদাবাদে, তার পরের দফায় বর্ধমান, নদিয়ায়, শেষে হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনায় ভোট দেয়। তৃণমূলে থাকার সুবাদে এসব আমার জানা। তাই কমিশনের কাছে আমাদের দাবি, ভোটের দফা কমাতে হবে।' রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি ও বাহিনী মোতায়েন নিয়ে সম্প্রতি দিল্লিতে সিইও-র সঙ্গে বৈঠক করেছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকে সিইও-কে এক বা দু-দফায় ভোটের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। তৃণমূলও মনে করছে, এবার বিধানসভার ভোট তিন দফার বেশি হবে না। তবে তৃণমূলের মতে, ভোটের দফা নিয়ে তারা আদৌ চিন্তিত নয়। আসলে তৃণমূলকে চিন্তায় রেখেছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। তালিকা প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কেউই আগ বাড়িয়ে জয়ের ব্যাপারে কিছু বলতে পারছে না।

সম্প্রতি এই প্রসঙ্গে আড্ডার ছলে সিইও মনোজ আগরওয়ালও বলেছিলেন, 'আমি তো চাই এক দফাতেই ভোট হোক।' সিইও দপ্তরের এক আধিকারিকের মতে, পর্যাপ্ত বাহিনীর জোগান থাকলে এক দফায় ভোট হতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। অতীতে এবং দেশের অন্যান্য রাজ্যে এক দফায় ভোটের দৃষ্টান্তও দিয়েছেন তিনি। ২০২১-এ কমিশন যখন ৮ দফায় ভোটের কথা বলেছিল, সেইসময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে বলেছিলেন, '৩৯টি লোকসভার রাজ্য তামিলনাড়ুতে যদি এক দফায় ভোট হতে পারে তাহলে আমাদের ৪২টি লোকসভার রাজ্যে ৮ দফায় হবে কেন?' কমিশন এবার মমতার সেই অভিযোগকেই ঢাল করতে চাইছে। তবে গোটা বিষয়টাই নির্ভর করছে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নির্বাচনের কাজে প্রয়োজনীয় কেন্দ্রীয় বাহিনী পাওয়ার ওপর। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে ইতিমধ্যেই বাহিনীর ব্যাপারে আর্জি জানিয়েছে বিজেপি। ভোট ঘোষণার পরই রাজ্যের স্পর্শকাতর বুথ এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকের পরই এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এদিকে সূত্রের খবর, সোমবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আগে এসআইআর শুনানির দিন আরও সাতদিন পিছোতে পারে কমিশন।

'জনপ্রিয়তায়' বিড়ম্বনায় ক্রিয়েটার

রিমি শীল

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : সায়ক চক্রবর্তীর রেস্তোরাঁয় মাংস-কাণ্ডের বিতর্ক কাটতে না কাটতেই সমাজমাধ্যমে ফের নতুন আলোড়ন তৈরি হয়েছে জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সার শমীক অধিকারীকে নিয়ে। 'ননসেন' খ্যাত শমীকের বিরুদ্ধে প্রেমিকাকে ফ্ল্যাটে আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন ও যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে। তাঁকে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নিম্ন আদালত এদিন পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে। এই নিয়ে এখন সমাজমাধ্যমে বিস্তর চর্চা। তিনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন বলে দাবি করছেন নেটিজেনদের একাংশ। অনেকেই আবার তাঁর বিরুদ্ধে সওয়াল করে কনটেন্ট ক্রিয়েটারদের বাস্তব বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন।

তবে ডিজিটাল দুনিয়ায় জনপ্রিয়তার প্রভাবেই কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের মধ্যে আধিপত্যবাদী মানসিকতা তৈরি করছে। যার জ্বলন্ত উদাহরণ শমীক, এমনটাই মন্তব্য করছেন সমাজতাত্ত্বিক ও মনোবিদরা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ফোনের স্ক্রিনের ওপারে অবসর সময়ে রিলস দেখা আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। তাই পর্দার ওপারে থাকা কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা হঠাৎই হয়ে ওঠেন ডিজিটাল হিরো। তাঁদের সঙ্গে ফোনের পর্দার এপারে থাকা ব্যক্তিদের তৈরি হয় 'প্যারাসোশ্যাল রিলেশনশিপ'। তাই তাঁর অপরাধের চেয়ে 'ইমেজ'-কে বড় করে দেখেন অনুগামীরা। সমাজমাধ্যম সাপ-লুডোর মতো। হঠাৎ করেই জনপ্রিয়তার চরম শিখরে পৌঁছে গেলেই অনেকেই নিজেদের আইনের ঊর্ধ্বে ভাবতে থাকেন। যার প্রভাব মারাত্মক।

সমাজবিজ্ঞানী প্রশান্ত রায় বলেন, 'হঠাৎ করেই খ্যাতি মানুষকে দুঃসাহসিক করে তোলে। তাঁরা ভাবতে শুরু করেন, তাঁরা শাস্তি পাবেন না। যুবসমাজের মধ্যে এই প্রবণতা কিন্তু বাড়ছে। অতিরিক্ত চাহিদাও এর নেপথ্য কারণ।' সমাজতাত্ত্বিক রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, 'সামাজিক শালীনতা সমাজমাধ্যমে নৈর্ব্যক্তিক। ব্যক্তিগত বন্ধন না থাকায় সামাজিকতা থাকে না। তাই অনেকে ভাবেন তাঁরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।'

মনোবিদ শর্মিষ্ঠা রায়ের মতে, 'অত্যধিক জনপ্রিয়তা অনেক সময় মানুষের বাস্তববোধ কেড়ে নেয়। তার মধ্যে আইনের প্রতি ভয় এবং মানুষের প্রতি সম্মান—দুই-ই কমতে থাকে। একে আমরা বলি নার্সিসিস্টিক পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার-এর এক সামাজিক রূপ।'

যদিও এর বীজ ছোটবেলার মধ্যেই লুকিয়ে আছে বলে জানিয়েছেন মনোবিদ সংগীতা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'এই ধরনের নেতৃত্বসুলভ মনোভাব ছোটবেলায় তৈরি হয়। বাবা-মায়ের থেকে নেগলেকটেড, শারীরিক হেনস্তার সম্মুখীন বা অন্য কোনও কারণে এই হিরোইজম মনোভাব তাঁর অবচেতন মনে থেকে যায়।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৫৯ সংখ্যা, শনিবার, ২৪ মাঘ ১৪৩২

অর্থনীতিতে ধাক্কা

বিধানসভা ভোটের বৈতরণি পেরোতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার জনমোহিনী ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করেছে। দানখয়রাতির রাজনীতি এখন শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভারতে সমর্থন আদায়ের সবথেকে সহজ ও মোক্ষম পন্থা। বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা, পার্শ্বশিক্ষক, সিভিক ভলান্টিয়ার, গ্রামীণ পুলিশের ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব সেই পন্থারই অঙ্গ।

ভোট অন অ্যাকাউন্টে নতুন সংযোজন অবশ্য যুবসাথী নামে নতুন প্রকল্প। যাতে কর্মহীন ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি তরুণদের দেড় হাজার টাকা মাসিক ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব আছে। আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের হাতে নগদ পৌঁছে দেওয়ার এই উদ্যোগকেই জনকল্যাণমূলক বলা হয়। কিন্তু সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় স্পষ্ট, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বা লাডলি বহিন যোজনার মতো প্রকল্পগুলিতে বিনা শর্তে মহিলাদের হাতে নগদ টাকা তুলে দেওয়ায় রাজ্যগুলির কোষাগার ক্রমশ দেউলিয়া হচ্ছে।

এই বিপদের পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং মানবসম্পদ তৈরির মতো দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের রাস্তাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে ওই সমীক্ষায় আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল। সেসম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও বাজেটে ভোটের গন্ধমাখা ভাতা ঘোষণায় স্পষ্ট, রাজ্যের আর্থিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই অসুখ শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, সংক্রামক ব্যাধির মতো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কংগ্রেস শাসিত কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা- সর্বত্র ঢালাও ভাতার প্রতিশ্রুতি। উত্তর থেকে দক্ষিণ, রাজনৈতিক আদর্শ নির্বিশেষে জনসমর্থন পাওয়া সুনিশ্চিত করতে সরকারি কোষাগার উজাড় করে দেওয়ার অসুস্থ প্রতিযোগিতা ভারতের অর্থনীতিকে খাদের কিনারায় দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। ভোটের তাগিদে দলগুলো ভুলে যাচ্ছে, রাজকোষে আসলে করদাতার কষ্টার্জিত অর্থ থাকে। সেটা দলীয় বা ব্যক্তিগত তহবিল নয়।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারের ঘাড়ে ঋণের বোঝা পাহাড়প্রমাণ বলে এই সংকট আরও গভীর। ভাতাবৃদ্ধির ফলে খরচ বাড়লে পাল্লা দিয়ে ঋণের বোঝা বাড়তে বাধ্য। সামনে বিধানসভা ভোট বলে নতুন কর্মসংস্থানের বদলে বেকার ভাতার মোড়কে তরুণ প্রজন্মকে শান্ত রাখার চেষ্টা হচ্ছে। মহিলা ভোটব্যাংক তথা গ্রামকে খুশি করার চেষ্টা তো আছেই।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বা যুবসাথীর মতো প্রকল্প গ্রামীণ অর্থনীতিতে সাময়িক স্বস্তি আনতে পারলেও আদতে তা মেধা ও শ্রমকে উৎপাদনশীল কাজে না লাগিয়ে ভোট নিশ্চিত করার রাজনৈতিক কৌশল মাত্র। রাজ্য সরকার এই বিপুল অর্থ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প বা কলকারখানা স্থাপনে বিনিয়োগ করলে আগামী প্রজন্ম স্বাবলম্বী হওয়ার পথ পেত। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার সামাজিক প্রকল্পে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে। রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর স্বাভাবিক অভিযোগ, ভাতা দিয়ে ভোট কিনতে চাইছে শাসকদল। তবে তাঁরাও ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে তিন হাজার টাকা ভাতার আগাম ঘোষণা করে রাখলেন। ভাতার রাজনীতি রইলই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন, বড় শিল্প বা পরিকাঠামোর সুফল মানুষের কাছে পৌঁছাতে সময় লাগে, কিন্তু অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা ঢুকে যাওয়ার তাৎক্ষণিক প্রভাব আছে।

ভাতা দিয়ে পকেট ভরানোর কৌশল নির্বাচনের ঠিক আগে শাসকদলের পক্ষে বিপুল জনসমর্থন তৈরি করতে পারে। বিজেপি যেখানে হিন্দুত্ব, অনুপ্রবেশের মতো বিষয়গুলিকে হাতিয়ার করে এগোতে চাইছে, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সমস্যাকে ভাতার মোড়কে ঢেকে দিতে চাইছেন। তৃণমূল নেত্রী এব্যাপারে বিজেপির চেয়ে কয়েক কদম এগিয়ে থাকছেন এই কারণে যে, তিনি শুধু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন না, ভাতায় সরকারি সিলমোহর লাগিয়ে দিচ্ছেন।

লড়াইটা আর তাই নীতি-আদর্শের নয়, বরং কে কত বেশি খয়রাতি দিতে পারে, তার প্রতিযোগিতার। দাক্ষিণ্যের লড়াইয়ে পরাজিত হচ্ছে বাংলার অর্থনীতি। ভাতার চাল হয়তো তৃণমূলকে ভোটে মাইলেজ দেবে। কিন্তু তা পশ্চিমবঙ্গের কোষাগার রক্তশূন্য হওয়ার বিনিময়ে।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া ঊর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

-শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

ওপারের ভোটে বহু হ্যাঁ, না ও অনিশ্চয়তা

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ যে তথ্য সম্প্রতি পেশ করেছে, তা ইউনূস সরকারের পক্ষে লজ্জার।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের পরিচিত যে সাংবাদিককে ফোন করি না কেন, প্রত্যেকের গলায় একইরকম সংশয় এখন।

"দুটো জায়গায় ভোট দিতে হবে সবাইকে। একটা ব্যালটে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না'। আরেকটাতে নির্দিষ্ট প্রতীকে। আমাদের দেশের গ্রামের ক'জন মানুষ ঠিকঠাক কাজটা করবে খুব সন্দেহ আছে।"

সন্দেহ থাকাটা খুব স্বাভাবিক। আমাদের ভারতেও এমন হলে এই একই রকম সন্দেহ হত। পঞ্চায়েত ভোটের সময়ই গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ভোট দিতে নাজেহাল হন অনেকে।

'হ্যাঁ' বা 'না' ভোটটা কীসের ওপর?

আসলে এই ভোটে জানতে চাওয়া হচ্ছে, আওয়ামী লিগের আমলের কিছু সংবিধান বদল করতে জনতার সায় আছে কি না! এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়, এখানে 'হ্যাঁ' ভোটটা জিতবে! পরিবর্তিত জমানায় কে আর 'না' ভোটে ভোট দিতে যাবে! সেখানে ভোট দেওয়া মানে তো আওয়ামী লিগকেই ভোট দিতে যাওয়া।

এমনিতে ঢাকায় ফোন করে জানা গেল, আওয়ামীমনস্ক অধিকাংশ ভোটারই ভোট দিতে যাচ্ছেন না! বাংলাদেশের ভোটে নোটা-র কোনও অস্তিত্ব নেই। নইলে হয়তো ভোট দিতে যেতেন এবং নোটায় ছাপটা মারতেন। সে তো আর সম্ভব নয়। তবে যে কয়েকজন যাবেন, তাঁদের ভোটটা বিএনপি-র দিকেই পড়ার সম্ভাবনা। তাঁরা মনে করছেন, জামায়াতে ক্ষমতায় এলে দেশটা আর একটা আফগানিস্তান হয়ে উঠবে।

নিউ ইয়র্কের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ যে তথ্য সম্প্রতি পেশ করেছে, তা ইউনূস সরকারের পক্ষে লজ্জার। বলা হয়েছে, আওয়ামী লিগের শত শত নেতা, কর্মী, সমর্থককে সন্দেহজনক হত্যা মামলায় জেলে আটকানো হয়েছে। এঁদের মধ্যে অভিনয়শিল্পী, আইনজীবীরা রয়েছেন।

ইউনূস সরকারের পক্ষে এই তথ্য চরম লজ্জার। ভোটের আগে তিনি ভয়াবহ অবস্থায় রেখে যাচ্ছেন বাংলাদেশকে। শুক্রবারও রংপুরের গাইবান্ধার রাধাগোবিন্দ মন্দিরে মৌলবাদীরা দা, কুড়াল এনে মূর্তি ভাঙচুর করে।

ভোটের আর দেরি নেই বলে জামায়াতে বা বিএনপি, দুটো বড় পার্টিই নিজেদের স্ট্র্যাটেজি পালটাচ্ছে। যে জামায়াতের আমির ক'দিন আগে আল জাজিরার সাংবাদিক শ্রীনিবাস জৈনকে সাফ বলেছিলেন, 'আমাদের দলে নারী কোনওদিন প্রধান হতে পারবে না, কোনও নারীকে প্রার্থী করা হবে না।'

সেই আমির শফিকুর রহমান নওগাঁর এক জনসভায় যা বলেছেন, শুনলে অবাক লাগবে। 'এই বাংলাদেশে যাঁরা মাইনরিটি অধিকার নিয়ে বেশি হল্লাচিল্লা করতেন, সাবেক ফ্যাসিস্ট সরকার আপনাদের পাশে সাঁওতালপল্লিতে (গাইবান্ধার সাহেবগঞ্জ) কী করেছে আপনারা কি দেখেন নাই? তাঁরা কি আমাদের ভাই-বোন না? তাঁরা কি এ দেশের নাগরিক না? আমরা তাঁদের কথা দিচ্ছি, আমরা সবাইকে বুকে ধারণ করে সামনে এগোব। আমরা সবার নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করব।'

নারীদের সম্পর্কে জামায়াতের আমির বলেন, 'নারীদের হুমকি-ধমকি, গায়ে হাত-এগুলো যদি বন্ধ না রাখেন, তাঁদের মনে করিয়ে দিতে চাই, জুলাইয়ের ১৫ তারিখে মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়ার জন্য যেভাবে যুবক ভাইয়েরা গর্জে উঠেছিল, আবার বিস্ফোরিত হবে, গর্জে উঠবে। মায়ের অপমান সহ্য করবে না।'

বাংলাদেশের নির্বাচনে প্রধান দুই প্রতিপক্ষ নারী এবং তরুণদের ভোট নিয়ে উদ্বিগ্ন। সম্প্রতি বাংলাদেশের ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াতে জিতেছে। বাংলাদেশি বন্ধু সাংবাদিকরা বলছেন, ওই ফল থেকে কোনও সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে ভোট হয়েছে, জাতীয় নির্বাচনে এ রকম হবে না। এখানে বিএনপিই এগিয়ে।

বাংলাদেশের এই নির্বাচন ঘিরে পশ্চিম এশিয়ার এক নম্বর চ্যানেল আল জাজিরার উৎসাহ প্রচুর। বড় নেতারা ওখানে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন। জামায়াতের আমিরের মতো ইন্টারভিউ দিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল। আপনারা কি ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী, এই প্রশ্ন শুনে নতুন তত্ত্ব দিয়েছেন ভদ্রলোক।

ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, বিএনপির লক্ষ্য সব ধর্ম ও সব বিশ্বাসের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা বলে তাঁর ব্যাখ্যা, 'না, এটা- এটা আমাদের লক্ষ্য নয়। আমাদের লক্ষ্য সব ধর্ম, সব বিশ্বাসের মানুষের অধিকার থাকবে, তারা যেন তাদের ধর্ম পালন করতে পারে এবং তাদের সব অধিকার থাকবে।' বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৯৫ শতাংশ মুসলমান উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'সে কারণে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি বাংলাদেশের রাজনীতির জন্য মোটেও উপযোগী নয়। যদি আমরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের অধিকার নিশ্চিত করতে পারি, তাহলে কোনও সমস্যা নেই।'

মানে সাপও মরল, আবার লাঠিও ভাঙল না। মুসলিমদের বার্তা দেওয়া হল, ধর্মনিরপেক্ষতা মানছি না। আবার সংখ্যালঘুদেরও চটানো হল না।

ভোটে ফেভারিট বিএনপির একমাত্র ফজলুর রহমানকেই দেখি একেবারে প্রাণ খুলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য এবং মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জোর গলায় সওয়াল করছেন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা বলতে বলতে জনসভায় কেঁদে ফেলেন।

এটা একেবারে সত্যি, জামায়াতের মোকাবিলা করতে গিয়ে বিএনপি আচমকা মুক্তিযুদ্ধের কথা টেনে আনছে। শুধু মুক্তিযুদ্ধের কথা বলছে না, বলছে, একাত্তরের যুদ্ধে জামায়াতে কীভাবে পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। অতীতে বাংলাদেশ দেখেছে, আওয়ামী লিগের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে একাধিকবার বিএনপি জামায়াতের সঙ্গে জোট করেছে, আন্দোলনে নেমেছে। এমনকি সরকারও গড়েছে। তখন তাদের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতা গুরুত্ব পায়নি। এখন আবার তাদের মুখে মুক্তিযুদ্ধ।

মজা হল, দুটো পার্টিই অতীতে যে অভিযোগ তুলেছে, এবার তাদের ক্ষেত্রে সেটা খেটে যায়। এতদিন তারা বলত. আওয়ামী সরকার তাদের নির্বাচনে অংশ নিতে দিত না। এবার একই ভুল তারা আবার করছে। আওয়ামী লিগকে নিঃসংকোচে বাদ দিয়ে একে অন্যের সঙ্গে লড়ছে। যদি প্রশ্ন করেন, 'আপনার পার্টির সঙ্গে তা হলে কী ফারাক রইল', তাঁরা ক্রুদ্ধ গলায় বলবেন, 'ওদের সঙ্গে আমাদের তুলনা করবেন না।'

মজা হল, আওয়ামী লিগকে একেবারে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিলেও তাদের জোটসঙ্গী এরশাদের জোট পার্টি কিন্তু নির্বাচনে লড়ছে। তাদের এককালের দুর্গ রংপুর সামলানোর লোক নেই। নেতা নেই। সমর্থকরা অন্য পার্টিতে চলে গিয়েছে। তবু এরশাদের পার্টি ১৯২ আসনে প্রার্থী দিয়েছে সারা দেশে। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এ নিয়ে মাথাই ঘামাতে চান না।

এই যে ভোট নিয়ে এত তত্ত্বের কচকচি, তাতে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের যায় আসে না কিছু। সে দেশের সুন্দরবনে পশুর নামে নদী আছে একটা। সেই পশুর নদীর তীরে বেআইনিভাবে মাছ ধরে সংসার চালান প্রায় আড়াই হাজার বাসিন্দা। সেখানে লবণাক্ত জলে মাছ ধরার জন্য নামেন চপলারানি মণ্ডল, ক্লারা সরকার, কৃষ্ণা দাসের মতো অনেক নারী। কারও বাড়ি তলিয়ে গিয়েছে, কারও স্বামীর কাঁধ থেকে হাত পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছে বাঘে। বিবিসি বাংলাকে চপলারানি বলছিলেন, 'আমাদের মানুষরা রাজনীতি খুব কম বুঝি। আমরা বুঝি পেটনীতি।'

অবিকল আমাদের বাংলার সুন্দরবনের কোনও মা-বোনের কথা। এঁরা নিশ্চিতভাবেই জানেন না, এবার বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে রয়েছে গণভোট। প্রত্যেককে দিতে হবে দুটো ভোট। এখানে হ্যাঁ ভোট জিতলে সনদের কতটা বাস্তবে পরিণত হবে, কেউ নিশ্চিত নন। অনেক আইনজীবী পর্যন্ত চূড়ান্ত বিভ্রান্ত। ইউনূসের বিশেষ সহকারী আলী রিয়াজ যা বলেছেন, তাতে আরও গুলিয়ে গিয়েছে ব্যাপারটা। তাঁর দাবি, জুলাই সনদে অনেক সংস্কার থাকলেও গণভোট হবে শুধু সংবিধান সংস্কার সম্পর্কে ৩০টি প্রস্তাব নিয়ে।

বুঝতেই পারছেন, কত জটিল ব্যাপারটা। চপলারানিরা কী করবেন! ঢাকায় ফোন করে যা শুনলাম, তাতে এই বাংলায় যেমন বিজেপির পাখির চোখ উত্তরবঙ্গ, ওই বাংলায় জামায়েতের পাখির চোখও উত্তরবঙ্গ। ৩৩ আসনের মধ্যে ২৯ আসনেই লড়বে তারা।

ঢাকার এক সাংবাদিক স্পষ্ট বললেন, 'ভোট তো নির্বাচন কমিশন করছে না, করছে ইউনূস সরকার।' ইউনূস কার জয় চান? স্পষ্ট উত্তর, 'জামায়াতে, এনসিপি। ইউনূস ওদের সঙ্গে মিলে ক্ষমতায় থাকতে চান। এই চক্রান্তে আমেরিকা, ব্রিটেন, চিন, পাকিস্তান আছে। চিনও নেপথ্যে আছে।' সংশয় থেকে যায়। একসঙ্গে এতগুলো বিপরীত মেরুর দেশ এক হতে পারে না।

এইসব ভাবতে ভাবতে চোখে পড়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের একটা খবরে। চট্টগ্রাম বন্দরের একটি টার্মিনালের দায়িত্ব পেয়েছে আরব আমিরশাহির প্রতিষ্ঠান ডিপি ওয়ার্ল্ড। যার মালিকের সঙ্গে যৌন অপরাধী এপস্টেইনের সম্পর্ক ছিল। তাদের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেছে আমেরিকা থেকে জিবুতি। সেই সংস্থাকে জামাই আদরে ডাকল কেন ইউনূস সরকার?

ভোটের বাজারে এই প্রশ্ন তোলার জন্য আর কেউ নেই বাংলাদেশে।

আজ

২০০৫

সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল প্রয়াত হন আজকের দিনে।

২০১১

আজকের দিনে প্রয়াত হন শিল্পী উৎপলেন্দু চৌধুরী।

আলোচিত

আপনার (প্রশান্ত কুমার) দল ক'টা ভোট পেয়েছে? মানুষ আপনাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখন আপনারা আদালতকে ব্যবহার করে প্রচার পেতে চাইছেন। কেন হাইকোর্টে গেলেন না? রাজ্যে তো একটা হাইকোর্ট আছে। সেখানে যান।

- প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত (সুপ্রিম কোর্ট)

ভাইরাল/১

সন্ন্যাসীদের পাশে দাঁড়িয়ে কুংফু শিখছে মানুষের মতো দেখতে বেশ কয়েকটি রোবট। চিনের শাওলিন মন্দিরে সন্ন্যাসীরা কুংফু অনুশীলন করছিলেন। কয়েকটি রোবট তাঁদের কৌশলগুলি নিখুঁতভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করে। ভিডিওটি ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

ভাইরাল/২

ইন্দোনেশিয়ায় এক মানসিক ভারসাম্যহীন রোগীর আচরণে এলাকাবাসী তিতিবিরক্ত ছিলেন। তাঁর জন্য অ্যাম্বুল্যান্স এনেছিলেন পুলিশ আধিকারিকরা। তাঁদের ওপর দা, শাবল ও ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন ওই ব্যক্তি। তাঁর হামলায় মারা যান এক আধিকারিক।

জনমন
জনমত

চাকরির অভাবে ভাতা, ভাতার আড়ালে রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গে যুবক ভাতা প্রকল্প কোনও কল্যাণমূলক নীতির উদাহরণ নয়, এটি রাজ্যের দীর্ঘদিনের বেকারত্ব সংকটকে রাজনৈতিকভাবে সামলানোর একটি কৌশল। চাকরি দিতে না পারার ব্যর্থতা ঢাকতেই ভাতাকে সামনে আনা হয়েছে। উন্নয়নের ভাষা হিসেবে ভাতা নয়, বরং এটি রাজ্য সরকারের নীতিগত ব্যর্থতার একটি স্পষ্ট স্বীকারোক্তি।

যে রাজ্যে শিক্ষিত তরুণদের জন্য স্থায়ী কর্মসংস্থান, শিল্পায়ন ও বিনিয়োগের পরিবেশ গড়ে ওঠেনি, সেখানে ভাতা দিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ভাতা চাকরি তৈরি করে না, উৎপাদন বাড়ায় না, অর্থনীতিকে সচল করে না। এটি শুধু এটুকুই জানিয়ে দেয়—রাজ্য সরকার কাজ দিতে পারছে না, তাই নগদ সহায়তার মাধ্যমে পরিস্থিতি সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে।

একজন শিক্ষিত তরুণ রাজ্যের নির্দেশ মেনে পড়াশোনা করেছে, পরীক্ষা দিয়েছে, যোগ্যতা অর্জন করেছে। তার প্রত্যাশা ছিল সম্মানজনক কাজ। সেই প্রত্যাশার জবাবে ভাতা দেওয়া মানে তাকে বলা—চাকরি নেই, তাই বেঁচে থাকার জন্য এই সামান্য অর্থে সন্তুষ্ট থাকো। এই মানসিকতাই ভাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা রাজনীতির মূল সুর।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয়, ভাতার অঙ্ক দিয়ে একজন শিক্ষিত তরুণের ন্যূনতম জীবনযাপনও সম্ভব নয়—এই বাস্তবতা সরকার জানে। তবু ভাতা চালু করা হচ্ছে, কারণ এতে বেকারত্বের প্রশ্ন কিছু সময়ের জন্য আড়ালে থাকে। চাকরির দাবি রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্র থেকে সরে গিয়ে ভাতা পাওয়াই হয়ে ওঠে মূল ইস্যু।

এভাবেই কর্মসংস্থানের রাজনীতির জায়গা দখল করছে ভাতার রাজনীতি। এতে ধীরে ধীরে একটি প্রজন্মকে শেখানো হচ্ছে—চাকরি চাওয়া নয়, ভাতা পাওয়াই স্বাভাবিক। এটি উন্নয়ন নয়, এটি নির্ভরশীলতা তৈরি করার একটি পরিকল্পিত পথ।

এখন প্রশ্ন হল, পশ্চিমবঙ্গ কি চাকরির রাজনীতি চাইবে, নাকি ভিক্ষা ভোটের রাজনীতি মেনে নেবে? শিক্ষিত তরুণের ভবিষ্যৎ কি গড়ে উঠবে সম্মানজনক কাজে, নাকি মাসিক ভাতার লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে?

এই প্রশ্নের উত্তর রাজনীতিবিদদের দেওয়ার নয়।

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নিতে হবে রাজ্যের তরুণ সমাজকেই।

অলোকা রায়, ধনতলা, ক্রান্তি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

রংতুলিতে ভারতীয় শিল্পের চিরবসন্ত

বসন্তের মায়াবী আবহে ক্যানভাসে মহাকাব্যিক আখ্যান ফুটিয়ে তোলা এক কালজয়ী শিল্পীর জীবন ও সৃষ্টির গল্প।

পঙ্কজকুমার ঝা

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বসন্ত কেবল ঋতুরাজ নয়, বরং প্রেম ও শিল্পের ঋতু। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, এই সময়ে মানুষের মস্তিষ্কে সেরোটোনিন ও ডোপামিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা আমাদের মনকে সৃজনশীল ও সংবেদনশীল করে তোলে। এই উৎসবের আবহে মনে পড়ে যায় সেই প্রবাদপ্রতিম শিল্পী রাজা রবি বর্মার কথা। ১৮৯৬ সাল নাগাদ তাঁর আঁকা দেবী সরস্বতীর সেই অসামান্য চিত্রটিই আজ আমাদের প্রতিটি ঘর ও বিদ্যালয়ের আরাধনার মূল প্রেরণা।

কিলিমানুর থেকে বিশ্বজয়

১৮৪৮ সালের ২৯ এপ্রিল কেরলের কিলিমানুর রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন রাজা রবি বর্মা। শৈশব থেকেই শিল্প-সংস্কৃতির আবহে বড় হওয়া রবি বর্মার আঁকার হাত সকলকে চমকে দিয়েছিল। রাজপরিবারের অনুরাগী পরিবেশে তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটে দ্রুত। প্রথমে দেশীয় রীতির পাঠ নিলেও পরে তিনি ইউরোপীয় বাস্তবধর্মী চিত্রকলার নিপুণ কৌশল আয়ত্ত করেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্যের প্রাচীন কাহিনীগুলোকে পাশ্চাত্য ঘরানার তেলরঙের মাধ্যমে জীবন্ত করে তোলা। আলো-ছায়ার সূক্ষ্ম কারুকার্য আর মানবদেহের নিখুঁত গঠন তাঁর সৃষ্টিকে দেবত্বের পাশাপাশি এক অনন্য মানবিক পূর্ণতা দান করেছিল।

রাজা রবি বর্মা।

মহাকাব্যের চরিত্র ও অনন্য সৃষ্টি

রবি বর্মার তুলিতে রামায়ণ ও মহাভারতের চরিত্রগুলো কেবল পৌরাণিক থাকেনি, বরং রক্ত-মাংসের আবেগপ্রবণ মানুষ হিসেবে ধরা দিয়েছে। তাঁর আঁকা 'শকুন্তলা'র দৃষ্টিতে লুকিয়ে থাকা প্রেম ও সংকোচ আজও দর্শককে মুগ্ধ করে। 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' চিত্রে তাঁর গভীর সংবেদনশীলতা আর 'সীতার বনবাসে'র করুণ আর্তি নারীজীবনের সংগ্রামের প্রতীক হয়ে রয়েছে। একইভাবে 'নল ও দময়ন্তী' কিংবা 'হংসদূত' ছবিতে প্রকৃতি ও রোমান্টিকতার এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন তিনি। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর যে শান্ত ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপ তিনি ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা ভারতীয় শিল্প ইতিহাসে এক চিরস্থায়ী মানদণ্ড তৈরি করে দিয়েছে।

শিল্পকে সাধারণের দ্বারে পৌঁছে দেওয়া

রাজা রবি বর্মা কেবল উঁচু স্তরের শিল্প সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, তিনি চেয়েছিলেন শিল্পকে সাধারণ মানুষের অন্দরমহলে পৌঁছে দিতে। এই মহৎ উদ্দেশ্যেই তিনি লিথোগ্রাফিক প্রেস স্থাপন করেন এবং নিজের আঁকা ছবির সাশ্রয়ী ছাপা সংস্করণ তৈরি শুরু করেন। এর ফলে সাধারণ মানুষ প্রথমবার নিজেদের ঠাকুরঘরে দেব-দেবীর নান্দনিক চিত্র রাখার সুযোগ পায়। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে এটি ছিল এক বিপ্লব। তাঁর এই অভূতপূর্ব অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯০৪ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'কায়সার-ই-হিন্দ' উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯০৬ সালে মহাপ্রয়াণের আগে পর্যন্ত তিনি ভারতীয় চিত্রকলার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে গিয়েছিলেন।

অমর শিল্পীর শাশ্বত উত্তরাধিকার

আজকের দিনে আমরা যখন বিদ্যালয়ে বা ঘরে দেবীর বীণাপাণি রূপের সামনে মাথা নত করি, তখন অজান্তেই শ্রদ্ধা জানাই রাজা রবি বর্মার শিল্পীসত্তাকে। তিনি রঙের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি, জ্ঞান ও সৌন্দর্যকে নথিবদ্ধ করে গিয়েছেন। বসন্ত ঋতু যেমন প্রতি বছর মানুষের মনে নতুন প্রাণের জোয়ার আনে, রবি বর্মার কালজয়ী চিত্রকর্মগুলোও তেমনি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আমাদের সৌন্দর্যবোধকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। তিনি ছিলেন ভারতীয় শিল্পের এক অপরাজেয় বসন্ত, যাঁর সৃজনের রং সময়ের প্রলেপে কখনও ফিকে হওয়ার নয়।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৬৪

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। দশ বছরের জন্য বন্দোবস্ত ৩। গানের সুর ভাঁজা ৫। স্বত্ব ত্যাগ করে জমি বিক্রির নথি ৭। আফ্রিকার অধিবাসী ৯। এই দ্বন্দ্বের সঙ্গে আদালতের সম্পর্ক আছে ১১। দেবতার নামগান বা গুণগান ১৪। যিনি অকাতরে বিলিয়ে দেন ১৫। যে কলে চাপ দিলে জল পড়ে।

উপর-নীচ : ১। ঘোড়ার বলগা ২। কিছু পাওয়ার ইচ্ছা ৩। যে অভিনয়ে অঙ্গের সম্পর্ক আছে ৪। মাসের প্রথম দিন ৬। যে নৌকায় চাল বহন করা হয় ৮। পতঙ্গের নাম ১০। লাঠি চালাতে পারদর্শী ১১। ফলের নাম ১২। বাতাসে বাঁশ থেকে যে শব্দ হয় ১৩। হুঁকোর যে দণ্ডে কলকে থাকে।

সমাধান ■ ৪৩৬৩

পাশাপাশি : ১। উলুক ৩। বক ৫। ক্ষত ৬। আপদ ৮। স্তিমিত ১০। বৈঠকি ১২। নিপাত্তা ১৪। শর্ত ১৫। নিকা ১৬। নশ্বর।

উপর-নীচ : ১। উঠকিস্তি ২। কক্ষচ্যুত ৪। কশ্যপ ৭। দম্ভ ৯। ঘানি ১০। বৈকর্তন ১১। কিমাকার ১৩। পাদানি।

বিন্দুবিসর্গ

মনের পাতায় বন্দি মুছে যাওয়া ভালোবাসা

‘ভালোবাসা সপ্তাহ’ নিজেদের মতো করে উদযাপন করেন সকলে। কিন্তু সবার জীবনে এই সাতদিন শুধু খুশি নিয়ে আসে না, মনে করিয়ে দেয় মনের মানুষ থেকে বিচ্ছেদের ব্যথাও। ভালোবাসা সপ্তাহের প্রথম দিনে অনীক চৌধুরী ও অনসূয়া চৌধুরী কথা বললেন ভালোবাসা থেকে বিয়ে, তারপর বিচ্ছেদের পথে হাঁটা কিছু ভগ্ন হৃদয়ের সঙ্গে।

ভালোবাসার সপ্তাহে চারদিকের পরিবেশ জীবনের অনেক কিছু মনে করিয়ে দেয়। তবে, এই বেশ ভালো আছি। আমার কাছে এখন ভ্যালেন্টাইন্স ডে মানেই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক নয়। ভালোবাসা যায় প্রতিটি মানুষকে। যেমন আমি এখন চা বাগানের বাচ্চাদের সঙ্গে ছেলেকে নিয়ে অনেকটা সময় কাটাই। এটাই আমার ভালোলাগা। ভালো থাকা।

মধুমিতা দাস
সরকারি কর্মচারী

বিয়ের পর মাত্র একটা ভ্যালেন্টাইন্স ডে একসঙ্গে কাটিয়েছিলাম। কিন্তু এবছর তা হবে না। আমরা আজ আলাদা। স্মৃতি ভুলে যাওয়া খুব কষ্টের। আগেরবার অনেক প্ল্যান করেছিলাম, উপহার, গোলাপ কিনেছিলাম। এখন এই দিনটায় রাস্তায় বের হলে অনেক কিছুই মনে পড়ে। প্রায় ২ বছর হতে চলল আমাদের আলাদা পথ চলার। কিন্তু আজও ঘা দগদগে।

তিতলি সেন
ব্যবসায়ী

ডিভোর্স বা বিবাহবিচ্ছেদের কোনও একটি কারণ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। একে অপরের থেকে আলাদা হওয়ার অনেক কারণই থাকে। কোনও ক্ষেত্রে কারণগুলোর মধ্যে থাকে পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব, মতের অমিল, পরকীয়া, আর্থিক সমস্যা কিংবা পারিবারিক হস্তক্ষেপ। একটি সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে যে বোঝাপড়ার প্রয়োজন, যে একনিষ্ঠতার প্রয়োজন, সময়ের সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে থাকতে সেই জিনিসগুলো থেকে আলাদা হয়ে যান অনেকেই। যুক্তি হিসেবে উঠে আসে মতের অমিল, যোগাযোগের অভাব, আর্থিক সমস্যা সহ একাধিক কারণ। ইগো, প্রাধান্য না দেওয়া সম্পর্কে ইতি টানতে ইন্ধন জোগায়।

ভালোবাসা সপ্তাহের ট্রেন্ডটা তখন নতুন এসেছিল। ২০০২ নাগাদ সে আমায় প্রপোজ করে-ফিল্মি কায়দায়, আমিও রাজি হয়ে যাই। এক বছরের মধ্যে বিয়ে। কিন্তু যখন একসঙ্গে থাকা শুরু করলাম, বুঝলাম একে অপরের থেকে কতটা আলাদা। অবশেষে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত। সত্যি কথা বলতে, আজও ভালো আছি এটা ভেবে যে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

মোম ভট্টাচার্য
সাহিত্য অনুরাগী

৮ বছরের বিবাহ জীবনের এই সপ্তাহটা হত ভীষণ স্পেশাল। ডেটে যাওয়া হোক কিংবা গিফট দেওয়া। কিন্তু সুখ তো আর চিরস্থায়ী নয়। অতঃপর ভুল প্রমাণ করিয়ে বিচ্ছেদ। পরিস্থিতি যা, তাতে ভালোবাসা শব্দটার ওপর আর ভরসা নেই।

অনুরাগ তালুকদার
বেসরকারি সংস্থার কর্মী

গোলাপের দামে প্রেমের পথে কাঁটা

জলপাইগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : রোজ ডে’র জন্য গোলাপ ফুল কিনে হাতে বিঁধছে কাঁটা। গত বছরের তুলনায় গোলাপের দাম বেড়েছে অনেকটা। রোজ ডে-তে দাম ঘুরছে ২০-৫০ টাকার মধ্যে, ভ্যালেন্টাইন্স-ডের মাহেন্দ্রক্ষণে তা কোথায় পৌঁছাবে ভেবেই চিন্তায় অনেকে। কারণ, রোজ-ডে তে শুধু গোলাপ দিলে কি আর হয়? ভালোবাসার অন্য দিনেও গোলাপ মাস্ট। সদ্য প্রেমে পড়া তরুণ-তরুণী বা বিয়ের পর ভালোবাসায় বুঁদ নবদম্পতিরা এই সপ্তাহের অপেক্ষায় থাকেন।

গোলাপের নামে কত সমাহার। যেমন লাল গোলাপকে বলা হয় ‘তাজমহল’। হলুদ গোলাপ ‘গোল্ড স্ট্রাইক’, সাদা ও পিচ রঙাকে ‘এওয়ালেন্স’। শেষে গোলাপিকে বলে ‘নবলেস’। তবে মনের মানুষটির জন্য ‘তাজমহল’ই সবচেয়ে প্রিয়।

নদিয়া এবং বেঙ্গালুরু থেকে জলপাইগুড়িতে ঢুকেছে নানা ধরনের গোলাপ। চাহিদা অনুযায়ী সাপ্লাই কিছুটা কম বলে মানছেন ফুল বিক্রেতারা। একে তো সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান, তার ওপর বিয়ের মরশুম, দুয়েতে গগনচুম্বী হতে চলেছে গোলাপের দাম, সেটা মেনেই নিয়ে গোলাপ নিতে আসছেন ক্রেতারা।

শুক্রবার একাধিক ফুলের দোকানে প্রতিটি দেশি গোলাপ বিক্রি হয় ২০ টাকা থেকে ৩০ টাকায়। আবার ভ্যালেন্টাইন্সের সপ্তাহে বিশেষ আকর্ষণ লম্বা ডালওয়ালা বিশেষ প্রজাতির (চায়না) গোলাপ। এগুলো আসে বেঙ্গালুরু থেকে। আবার ডাচ গোলাপও আসে বেঙ্গালুরু থেকেই। এগুলোর দাম শুরু হচ্ছে ৪০ টাকা থেকে। যা সবাধিক গিয়ে ঠেকছে ৬০ টাকায়। ব্যবসায়ী ধ্রুব ভৌমিক বলছেন, ‘এবার সাপ্লাই ভালো থাকায় দাম গত বছরের থেকে ৫ টাকা বেশিতে বিক্রি করছি। কিন্তু, ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহ শুরু হলে গোলাপের দাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সেটা বলা যাচ্ছে না।’ তবে এই বছরে গোলাপের এই মূল্যবৃদ্ধিই কাঁটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রেমের পথে। বিশেষ করে কলেজ পড়ুয়া কিংবা বেকারদের জন্য।

ডিবিসি রোডে গোলাপ কিনতে এসে কলেজ পড়ুয়া পার্থপ্রতিম রায়ের কথায়, বাড়ি থেকে পাওয়া পকেটমানি বাঁচিয়ে গোলাপ কিনছি। তাই একদিনই ডাচ গোলাপ দিতে পারব। কিন্তু, প্রতিদিন যদি দিতে হয় তাহলে তো শেষ অবস্থা। না দিলেও মুশকিল। কী করব বুঝতে পারছি না।’ ফুল ব্যবসায়ীদের দাবি, ফেব্রুয়ারির শুরুতে গোলাপের সাপ্লাই ভালো থাকে। কিন্তু সারারাজ্যে এই সময় ফুলের চাহিদা বেশি বলে এখানে স্বল্প পরিমাণেই আসে। দাম বেশি দিলে লটে ফুল আনা যায়, কিন্তু সেগুলো এনে রাখার সমস্যা।

লাগামহীন অবৈধ নির্মাণ

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ৬ ফেব্রুয়ারি : বেআইনি নির্মাণ বন্ধ হওয়ার নাম নেই মালবাজারে। অবৈধ নির্মাণ নিয়ে সরাসরি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন দুই ব্যক্তি। আদালতের নির্দেশে আপাতত সেই নির্মাণে স্থগিতাদেশ। অন্যদিকে, ১ নম্বর ওয়ার্ডে একই রকম অভিযোগে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য।

বৃহস্পতিবার মাল মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন গোবিন্দপ্রসাদ শা এবং মালবাজার হাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক কমল দত্ত। তাঁদের অভিযোগ, বাটাইগোল বাজারের এক ব্যবসায়ী বেআইনিভাবে একটি গলি দখল করে নিজের দোকান প্রশস্ত করছেন। দীর্ঘদিন ধরে সেই কাজ চলছে। গলি দখল করে টিনের ঘেরা দিয়ে কাজ শুরুর সময় থেকেই প্রতিবাদ শুরু কমল দত্ত এবং অন্য ব্যবসায়ীদের। গণস্বাক্ষর করা স্মারকলিপি দেওয়া হয়। মহকুমা শাসক, পুরসভা, জেলা পরিষদে পাঠানো হয় সেই প্রতিলিপি। বাটাইগোল বাজারের এই এলাকাটি জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের অধীনে থাকলেও জমি দখল বা বেআইনি নির্মাণ বন্ধ নিয়ে তারা পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। কমল বলেন, লিখিত অভিযোগ জানালেও প্রশাসন পদক্ষেপ করেনি। সেজন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী শুনানি ১৯ ফেব্রুয়ারি। তার আগেই মালবাজার থানার আইসি এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের রিপোর্ট তলব করেছেন ম্যাজিস্ট্রেট। এই অডারের কপি জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহকারী বাস্তুকার এবং মালবাজার দমকলকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

অভিযোগপত্র হাতে ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা মাল পুরসভায়।

এই ব্যাপারে মামলাকারীর আইনজীবী সুমন শিকদার জানান, বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে আদালত স্থগিতাদেশ জারি করেছে, শীঘ্রই আদালতের রায় সামনে আসবে।

শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে নির্মাণ শুরু হতেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে। স্থানীয়দের বড় অংশের দাবি, সেই জমির পার্শ্ববর্তী একটি গলির পথ ঘেঁষে তৈরি হচ্ছে বাড়ির পিলার। সেই অবৈধ নির্মাণ বন্ধের দাবিতে পুরসভার দ্বারস্থ হন স্থানীয়রা। লিখিতভাবে জানানো হয়। স্থানীয় বাসিন্দা অরিজিৎ লোহার বলেন, সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে বাড়ি তৈরির কাজ করছে মালিক। বাড়ি নির্মাণের জন্য বৈধ পরিকল্পনাও নেই। স্থানীয়রা বলছেন, ২০২২ সালে সেই বাড়ি তৈরির প্ল্যান পাশের আবেদন করা হয়। প্ল্যান গৃহীত হলেও পরবর্তী তিন বছরে শুরু হয়নি কাজ। ২০২৪ সালে মেয়াদ শেষ হলেও নতুন করে আবেদন করেননি কুলদীপ কুজুর। স্থানীয়দের অভিযোগ সমস্তটা হচ্ছে সেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহার দৌলতে। যদিও স্বপন সাহার দাবি, পর্যাপ্ত জায়গা ছেড়েই পিলার তৈরি হয়েছে। বাড়ির মালিক কুলদীপ কুজুরের অভিযোগ, ২০০৯ সালে গলিটি কংক্রিটের ঢালাই করা হয়, তখন ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়ির সীমানা ঘেঁষে ঢালাই করা হয়। ২০২৪ সালে বিল্ডিংয়ের প্ল্যানের আবেদন করেছিলাম। সম্প্রতি সেটা পুনর্নবীকরণ হয়েছে, যা ২০২৬ পর্যন্ত কার্যকরী থাকবে।

এদিকে, স্থানীয়দের অভিযোগ পেয়ে পুরসভা তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করেছে। ১২ ফেব্রুয়ারি অভিযোগকারী, অভিযুক্ত বাড়ির মালিক এবং সেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের সঙ্গে আলোচনায় বসবে পুরসভা। চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, লিখিত নোটিশ করে উভয়পক্ষকে পুরসভায় ডেকে তাদের বক্তব্য শোনা হবে।

অভয়া মঞ্চের কর্মসূচি

জলপাইগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : ২০২৪ সালের অগাস্ট মাসে আরজি কর মেডিকেল কলেজে কর্মরত অবস্থায় ধর্ষণ করে খুন হওয়া মহিলা চিকিৎসকের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গে প্রতিবাদী সংগঠনগুলোর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কনভেনশন ডাকা হল। শুক্রবার জলপাইগুড়ি প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই ঘোষণা করা হয়। অভয়া মঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়ি রবীন্দ্র ভবনে কনভেনশনের আয়োজন করা হবে। উপস্থিত থাকবেন নিযাতিতা তরুণী চিকিৎসকের মা, বাবা সহ মঞ্চের রাজ্য নেতৃত্ব এবং অধ্যাপক আবদুল কাফি সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

সোমবার তরুণী চিকিৎসকের ৩৩তম জন্মদিনে বিকেল ৪টেয় কনভেনশন শুরু হবে বলে জানিয়েছে অভয়া মঞ্চ। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে মঞ্চের তরফে হাজির ছিলেন ডাঃ সুদীপন মিত্র, প্রশান্ত চৌধুরী, রাহুল হোড়, গৌতম গুহ রায়, শুভ্রজিৎ কুণ্ডু এবং আহ্বায়ক দেবপ্রিয়া সেন সহ অন্যরা। চারটি বিষয়কে সামনে রেখে এই কনভেনশন বলে জানানো হয়। দ্রুত বিচার, লিঙ্গবৈষম্য কমানো, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ‘থ্রেট কালচার’-এর অবসান নিয়ে বক্তব্য রাখবেন মোনালিসা মাইতি, আবদুল কাফি, পুণ্যব্রত গুন, তমোনাশ চৌধুরী প্রমুখ।

পথশ্রীর কাজ নিয়ে ক্ষোভ তৃণমূলেই

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ এবং ‘পথশ্রী’-একই রাস্তা তৈরিতে এই দুটি প্রকল্পের বরাদ্দ নিয়ে আগেই প্রশ্ন উঠেছিল। এবার ধূপগুড়ি শহরে পথশ্রী প্রকল্পের কাজের মান ও টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়ে শাসকদল তৃণমূলের অন্দরেই লড়াই চরমে উঠল। শহরজুড়ে ১১ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। অথচ তা নিয়ে দলের নীচুতলার ক্ষোভ এখন জেলা নেতৃত্ব ছাড়িয়ে আইপ্যাকের কর্তাদের দরবারেও পৌঁছেছে।

বিধানসভা ভোটের মুখে আইপ্যাকের প্রতিনিধিরা এলাকায় এলাকায় ঘুরছেন। হাতের কাছে তাঁদের পেয়েই পথশ্রী নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছে জোড়াফুল শিবিরের বুথ ও ওয়ার্ড নেতৃত্ব। ইতিমধ্যেই ৭, ৯ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে কাজের মান অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় তৃণমূলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরাই কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। যদিও দলের অন্য অংশের মদতে ফের কাজ শুরু হওয়ায় উত্তেজনা আরও বেড়েছে। এক তৃণমূল নেতা আক্ষেপ করে বলেন, ‘একেবারেই খারাপ মানের কাজ হচ্ছে। যেহেতু দলটা করি সেহেতু প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারছি না। তবে নিজেদের এলাকায় এমন খারাপ মানের কাজ মেনে নিতে পারছি না।’

মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেটের অধীনে এই প্রকল্পের কাজ হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, স্থানীয় ছোট ঠিকাদাররা যাতে বরাত না পান, সেজন্য ছোট ছোট কাজকে একসঙ্গে জুড়ে বড় টেন্ডার ডাকা হয়েছে। এতে ক্ষোভ বেড়েছে। শহরের এক ঠিকাদার ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, ‘দল যতই ঠিকাদারদের খারাপ বলুক, বাস্তবে আমরাই ভোটের সময় কিংবা ছোট-বড় দলীয় কর্মসূচিতে পাশে দাঁড়াই। এমনিতেই বিল পাই না সময়মতো। এবারে আমাদের এড়িয়ে বড় ঠিকাদারদের কাজ পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেজন্য ছক কষে ছোট ছোট কাজ জুড়ে একেকটি টেন্ডার ডাকা হলেও কাজ হচ্ছে নিম্নমানের।’

এই পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূলের একাংশ শেষপর্যন্ত জেলা শাসকের কাছে অভিযোগ জানালে তিনি তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন। এই বিবাদ প্রসঙ্গে প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান তথা তৃণমূলের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজেশকুমার সিং বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন মানুষের স্বার্থে দ্রুত পথশ্রীর সমস্ত কাজ ভালোভাবে শেষ করতে। তবে মান খারাপ হলে সেটা মেনে নেওয়ার প্রশ্নই নেই। এ নিয়ে দলের কারও অভিযোগ থাকলে অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে। তবে এখনও এমন কিছু কানে আসেনি।’

শাসকদলের এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। পদ্ম শিবিরের জেলা সাধারণ সম্পাদক চন্দন দত্ত বলেন, ‘তৃণমূলের অন্দরে পথশ্রী নিয়ে আসল সমস্যা কাটমানি ভাগাভাগির। তবে কাজের মান নিয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডেই ক্ষোভ চরমে।’

চারা বিলি

মালবাজার, ৬ ফেব্রুয়ারি : বৌভাতের অনুষ্ঠানে অতিথিদের হাতে তুলে দেওয়া হল চারাগাছ। বৃহস্পতিবার এই উদ্যোগ নিয়েছেন ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা নবদম্পতি সম্রাট ভট্টাচার্য এবং নিশা চক্রবর্তী। রাতে প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে আসা সকলকে তাঁরা উপহার দিয়েছেন ফল এবং ফুলের চারা। কাউন্সিলার সুরজিৎ দেবনাথ, প্রবীণ শিক্ষক অরূপবরণ চট্টোপাধ্যায় সহ অনেকেই নবদম্পতির এই উপহার পেয়ে যথেষ্ট খুশি। এবিষয়ে সম্রাটের বক্তব্য, ‘সবাই আমাদের যেমন আশীর্বাদ করেছেন, ঠিক সেইভাবে গাছগুলোকে ভালোবাসা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার অনুরোধ করছি।’ নবদম্পতির এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন সকলে।

সাহায্য

জলপাইগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার বাসিন্দা বিশেষভাবে সক্ষম তরুণ রফিকুল আলমকে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ থেকে একটি ই-রিকশা দেওয়া হল। রফিকুল পেশায় লটারির টিকিট বিক্রেতা। তাঁর পায়ে সমস্যা রয়েছে। পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন ও অতিরিক্ত জেলা শাসক রৌনক আগরওয়াল শুক্রবার রফিকুলের হাতে ই-রিকশার চাবি তুলে দেন।

সভা

মালবাজার, ৬ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মণিকা সাহার বাসভবনে মাল টাউন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভা হয়েছে। সভায় দলীয় সংগঠন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। নবনিবাচিত টাউন মহিলা কমিটির সদস্যদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল মহিলার সভানেত্রী নুরজাহান বেগম, জেলা কমিটির সদস্য অপর্ণা সরকার, টাউন সভাপতি পুলিন গোলদার প্রমুখ।

স্বমহিমায় রামদার রসমালাই

সত্তর বছরের পুরোনো স্বাদ আজও অমলিন। কাঠের দোকান থেকে পাকা ইমারত হয়েছে। কিন্তু ঐতিহ্যবাহী ঘন ক্ষীরের রসমালাইয়ের টানটা আজও এতটুকুও কমেনি। সেই টানে নিয়মিত সাড়া দেন জলপাইগুড়ির অনেকেই। দোকান আধুনিক হয়েছে, জুড়েছে নতুন মিষ্টির সম্ভারও। কিন্তু ঐতিহ্যের বন্ধন এতটুকুও আলগা করতে রাজি নন নির্মাতারা।

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : দুধ ঘন করে জ্বাল দিয়ে ক্ষীর এমন হতে হবে যেন মিষ্টির গায়ে আঠার মতো লেগে থাকে। মিষ্টির নাম রসমালাই। সেখানে যদি মালাই না থাকে তবে আর কীসের সেই বিশেষ মিষ্টি! বলতে বলতে ষাটোর্ধ্ব মৃণালকান্তি রায়, গোবিন্দ রায়রা স্মৃতিসাগরে ডুব দেন। জলপাইগুড়ি শহরের স্টেশন রোডের ‘রামদার মিষ্টির দোকান’ এই রসমালাইকে ঘিরেই শহরবাসীর রসনাসিক্ত হৃদয়ে এক অনন্য আবেগের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে, প্রধান ডাকঘর মোড়ে যখন রাধারমণ ঘোষ তাঁর স্বপ্নের বুনন শুরু করেছিলেন, তখন হয়তো ভাবেননি যে তাঁর হাতের সেই সাধারণ রসমালাই একদিন শহরের ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠবে। বর্তমানে দোকানের পোশাকি নাম ‘নিউ আনন্দ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার’ হলেও তা কেবল খাতায়-কলমেই। গোবিন্দরা যেভাবে গোড়ার দিন থেকে রসমালাই বানিয়ে আসছেন তাতে এই দোকানের পোশাকি নাম মনে রাখতে কারও বয়েই গিয়েছে! বরং রামদার মিষ্টির দোকান নামটাও যদি মনে না থাকে তবে রসমালাইয়ের দোকান বললেই কেল্লা ফতে।

গোড়ার দিকে দোকানটি কাঠের ছিল। সেখানে ভাজা হত গরম গরম শিঙাড়া আর কচুরি। কিন্তু মানুষের ভিড় জমত মূলত সেই বিশেষ রসমালাইয়ের টানেই। বর্তমান কর্ণধার রাজকিশোর ঘোষ বাবার কাছে শোনা গল্পের ঝাঁপি খুলে স্মৃতিচারণ করেন। তিনি জানান, প্রায় ৫০ বছর আগে ভারতে যখন জরুরি অবস্থা জারি হয়েছিল, তখন সেই পুরোনো দোকানটি ভেঙে পড়ে। পরিস্থিতির চাপে রাধারমণ আর তাঁর ছেলে রামনারায়ণ ঘোষ দোকানটিকে বর্তমান স্টেশন রোডে সরিয়ে নিয়ে আসেন। ধীরে ধীরে কাঠের কাঠামোর জায়গায় উঠেছে পাকা দেওয়াল, লেগেছে আধুনিকতার প্রলেপ। কিন্তু দোকানের প্রাণভোমরা সেই রসমালাইয়ের স্বাদ আজও আদি ও অকৃত্রিম।

রসমালাই কিনতে দোকানে ক্রেতারা। জলপাইগুড়িতে শুক্রবার।

রামনারায়ণকে সবাই ভালোবেসে ডাকতেন ‘রামদা’ বলে। সেই থেকেই দোকানের নাম হয়ে যায় ‘রামদার মিষ্টির দোকান’। বর্তমান যুগে বেকড রসগোল্লা, বেকড সন্দেশ বা ছানাপোড়া হরেক রকম আধুনিক মিষ্টির জোগান থাকলেও রাজকিশোর একটি বিষয়ে অটল— ঐতিহ্যের সঙ্গে আপস নয়। তাঁদের বিশেষত্ব হল রসমালাইয়ের সেই ঘন ক্ষীর, যার ঘনত্ব আজও সত্তরের দশকের স্বাদ মনে করিয়ে দেয়।

দোকানে মিষ্টি কিনতে আসা অনির্বাণ দাসের কথায় ফুটে ওঠে এই পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতি টানটার ছবি। মায়ের আবদারে নলেন গুড়ের রসমালাই আর স্পেশাল রসমালাই প্যাক করতে করতে তিনি জানান, তাঁর মা আজও সেই ছোটবেলার স্বাদের টানে এখানে ফিরে আসতে চান। যুগের পরিবর্তনে নলেন গুড়ের নতুন রসমালাই এলেও পুরোনো আবেদন এতটুকু ম্লান হয়নি। দোকানে আসা অন্তরা বসু বললেন, ‘স্বামীর কথায় একবার এই দোকানে এসে রসমালাই কিনেছিলাম। তারপর থেকে বলতে গেলে এর প্রেমেই পড়ে গিয়েছি। এই মিষ্টির টানে দু’-তিনদিন পরপরই হানা দিই!’ সুগার হলে? অন্তরা হেসে ফেলেন।

মৃণালকান্তিদের কথায় ফেরা যাক। ষাটোর্ধ্ব এই কারিগররা রামনারায়ণের আমল থেকে আজও রসুইঘরে একইভাবে মিষ্টি তৈরি করছেন। বয়সের ভারে কিছুটা ন্যুব্জ হলেও গুপ্ত মন্ত্র যাতে কোনওভাবেই কারও হাতে না যায়, সে বিষয়ে তাঁরা সদা সজাগ। এই কারিগররা এখন পরবর্তী প্রজন্মকে শিখিয়ে দিচ্ছেন এই গুপ্ত মন্ত্র, যাতে শহরের এই প্রিয় স্বাদটি সময়ের গর্ভে হারিয়ে না যায়।

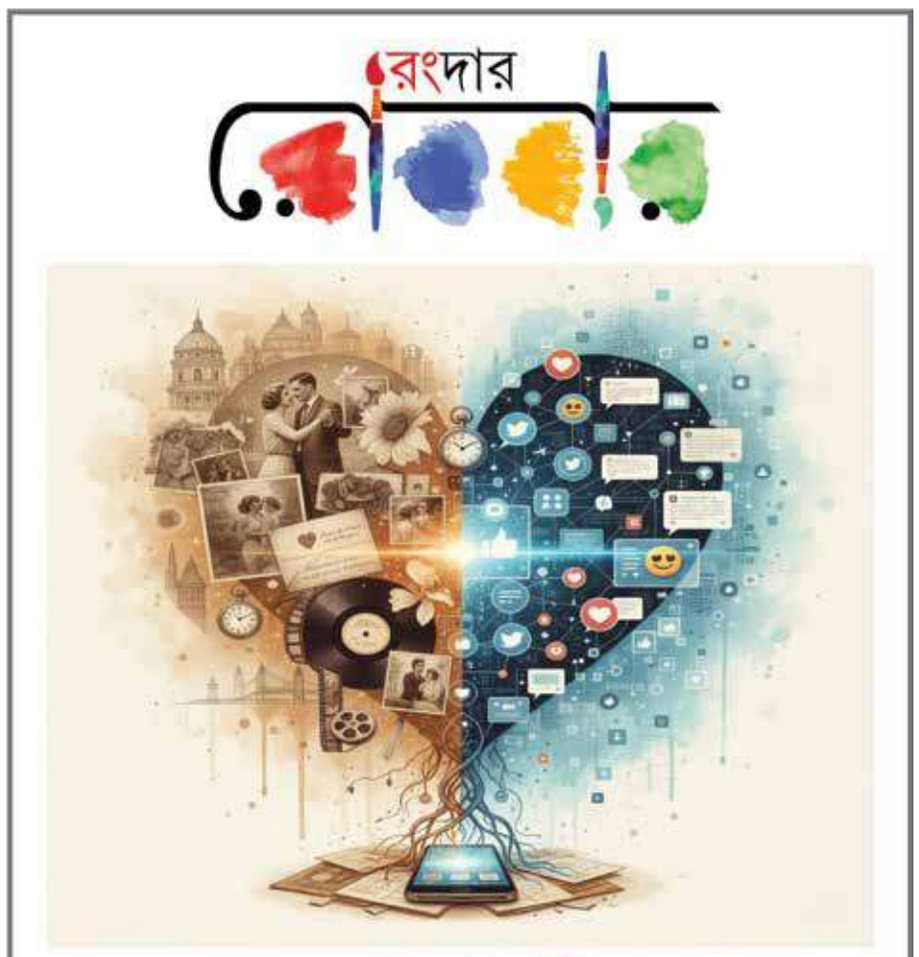

প্রেম পর্যায়

স্মৃতির সরণি বেয়ে এ এক চিরন্তন অভিযাত্রা। কোথাও চিঠির ভাঁজে গোপন ব্যাকুলতা, কোথাও আবার যান্ত্রিকতার ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া নদীর দীর্ঘশ্বাস। কোথাও সিনেমার সিক্যুয়েলে ফেরে পুরোনো টান। নস্টালজিয়া আর আধুনিকতার এই দ্বন্দ্বে প্রেম আজও এক অমলিন উৎসব, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে শুধু রূপ পালটায়, প্রাণ নয়।

প্রচ্ছদ কাহিনী মানসী কবিরাজ, শুভ্র মৈত্র ও নীলাদ্রি দেব
রম্যরচনা বিপুল দাস
ছোটগল্প জয়ন্ত চক্রবর্তী
অণুগল্প সায়ন্তন ঘোষ ও ধ্রুবজ্যোতি বাগচী
কবিতা মাধবী দাস, অসীম শর্মা, সুব্রতা ঘোষ রায়, অমিতাভ চক্রবর্তী ও মৃড়নাথ চক্রবর্তী

পৃথিবীর পাঠশালা

মহাকাশে উচ্চতা বাড়ে

আপনি যদি লম্বা হতে চান, তবে মহাকাশে চলে যান! মহাকাশচারীরা যখন স্পেস স্টেশনে থাকেন, তখন তাঁদের উচ্চতা প্রায় ২ ইঞ্চি বা ৫ সেন্টিমিটার বেড়ে যায়। এর কারণ হল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অভাব। পৃথিবীতে অভিকর্ষ বলের কারণে আমাদের মেরুদণ্ডের হাড়গুলো একে অপরের সঙ্গে চেপে থাকে। কিন্তু মহাকাশে সেই চাপ থাকে না, ফলে মেরুদণ্ড প্রসারিত হয়। তবে দুঃখের বিষয়, পৃথিবীতে ফিরে আসার কয়েক মাসের মধ্যেই মাধ্যাকর্ষণের টানে তাঁরা আবার আগের উচ্চতায় ফিরে আসেন।

এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি

পৃথিবীর শুষ্কতম স্থান হল চিলির আতাকামা মরুভূমি। এখানকার কিছু কিছু জায়গায় গত ৪০০ বছরে এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি বলে রেকর্ড আছে! এখানকার মাটি মঙ্গল গ্রহের মাটির মতো। তাই নাসা মঙ্গলে পাঠানোর আগে তাদের রোভারগুলো এখানে চালিয়ে পরীক্ষা করে। এই মরুভূমিতে এতটাই জল নেই যে, এখানে মারা যাওয়া প্রাণীর দেহ পচে না, প্রাকৃতিকভাবেই মমি হয়ে যায়।

বই কিনে সাজিয়ে রাখা

বইমেলায় গিয়ে গাদা গাদা বই কিনলেন, কিন্তু পড়া আর হল না—এই অভ্যাসের একটা সুন্দর জাপানি নাম আছে। একে বলা হয় 'সুনদোকু'। এটি কোনও নেতিবাচক শব্দ নয়। জাপানিরা মনে করেন, বই কিনে নিজের কাছে রাখলেও জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। পড়ার সময় না পেলেও বইয়ের স্তূপের মাঝে থাকার মানসিক শান্তিকেই তাঁরা এই নাম দিয়েছেন। আপনারও কি সুনদোকু রোগ আছে?

ডারউইনের খাদ্যাভ্যাস

বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারউইন শুধু জীবজন্তু নিয়ে গবেষণাই করতেন না, তিনি তাদের খেতেও খুব পছন্দ করতেন! তিনি কেমব্রিজে পড়ার সময় 'গ্লুটন ক্লাব' নামে এক ক্লাবের সদস্য ছিলেন, যাদের কাজ ছিল অদ্ভুত সব প্রাণীর মাংস খাওয়া। তিনি বাজপাখি, প্যাঁচা এবং কচ্ছপের মাংস খেয়েছিলেন। এমনকি তিনি যে প্রজাতিগুলো আবিষ্কার করতেন, সেগুলোর স্বাদ নিতেও ছাড়তেন না। তাঁর মতে, 'আগুটি' নামের এক ইঁদুরজাতীয় প্রাণীর মাংস ছিল তাঁর খাওয়া সেরা খাবার। বিজ্ঞানের পাশাপাশি তাঁর এই 'ভোজনরসিক' সত্তা সত্যিই বিস্ময়কর।

সতর্ক থাকার পরামর্শ

চার ঘণ্টায় এক ডজন কম্পন

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : একরাতে ১২ বার! তাও আবার প্রায় চার ঘণ্টার মধ্যে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রতিটির উৎসস্থল সিকিম পাহাড়। কবে এমন ধারাবাহিক কম্পন অনুভূত হয়েছে উত্তরবঙ্গে এবং প্রতিটির ক্ষেত্রে উৎসস্থল সিকিম, মনে করতে পারছেন না আবহবিদ থেকে প্রবীণরা। বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে শুক্রবার ভোর পর্যন্ত যেভাবে বারবার মাটি কেঁপেছে, তাতে আগামীর বড় বিপদ দেখছেন বিশেষজ্ঞদের অনেকেই। সম্প্রতি ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (বিআইএস) যে মানচিত্র প্রকাশ করেছে, তাতে শুধু জোনের পরিবর্তন ঘটেনি, হিমালয় অঞ্চল যে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে, তা স্পষ্ট হয়েছে। হিমালয়কে বাঁচাতে কী ধরনের নির্মাণ প্রয়োজন, সেই সংক্রান্ত পরামর্শও দিয়েছে বিআইএস। তবে আতঙ্ক নয়, সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'একই জায়গায় ধারাবাহিক এমন কম্পন সাধারণত দেখা যায় না। তবে যেহেতু এই অঞ্চল ভূকম্পনপ্রবণ এলাকা, ফলে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।'

শুরু হয়েছিল রাত ১টা ৯ মিনিটে। শুরুতেই মধ্যরাতে উত্তরবঙ্গের ঘুম ভাঙিয়ে দেয় ভূকম্পন। কিছুক্ষণের মধ্যে স্পষ্ট হয় উৎসস্থল সিকিমের মানেবাং থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে।

- একরাতে একডজন কম্পন উত্তরবঙ্গে, প্রতিটির উৎসস্থল সিকিম
- ১২টি কম্পনের মধ্যে ছয়টির উৎসস্থল মংগন, চারটির কেন্দ্র নামচি
- ৯টির গভীরতা ৫ কিলোমিটার, বাকি তিনটির ১০ কিলোমিটার

রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ধরা পড়ে ৪.৫। শুক্রবার ভোর ৫টা ২৯ মিনিটে শেষ কম্পন হয়। উৎসস্থল নামচি এবং রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ২.৯। কিন্তু এই দুটি কম্পনের মাঝে আরও ১০ বার কেঁপে ওঠে মাটি। চার ঘণ্টার কিছুটা বেশি সময়কালের মধ্যে একডজন কম্পনের মধ্যে হাফডজনের উৎসস্থল মংগন। বাকি ছয়টির মধ্যে নামচি কাঁপিয়েছে চারবার। ১২ বারের মধ্যে ৯ বারের গভীরতা মাত্র ৫ কিলোমিটার। বাকি তিনবারের গভীরতা ১০ কিলোমিটার। রাত ৩টা ১১ মিনিটের ৪.০, ২টা ২০ মিনিটের ৩.৯ এবং ১টা ১৫ মিনিটের ৩.১ যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। ভূতত্ত্ববিদদের বক্তব্য, প্রত্যেকদিনই পৃথিবীজুড়ে শয়ে-শয়ে ভূকম্পন হচ্ছে। সিসমোগ্রাফের উন্নতিতে ছোট ছোট কম্পনও ধরা পড়ছে। তবে উত্তরবঙ্গের অবস্থান এখন যথেষ্টই ঝুঁকিপূর্ণ। একটা সময় দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের অবস্থান ছিল ঝুঁকিপূর্ণ জোন ফোর-এ এবং জোন থ্রি (মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ)-তে ছিল উত্তরবঙ্গের বাকি এলাকাগুলি। কিন্তু বিআইএস সম্প্রতি যে মানচিত্র প্রকাশ করেছে, তাতে হিমালয়ের অবস্থান দেখানো হয়েছে জোন সিক্স-এ। অর্থাৎ, অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ এবং প্রাকৃতিকগত পরিবর্তনের জেরে এই অঞ্চল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে।

এদিকে, বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে ঘুম ভাঙার পর কার্যত রাত জেগেছে পাহাড়। সমাজমাধ্যমে ধারাবাহিক পোস্টের জেরে কিছুটা হলেও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকরা। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই বলে তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। কালিম্পং হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিদ্ধান্ত সুদ বলেন, 'হঠাৎ রাতে সমস্ত কিছু কেঁপে ওঠে। কিছুটা তো ভয় লাগবেই। তবে সকাল হওয়ার পর জানতে পারি, অনেকবার মাটি কেঁপেছে।' সিকিমের পর্যটন ব্যবসায়ী প্রেম ভুটিয়ার বক্তব্য, 'দু'বার টের পেয়েছি। মংগনের ভূমিকম্প এখনও মানুষ ভুলতে পারেননি। ফলে আতঙ্ক তো ছড়াবেই।' সমাজমাধ্যমের বিভিন্ন পোস্ট মানুষকে বেশি আতঙ্কিত করে তুলেছে বলেও মনে করেন অনেকে।

আগামীকালের অপেক্ষা... কোচবিহারের যাত্রাপুরের রাজারহাট এলাকার তোর্ষায়। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

ব্যারাকপুরে তানিষ্ক-এর নতুন শোরুম

নিউজ ব্যুরো

৬ ফেব্রুয়ারি : টাটা গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভারতের বৃহত্তম জুয়েলারি রিটেল ব্র্যান্ড তানিষ্ক ব্যারাকপুরে নতুন শোরুম উদ্বোধন করল। দুপুর তিনটে নাগাদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। শোরুমটি উদ্বোধন করেন বিখ্যাত অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী এবং রিটেল হেড সুনীল রাজ। গ্র্যান্ড উদ্বোধন উপলক্ষ্যে তানিষ্ক ক্রেতাদের জন্য বিশেষ আকর্ষণীয় অফারও সামনে এনেছে।

গ্রাহকরা প্রতিটি কেনাকাটার সঙ্গে একটি সোনার মুদ্রা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাবেন। অফারটি ৬ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত প্রযোজ্য থাকবে। এই নতুন শোরুমে তানিষ্ক-এর আইকনিক ডিজাইনের গয়নার বিপুল সম্ভার থাকবে। বিশেষভাবে তুলে ধরা হবে উৎসবের কালেকশন 'নবরাণী'।

পাশাপাশি রয়েছে 'ইলান', 'কঙ্কনকথা', 'গ্ল্যামডেজ', 'আনবাউন্ড' নামে নানা নজরকাড়া কালেকশন। এছাড়া থাকবে বিশেষ ওয়েডিং জুয়েলারি সাব-ব্র্যান্ড 'রিভাহ'-এর অনবদ্য গয়নার সম্ভার। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের নারীদের ফ্যাশনের রুচির কথা মাথায় রেখে গয়না কেনাকাটার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে তানিষ্ক।

চন্দনার রাজপাট

প্রথম পাতার পর

করে স্ত্রীর জন্য শাড়ি, ব্লাউজ আনতে ভুল হয় না তাঁর। মনিহারি দোকান থেকে লিপস্টিক, নেলপলিশ, টিপের পাতাও কিনে আনেন। উৎসবের দিনগুলিতে সাজগোজ করা স্ত্রীকে মহারানির মতোই দেখতে লাগে সুরজের। বললেন, 'চেষ্টা করি ওকে যতটুকু ভালো রাখা যায়।'

স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামলচন্দ্র দেবের কথায়, 'অনেক সমস্যার মাঝেও ওরা দুজনে মিলে ভালো থাকার চেষ্টা করে। প্রতিবেশী হিসাবে যা আমাদের বড় আনন্দ দেয়।' শারীরিক সমস্যায় স্ত্রী কোনও কাজে সাহায্য করতে না পারলেও ফি বছর সুরজ ভক্তিভরে ছটপুজোয় স্ত্রীর জন্য মঙ্গলকামনা করেন। স্থানীয় কৃষ্ণা মাহাতোর কথায়, 'সুরজদাদু ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ নিরামিষাশী। কিন্তু দিদা ভালোবাসেন বলে বাজার থেকে নিজে হাতে মাছ, মাংস কিনে আনেন। এনিয়ে কখনও তাঁর কোনও বিরক্তি দেখিনি।'

আর স্বামীকে তো চোখে হারান চন্দনা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে কেউ কিছু বললে চন্দনা ঠিক বুঝতে পারেন না। আবার চন্দনার অল্প জড়ানো গলার কথাও বাকিদের পক্ষে চট করে বোঝা মুশকিল। কিন্তু সুরজ আর চন্দনা যেন একে-অপরের ঠোঁট নাড়া, চোখের ভাষা বুঝে ফেলেন এক পলকে। ভালোবাসার ভাষার উচ্চারণই তো আলাদা।

সাতদিনের সময়সীমা দিল ভূমিরক্ষা কমিটি

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : কাওয়াখালিতে প্রায় তিনশোরও বেশি জমিদাতার পুনর্বাসনের আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে চলছিল। এসজেডিএ প্রশাসনিক ভবনে একাধিকবার আন্দোলন করার পর বৃহস্পতিবার অধিগৃহীত জমিতেই ঢুকে বসে যান কাওয়াখালি ভূমিরক্ষা কমিটির সদস্যরা। শুক্রবার সমস্যার সমাধানে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-র তরফে কাওয়াখালি ভূমিরক্ষা কমিটিকে বৈঠকের জন্য ডাকা হয়। যদিও সেই বৈঠক ফলপ্রসূ হয়নি বলে জানিয়েছেন বৈঠকে অংশ নেওয়া ভূমিরক্ষা কমিটির সদস্যরা। উলটে, বৈঠক শেষে বেরোনোর পর কমিটির সদস্যরা এসজেডিএ প্রশাসনিক ভবনের সামনেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

এদিন কমিটির সদস্য মিঠুন সরকার ক্ষোভের সুরে বললেন, 'এসজেডিএ চেয়ারম্যান এর আগেও বলেছিলেন বিষয়টা দেখবেন। এবারেও সেই একই কথা বলছেন। আমরা আর এসজেডিএ-তে এসে কোনও বৈঠকে বসব না। আলোচনা করার হলে সাতদিনের মধ্যে জমিতে এসে বৈঠকে বসতে হবে। সাতদিনের মধ্যে শুধু বসলেই হবে না। কাজও শুরু করতে হবে। নইলে আমরা স্থায়ীভাবে জমিতে বসে যাব।' তাঁর আরও হুঁশিয়ারি, 'সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। আমাদের সমস্যার সমাধান করা না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব। যার ফল ভোগ করতে হবে বর্তমান শাসকদলকে।' এসজেডিএ চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার অবশ্য বলছেন, 'সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা বিশেষভাবে সক্রিয় রয়েছি। আলোচনা চলছে। দ্রুতই সমস্যা মিটে যাবে।'

এদিনের বৈঠকে জমিদাতাদের সঙ্গে সিপিআই (এমএল) লিবারেশন-এর রাজ্য সম্পাদক অভিজিৎ মজুমদারের অংশগ্রহণ করা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ভোটের আগে যেভাবে কাওয়াখালির এই জমিদাতারা চুক্তিমতো ফ্ল্যাট ও প্লট পেতে আন্দোলনের তীব্রতা বাড়িয়েছেন, তাতে রাজনীতির ইন্ধনের বিষয়টা প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। যদিও এনিয়ে অভিজিতের বক্তব্য, 'এটা পোড়াঝাড়-কাওয়াখালি ভূমিরক্ষা কমিটিরই আন্দোলন। আমরা এই আন্দোলনকে সমর্থন জানাচ্ছি। এখানে আমরা রাজনৈতিকগতভাবে আসিনি। ব্যক্তি হিসেবে এসেছি।' বিষয়টা নিয়ে তৃণমূলের জেলা কোর কমিটির সদস্য রঞ্জন সরকারের প্রতিক্রিয়া, 'কারা কী ইন্ধন দিচ্ছেন, সেব্যাপারে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি না। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এসজেডিএ ছাড়াও অন্য উন্নয়নমূলক বোর্ড সহ দপ্তর চলেছে। এই সমস্যার সমাধানের ব্যাপারটা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।'

হুমায়ুন-প্রশ্নে বিদ্ধ সেলিম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : হুমায়ুন বিতর্ক শিলিগুড়িতেও। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের কাছে কার্যত কৈফিয়ত চেয়েছেন দলের দার্জিলিং জেলার নেতৃস্থানীয়রা। একের পর এক জেলা স্তরের নেতারা নানা প্রশ্নে বিদ্ধ করেছেন মহম্মদ সেলিমকে। শিলিগুড়ির এক প্রবীণ নেতার বক্তব্য ছিল, 'আমরা ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু হুমায়ুন কবীর কি ধর্মনিরপেক্ষ? ভোটের মুখে নিজেকে সেকুলার দাবি করলেও হুমায়ুনকে নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।'

দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা না করে রাজ্য সম্পাদকের হোটেলে গিয়ে হুমায়ুনের সঙ্গে বৈঠকের কারণও জানতে চান তিনি। পরে ওই প্রবীণ নেতার দাবি, প্রশ্নের মুখে পড়ে হুমায়ুনের সঙ্গে বৈঠককে 'রাজনৈতিক কৌশল' বলে ব্যাখ্যা দেন সেলিম। তিনি শুক্রবার শিলিগুড়িতে দলের জেলা দপ্তর অনিল বিশ্বাস ভবনে জেলা সম্পাদকমণ্ডলী ও পরে জেলা কমিটির সঙ্গে বৈঠক করেন।

এর আগে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল সিপিএমের রাজ্য সম্পাদককে। বামফ্রন্টের বৈঠকেও শরিক দলের নেতারা চেপে ধরেছিলেন তাঁকে। এনিয়ে বাদানুবাদও হয়। শিলিগুড়িতে এসেও সেলিম টের পেলেন হুমায়ুনের সঙ্গে আলোচনার প্রশ্নে জেলা স্তরে দলের মধ্যে অসন্তোষ কতটা তীব্র।

সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর এক সদস্য বৈঠকে প্রশ্ন তোলেন, 'গত বিধানসভা নির্বাচনে আইএসএফের সঙ্গে জোট করে ভোটে লড়ে আমাদের কী লাভ হয়েছে? আমরা তো শূন্যতে আটকে রয়েছি। অথচ আইএসএফ একটি আসনে জিতে বিধানসভায় গিয়েছে।' তাঁর যুক্তি ছিল, ভোটারের মনোভাবকে আঁচ করে জোট, আসন সমঝোতা ইত্যাদি করা উচিত।

রাজ্য সম্পাদক যে নিজের অবস্থানে অনড়, তা স্পষ্ট হয় সাংবাদিক বৈঠকে। দলের বৈঠকে সেলিম বলেন, 'আমরা তৃণমূল ও বিজেপিবিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলকে একটা প্ল্যাটফর্মে এনে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছি। তৃণমূল এবং বিজেপিবিরোধী ভোট ভাগ হতে দেওয়া যাবে না। আইএসএফ, জনতা উন্নয়ন পার্টি, সিপিআই(এমএল) লিবারেশন সহ অন্য দলগুলির সঙ্গে আলোচনা চলছে।'

কংগ্রেসের একক লড়াইয়ের সিদ্ধান্তও বামেদের ধাক্কা দিয়েছে। তবে বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বিষয়টিকে আমল দিতে চাইলেন না সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক। বরং যুক্তি দিলেন, 'কংগ্রেস যে এমনটা করতে পারে, তা আমরা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। সেজন্য ২৯৪টি আসনেই বামফ্রন্টগতভাবে প্রার্থী বাছাই শুরু করেছি।'

খাবার জল পাব কবে, প্রশ্ন শহরে

প্রথম পাতার পর

না হলে সেই পানের অযোগ্য জলই প্রথম দিন পাবেন শহরের মানুষ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রিজার্ভার পরিষ্কার হলেও বছরের পর বছর ধরে মাটির নীচে যে পাইপগুলো পড়ে রয়েছে সেগুলোর কী অবস্থা, কেউ জানে না। সেক্ষেত্রে রিজার্ভারের পাশাপাশি এই পাইপগুলোকেও পরিষ্কার করা অত্যন্ত জরুরি। বাড়ির কল দিয়ে জল পড়লে সেটা প্রথম এক মাস না পান করাই ভালো। শুধু তাই নয়, পুরসভার উচিত বিভিন্ন এলাকার বাড়ির কলের জল প্রথমে পরীক্ষা করে দেখা, সেখানে কোনও জীবাণু রয়েছে কি না। শুধু তাই নয়, ট্যাংক থেকে বাড়িতে জল পাঠানোর যে পাইপ রয়েছে সেখানেও প্রথম অবস্থায় পাইপ ফেটে যাওয়া থেকে শুরু করে আরও বেশকিছু যান্ত্রিক ত্রুটির আশঙ্কা থাকে।

শহরের বাসিন্দা পার্থ সরকার বলেন, 'আম্রুতের জল নিয়ে পুরসভার প্রতিশ্রুতি আর শুনতে ভালো লাগে না। আমার মনে হয় কোনওকিছু ঘোষণার আগে সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।'

ব্রিটিশ বধ করে বিশ্বজয়

প্রথম পাতার পর

শেষবেলায় মরণ কামড় দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ক্যালেব ম্যাথিউ ফ্যালকনার এবং জেমস মিন্টো। অষ্টম উইকেটে ৯২ রান যোগ করেন তাঁরা। ফ্যালকনার (৬৭ বলে ১১৫) সেঞ্চুরি করলেও তা কাজে আসেনি। ৩১১ রানে অল আউট হয়ে যায় ইংল্যান্ড। ১০০ রানে ম্যাচ জেতে ভারত। অম্বরীশ ৩, দীপেশ দেবেন্দ্রন ২, কনিষ্ক ২, খিলান প্যাটেল এবং আয়ুষ মাত্রে ১টি করে উইকেট নেন।

সচেতনতা শিবির

জলপাইগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : বর্তমানে বিজ্ঞাপন দেখে অনলাইন শপিংয়ে আগ্রহী ব্যক্তিরা কোনও একটি লিংকে ক্লিক করে ফেলেন। শুধু তাই নয়, করোনা অতিমারির সময় থেকে ওয়ার্কফর্ম হোম কনসেপ্টকে কাজে লাগিয়ে হ্যাকাররা প্রতিনিয়ত প্রতারণার ছক কষছে। সেই ফাঁদে পা দিয়ে অনেকেই প্রতারিত হচ্ছে।

এধরনের প্রতারণার হাত থেকে বাঁচতে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কর্মকর্তারা 'ইনভেস্টরস অ্যাওয়ারনেস কাম সেনসিটাইজেশন' নামে একটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করল। শুক্রবার জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রয়াস হলে উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর ও ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কলকাতার যৌথ উদ্যোগে শিবিরটি হয়। এদিন সেখানে আইন মহাবিদ্যালয়, বেসরকারি কলেজের পড়ুয়াদের পাশাপাশি পর্যটন ও অন্য ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার অভিজিৎ দাস বলেন, 'অনলাইনে মাল্টিপল মার্কেটিং, ইনভেস্টমেন্ট সহ বিভিন্ন ধরনের স্ক্যাম হয়ে থাকে। বর্তমানে ক্রিপটো কারেন্সিতে ইনভেস্ট করার প্রবণতা বেশি। কিন্তু এখনও তা বৈধ নয়। সুতরাং এখন থেকে বুঝেশুনে ইনভেস্ট করতে হবে। উপস্থিত সকলকে ফ্রি ওয়াইফাই ব্যবহার করে অনলাইন ব্যাংকিং থেকে বিরত থাকা ও অচেনা লিংকে ক্লিক না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।'

আহত ২ পরীক্ষার্থী

ধূপগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : রাস্তা খারাপ থাকায় পরীক্ষা দিয়ে ফেরার পথে টোটো উলটে আহত হল দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। আহত বর্ষা সরকার ও মানুজা পারভিন পূর্ব মল্লিকপাড়া হাইস্কুলের ছাত্রী। তাদের পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল গোঁসাইহাট রাজামোহন হাইস্কুলে। এদিন মাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরছিল তারা। মল্লিকঘাট এলাকায় টোটো উলটে গিয়ে পাঁচজনের মধ্যে দুজন পরীক্ষার্থী আহত হয়েছে। শনিবার ভূগোল পরীক্ষাও রয়েছে। টোটোতে থাকা এক ছাত্রের কথায়, 'রাস্তা খারাপ থাকায় টোটোচালককে বারবার সতর্কভাবেই চালানোর কথা বলা হচ্ছিল।' আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহত দুই পরীক্ষার্থীর হাতে ও পায়ে আঘাত লেগেছে। তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্যে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। ধূপগুড়ি ট্রাফিক গার্ডের আধিকারিক খবর পেয়ে হাসপাতালে যায়। আহতদের খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে এবং শনিবার ওই দুই পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে বাড়তি নজর দেওয়া হবে বলেই ট্রাফিক গার্ড সূত্রে জানা গিয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার ডেপুটি পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) অরিন্দম পাল চৌধুরী বলেন, 'পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়েছে।'

সাফাই অভিযান

ময়নাগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : ময়নাগুড়ি শহরের পুরোনো বাজারের ভেতরে শুক্রবার থেকে আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ শুরু করেছে পুরসভা। এদিন সবজি বাজারে পরিত্যক্ত শেডের ভেতরে জমে থাকা আবর্জনা বেশ কিছুটা পরিষ্কার করা হয়েছে। সবজি বিক্রেতা সুশান্ত সরকার বলেন, 'বাজারের ভেতরে যত্রতত্র আবর্জনা স্তূপাকারে জমে থাকার ফলে দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে উঠেছে।' ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সোমেশ সান্যাল বলেন, 'আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয়েছে। পুরোনো বাজারের ভেতরে অধিকাংশ জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছে। বাকি জায়গাও পরিষ্কার করা হবে।'

ভাতা-ধান্দার

প্রথম পাতার পর

রাজ্যে সরকারি প্রকল্পের সংখ্যা এতদিন ছিল ৯৪। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, বাজেটে সেই সংখ্যা 'সেঞ্চুরি' ছুঁয়ে ফেলেছে। তেমনই ভাতা কতরকমের, মনে রাখা কঠিন। নগদ নারায়ণের শক্তিতে ভোট আসে! তাতে ভাঁড়ার ফাঁক হয় হোক। যদিও তাতে উন্নয়ন আটকে থাকে। কিন্তু ক্ষমতার আসনটি পাকাপোক্ত হয়। ভাতায় ভাঁড়ারে সিঁধ কাটলে উন্নয়নের টাকা আসবে কোত্থেকে!

জলপাইগুড়ি পুরসভার পাঁচ-পাঁচটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দিয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড কর্তৃপক্ষ। কারণ কী? আর্থিক মুরোদ নেই বলে কর্মীদেরোম প্রভিডেন্ট ফান্ড দেওয়া বন্ধ রেখেছে পুরসভা। তাতে এই 'শাস্তি।' শুধু প্রভিডেন্ট ফান্ডের ভাঁড়ারে মা ভবানী নয়, বাস্তবে জলপাইগুড়ি পুরসভা কীভাবে চলছে, সেটাই বিস্ময়! চেয়ারম্যান বদলে গেলেও চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল গঠন হয়নি। অথচ নির্দ্বিধায় পুর বোর্ডের মিটিং হয়ে গেল। উন্নয়নের গুচ্ছ প্রস্তাবও গৃহীত হল।

যদিও সিদ্ধান্তগুলি টেন্ডার, ওয়ার্ক অর্ডার ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এত যে উন্নয়ন করবেন চেয়ারম্যান সাহেব, আপনার ভাঁড়ারে রাজ্যের বরাদ্দের জোগান কতটা? পাপিয়া পাল চেয়ারম্যান থাকার সময় থেকেই জলপাইগুড়ি রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ পুরসভা। উন্নয়ন ছেড়ে দিন, শুধু টোটোর সমস্যা সামলাতে মিটিংয়ের পর মিটিং পুরসভা করলেও পরিস্থিতি সেই তিমিরে। সদ্য পুর বোর্ডের মিটিং শেষে চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় আবার সেই টোটো সমস্যা মেটানোর আশ্বাসবাণী শোনালেন সাংবাদিকদের।

সৈকত 'করিতকর্মা' মানুষ। যা করেন, তার প্রমাণ রাখেন। ভিডিও বাহিত হয়ে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে সেসব প্রমাণ। দু'-তিনদিন আগে একটি অনুষ্ঠানের এরকমই একটি ভিডিও দেখা গিয়েছে, যেখানে তিনি দেরিতে গিয়েছিলেন। ভিডিও'তে তাঁকে বলতে শুনলাম, পুরসভায় অনেক কাজ বেড়েছে তো। তাই তাঁর যেতে দেরি হল! হে জলপাইগুড়িবাসী, পুর বোর্ডের কাজ বাড়ার প্রমাণ টের পাচ্ছেন তো!

বাস্তবে বনেদি শহর জলপাইগুড়িজুড়ে তো পরিকল্পনাহীনতার দগদগে ক্ষত দৃশ্যমান। যানজট সমস্যাও সামলে উঠতে পারল না পুরসভা। তার মধ্যে চেয়ারম্যান-ভাইস চেয়ারম্যানের কোন্দল পুরসভাটি নিয়ে রসালো গল্পের শেষ নেই। রাজ্যের দ্বিতীয় শহর শিলিগুড়িতেই বা তৃণমূলের প্রথম পুর বোর্ড কী করল বলুন তো? জলকষ্টটাও মেটাতে পারেনি। মাঝে মাঝে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ প্রকল্প আর এত কোটি, অত কোটির গল্প শুনি। কষ্ট আর মেটে না।

মিটবে যে, টাকার জোগান কই? অতএব 'ধীরে চলো' প্রকল্প। শুধু বিবৃতি, এই তো হচ্ছে। ভাগাড় এক মূর্তিমান বিভীষিকা শিলিগুড়িতে। সমস্যা সমাধান করতে হলে পুরনিগমের পকেটে রেস্ত থাকা দরকার তো! সেখানেই তো উন্নয়ন 'লক' হয়ে থাকে। যে লক খোলার চাবি তো আর যাই হোক, মেয়র গৌতম দেবের হাতে নেই। উন্নয়নের সঙ্গে প্রশ্ন পরিষেবাতেও।

প্রত্যেক শনিবারের 'টক টু মেয়র'-এ বেআইনি নির্মাণের হাজার অভিযোগ আছড়ে পড়ে। সেসবে পদক্ষেপ করার জন্য অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া মেয়র যেন নিয়ম করে ফেলেছেন। কিন্তু ঘুরে-ফিরে সেই একই অভিযোগ মাঝেমাঝেই আসে টক টু মেয়রে। গৌতম তখন সব দোষ অফিসারদের ঘাড়ে চাপিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নালিশ করবেন বলে হুমকি দিয়ে রণে ভঙ্গ দেন। বেআইনি নির্মাণে যে তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ বা কাটমানি দেওয়া লোকেরা জড়িত।

এখন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বকেয়া ডিএ দিতে হলে ভাতার সমুদ্র শুকিয়ে যাবে! শিক্ষকদের চাকরি নিয়ে চারদিকে জলঘোলা। গ্রাম, চা বাগান থেকে দলে দলে ভিনরাজ্যমুখী পরিযায়ী শ্রমিকের ঢল। এসব নিয়ে অসন্তোষের পাহাড় গ্রামে-শহরে। মহিলা ও তরুণদের ভাতায় ভাসিয়ে সেই ক্ষোভের বন্যায় বাঁধ দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা তাই রাজ্য বাজেটে। এসআইআর-এ নানা কারণে মানুষের হয়রানির অভিযোগে অনেকে আবার বিজেপির ওপর খাপ্পা।

বেকারত্ব, অনুন্নয়নজনিত রাগকে ছাপিয়ে এসআইআর কেন্দ্রিক সেই অসন্তোষ যাতে ইভিএমে আছড়ে পড়ে, রাজ্য বাজেটে সেজন্য ভাতার ভুবন খোলা। এসআইআর-ক্ষোভ আরও উসকে দিতে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রণংদেহি হয়ে দিল্লির রাজপথ থেকে শীর্ষ আদালত ঘুরে এলেন। এই দ্বিবিধ কৌশলে লুকিয়ে আসন্ন ভ-এ ভোটের ভ-এ ভবিষ্যৎ!

হিন্দুত্বের প্রাচীরে ফিকে উন্নয়ন

প্রথম পাতার পর

সে প্রশ্ন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। একজন বিধায়কের পারফরমেন্স বা তাঁর অনুপস্থিতি সাধারণত যে কোনও নির্বাচনেই প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু নাগরাকাটায় সমীকরণটা ভিন্ন। এখানে ব্যক্তির চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে এক অদৃশ্য চেতনার সুতো। আরএসএস এবং হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর নিরলস কাজ চা বাগানের মাটিকে বিজেপির জন্য এক উর্বর শস্যক্ষেত্রে পরিণত করেছে। যে উন্নয়নের দাবি একসময় শ্রমিকদের মুখে মুখে ফিরত, আজ তা ধর্মের জোয়ারে গৌণ। ভোটের দামামা বাজতেই ভিনরাজ্য থেকে আসা সাধু-সন্তদের আনাগোনা আর বাগানে বাগানে পুরাণের আসর প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, বিজেপি এখানে স্রেফ রাজনৈতিক দল নয়, বরং এক ধর্মীয় আস্থার প্রতীক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। রামের পুজো আর ভজনের সুর যখন চা শ্রমিকদের কুটিরে পৌঁছায়, তখন নর্দমা বা রাস্তার অভাববোধটুকু যেন এক অলৌকিক শান্তিতে বিলীন হয়ে যায়।

তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য নাগরাকাটার দুর্গ জয় করা আজও এক দুরূহ স্বপ্ন। রাজ্যের শাসকদল হিসেবে তারা হাত উপুড় করে দিয়েছে 'চা সুন্দরী' আবাসন কিংবা জমির পাট্টার মতো জনহিতকর প্রকল্পে। এমনকি, গত প্লাবনের পর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ভেঙে পড়া সেতু পুনর্নির্মাণ বা ত্রাণ বণ্টনে প্রশাসনের সক্রিয়তা ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু রাজনীতির রসায়ন সবসময় পাটিগণিতের ছকে চলে না। উন্নয়নের এই দীর্ঘ তালিকাও চাপা পড়ে গিয়েছে খগেন মুর্মুর ওপর হামলার ঘটনায়। আদিবাসী সমাজে তাঁদেরই মানুষের রক্ত ঝরার ছবি যে ক্ষত তৈরি করেছে, তা মমতার সরকার প্রদত্ত যে কোনও সুযোগ-সুবিধার চেয়েও বেশি বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে সাধারণ ভোটারের কাছে। উন্নয়নের সুফল ঘরে এলেও, সম্মানের লড়াইয়ে তৃণমূল এখানে খানিকটা কোণঠাসা। 'ভিলেন' তকমা ঝেড়ে ফেলা তাদের পক্ষে এই মুহূর্তে একপ্রকার দুঃসাধ্য।

তৃণমূলের অন্দরের অস্থিরতা আরও প্রকট হয়েছে মেটেলি ও চালসা অঞ্চলে। সেখানে দলের সংগঠন আগের চেয়ে শক্তিশালী হলেও গোষ্ঠীকোন্দলের বিষবৃক্ষ ভেতরে ভেতরে শিকড় ছড়িয়েছে। নেতার বদলে উপদলীয় স্বার্থ যেখানে বড় হয়ে ওঠে, সেখানে ভোটের বাক্সে ফুটো হওয়া অবধারিত। ব্লক সভাপতির দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেবার পর গত বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী জোশেফ মুন্ডাকে ইদানীং সক্রিয় রাজনীতিতে দেখা যাচ্ছে না। সঞ্জয় কুজুর, জন বারলা, স্নোমিতা কালান্দির মতো নেতারা প্রত্যেকেই প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে থাকায় নিজেদের মতো করে ঘুঁটি সাজাচ্ছেন। তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শাসকদলে অস্বস্তি বাড়াচ্ছে।

এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ অনায়াসেই লুফে নিচ্ছে বিজেপি। আবার জন বারলার মতো ওজনদার নেতার দলবদলও শাসক শিবিরের জন্য কোনও জাদু দেখাতে পারেনি। সাধারণ মানুষ রাজনীতির এই জার্সি বদলকে সহজভাবে নেয়নি। বারলা নিজের স্বার্থ রক্ষায় বিজেপি ছেড়েছেন- এই ধারণা জনমানসে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছে যে, তিনি তাঁর পুরোনো অনুগামীদের তৃণমূলে টানতে ব্যর্থ হয়েছেন। বরং তাঁর দলবদল তৃণমূলের পুরোনো কর্মীদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে, যা প্রকারান্তরে বিজেপির হাতকেই শক্ত করছে। নাগরাকাটার ভোটব্যাংক আদিবাসী প্রধান। রাজবংশী বা সংখ্যালঘু ভোটারদের উপস্থিতি থাকলেও, তাঁরা নির্ণায়ক শক্তির ভূমিকা নিতে পারছেন না।

হাতিনালা নিয়ে মাস্টারপ্ল্যান, পর্যটনের উন্নয়ন, কাঁঠালতলায় রেলের আন্ডারপাস, দূরপাল্লার ট্রেনের স্টপ, প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালু, চা বাগানের দুর্দশা ঘোচানো- নাগরাকাটা বিধানসভার বাসিন্দাদের চাওয়ার তালিকা দীর্ঘ। ভোটের আগে প্রতিশ্রুতিও মিলেছিল। সেই অর্থে কোনও প্রতিশ্রুতিই পূরণ হয়নি, এটা যেমন ঠিক, তেমনি প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ায় গত পাঁচ বছরে এলাকায় উল্লেখযোগ্য কোনও প্রতিবাদ হয়নি, সেটাও সত্য।

সেতু তৈরি করে বা পাকা ঘর দিয়ে মানুষের মন জয় করা সম্ভব হলেও, যখন আবেগ আর বিশ্বাস সম্মুখসমরে নামে, তখন কংক্রিটের কাঠামো ফিকে হয়ে যায়। তাই চা বাগানের শ্রমিকরা এখন আর শুধু রুটিরুজির কথা বলছেন না, তাঁরা বলছেন, পরিচয়ের কথা, বিশ্বাসের কথা। এই আধ্যাত্মিক মেরুকরণ নাগরাকাটায় অন্য রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি করেছে; যার সুর গতানুগতিক উন্নয়নের সংজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

নারীর ইচ্ছাই শেষ কথা : সুপ্রিম কোর্ট

৩০ সপ্তাহ পর গর্ভপাতে অনুমতি

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি : সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে নারীর ইচ্ছাই শেষ কথা। শুক্রবার এক ঐতিহাসিক রায়ে ফের তা বুঝিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ১৮ বছর বয়সি এক তরুণীকে ৩০ সপ্তাহের গর্ভাবস্থায় গর্ভপাত করার অনুমতি দিয়ে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'কোনও নারীকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গর্ভধারণ করতে বা সন্তানের জন্ম দিতে আদালত বাধ্য করতে পারে না।'

বিচারপতি বিভি নাগরত্নের বেঞ্চ এই মামলায় বম্বে হাইকোর্টের পূর্ববর্তী রায় খারিজ করে দিয়েছে। হাইকোর্ট জানিয়েছিল, ভ্রূণটি সুস্থ থাকায় গর্ভপাত করালে তা 'ভ্রূণহত্যা'র শামিল হবে। বদলে তারা পরামর্শ দিয়েছিল, তরুণী যেন সন্তানের জন্ম দিয়ে তাকে দত্তক দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। শীর্ষ আদালত এই যুক্তি নাকচ করে মায়ের সন্তান ধারণের অধিকারকে গুরুত্ব দিয়েছে।

আদালত সূত্রে খবর, ওই তরুণী ১৭ বছর বয়সে এক বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্কে থাকাকালীন গর্ভধারণ করেন। বর্তমানে তাঁর বয়স ১৮ বছর ৪ মাস। মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী, গর্ভপাত করালে তরুণীর জীবনের ঝুঁকি নেই। তরুণীর আইনজীবী সওয়াল করেন, এই 'অবৈধ' সন্তানের জন্ম দিতে বাধ্য করা হলে তিনি গুরুতর মানসিক ও শারীরিক ট্রমার শিকার হবেন, যা তাঁর সামাজিক জীবনেও লজ্জার কারণ হতে পারে।

> **কোনও নারীকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গর্ভধারণ করতে বা সন্তানের জন্ম দিতে আদালত বাধ্য করতে পারে না।**
>
> বিচারপতি নাগরত্ন

রায় ঘোষণার সময় বিচারপতি নাগরত্ন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কিছু মন্তব্য করেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'আমরা কার স্বার্থ দেখব? যে শিশু জন্মায়নি তার, নাকি যে মা জন্ম দিচ্ছেন তাঁর?' তিনি আরও বলেন, 'আইনত সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার ভয়ে অনেক সময় মহিলারা হাতুড়ে চিকিৎসকের দ্বারস্থ হন, যা তাঁদের জীবনের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।'

ভারতে আইন অনুযায়ী, ২৪ সপ্তাহ পর গর্ভপাতের জন্য আদালতের অনুমতি প্রয়োজন হয়। এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে , সম্পর্কটি সম্মতির ভিত্তিতে ছিল কি না, তা বিবেচ্য নয়, আসল বিষয় হল মায়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছা।

প্রচার চাইতে এসেছেন? পিকে'র মামলায় সুপ্রিম কোর্টে না

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি : বিহারে বিধানসভা ভোটে প্রথম বার নেমে জনতার আদালত থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের (পিকে) দল জন সুরাজ পার্টিকে। ভোটে গো-হারা হারের পর এবার আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা তারা করেছিল তাতেও শূন্যই জুটল। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ জন সুরাজের মামলাটি খারিজ করে দিয়ে সাফ বলেছে, 'আপনারা জনতার রায়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। প্রচার পাওয়ার জন্যই কি এখানে এসেছেন?'

প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আপনারা কত ভোট পেয়েছেন? মানুষ আপনাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। আপনারা আদালতকে ব্যবহার করে প্রচার পেতে চাইছেন?' পিকের দলের আর্জি একপ্রকার না শুনেই তা খারিজ করে দেন প্রধান বিচারপতি। ভোটে অনিয়মের যে অভিযোগ জন সুরাজ তুলেছে তা খণ্ডন করে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, 'আপনারা ক্ষমতায় এলে এই একই কাজ করবেন।' মামলা খারিজ করে প্রধান বিচারপতি বলেছেন, 'রাজ্যে একটি হাইকোর্ট আছে। আপনারা আগে সেখানে যান।'

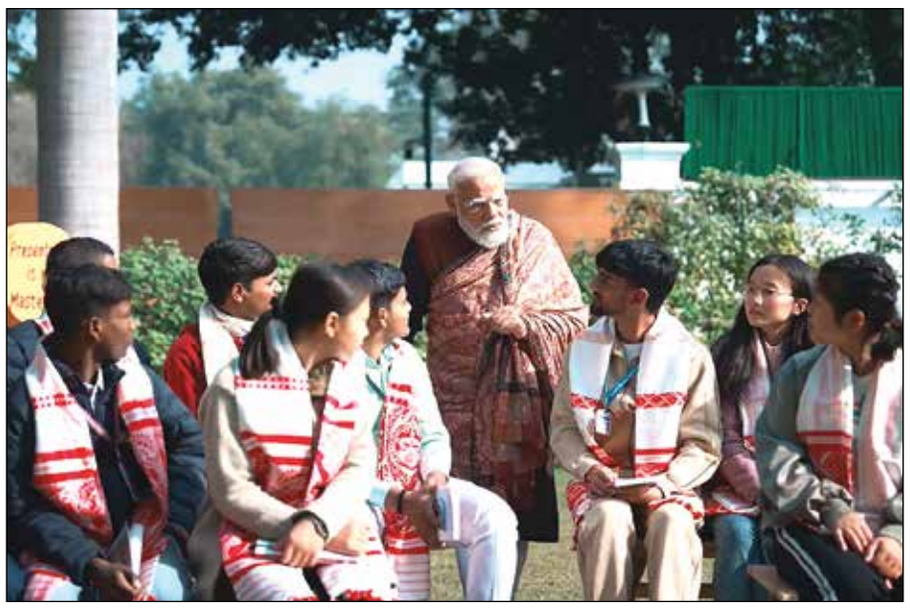

পরীক্ষা পে চর্চায় পড়ুয়াদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে।

মোদির পরীক্ষা পে চর্চা

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি : সামনেই বোর্ড পরীক্ষা। অহেতুক আতঙ্ক আর প্রত্যাশার চাপে যখন পড়ুয়াদের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়, ঠিক তখনই তাঁদের ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর বার্ষিক অনুষ্ঠান 'পরীক্ষা পে চর্চা'-র মাধ্যমে সারা দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর মনের ভার লাঘব করলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর মূল মন্ত্র ছিল অত্যন্ত সহজ— পরীক্ষাকে যমের মতো ভয় না পেয়ে উৎসবের মতো উদযাপন করতে হবে। পরীক্ষা জীবনের শেষ কথা নয়, এটি জীবনের একটি ছোট ধাপ মাত্র। তিনি বলেন, 'অন্যের সঙ্গে নয়, প্রতিযোগিতা করো নিজের সঙ্গে।' প্রধানমন্ত্রী কেবল পড়ুয়াদেরই নয়, বার্তা দিয়েছেন অভিভাবকদেরও। সন্তানদের ওপর নিজেদের অপূর্ণ ইচ্ছার বোঝা না চাপাতে তিনি অনুরোধ করেন। তাঁর মতে, অতিরিক্ত প্রত্যাশা পড়ুয়াদের সৃজনশীলতা নষ্ট করে দেয়।

শুক্রবার নিজ বাসভবনে 'পরীক্ষা পে চর্চা ২০২৬'-এর নবম সংস্করণে পড়ুয়াদের মুখোমুখি হয়ে নিজের জীবনের উদাহরণ টেনে বলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রী হলেও লোকে আজও আমায় নানাভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু প্রত্যেকের নিজস্ব কাজের ধরন আছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'শিক্ষা যেন বোঝা না হয়ে আনন্দের উৎস হয়। পড়াশোনা ও শখের মধ্যে ভারসাম্য রাখাই হল প্রকৃত বিকাশের চাবিকাঠি।' অসমিয়া 'গামোসা' দিয়ে পড়ুয়াদের বরণ করে নিয়ে মোদির একটাই সুর- ক্লাসরুমের চার দেওয়ালের বাইরেও এক বিশাল জীবন পড়ে আছে, তাকে জয় করাই আসল শিক্ষা।

নয়াদিল্লিতে সাসপেন্ড ৩ আধিকারিক

রাস্তায় মরণফাঁদ, মৃত্যু তরুণের

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি : নয়ডার পর দিল্লিতেও। কয়েক সপ্তাহ আগে নয়ডায় নির্মীয়মাণ ভবনের পাশে গর্তে গাড়ি পড়ে মৃত্যু হয়েছিল এক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের। এবার একই ঘটনার সাক্ষী থাকল পশ্চিম দিল্লির জনকপুরী। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দিল্লি জলবোর্ডের খোঁড়া গর্তে বাইক সহ পড়ে মৃত্যু হল কমল ধ্যানির। বিকাশপুরীর বাসিন্দা বছর পঁচিশের কমল বেসরকারি ব্যাংকের কল সেন্টারের কর্মী। কমলের পরিবার দিল্লি জলবোর্ডের অবহেলাকে ঘটনার জন্য অভিযুক্ত করেছে। একই অভিযোগ আপের। দিল্লি সরকার ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জলবোর্ডের তিন আধিকারিককে সাসপেন্ড করেছে। গড়া হয়েছে তদন্ত কমিটি।

দুর্ঘটনার জন্য গভীর শোকপ্রকাশ করে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এক্সে লিখেছেন, 'তরুণের মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমি মর্মাহত। আমি ঘটনাস্থলে গিয়েছি। মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি। তদন্তে দোষীরা শাস্তি পাবেন।' দিল্লি সরকারের সমালোচনা করে রাহুল গান্ধি বলেন, 'লোভ ও অবহেলার মহামারী একটি তরুণের জীবন কেড়ে নিল। মা-বাবার কাছে ছেলের স্বপ্নই হল পৃথিবী। মুহূর্তে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল সবকিছু।'

দিল্লির জয়েন্ট পুলিশ কমিশনার (পশ্চিম রেঞ্জ) যতীন নারওয়াল জানিয়েছেন, গর্তটি ২০ ফুট গভীর। সকাল সাতটা নাগাদ তাঁদের কাছে ফোন আসে। এক ব্যক্তি জানান, জনকপুরীর যোগীন্দ্র সিং মার্গের একটি গর্তে বাইক সহ এক তরুণ পড়ে রয়েছেন। পুলিশের সঙ্গে দমকলও যায়। বাইক সহ ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও কোনও কাজ হয়নি। বাড়ির লোকেরা বিভিন্ন থানায় গিয়ে কমলের বাড়ি না ফেরার কথা জানিয়ে হন্যে হয়ে খুঁজেছেন।

পুলিশের এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, দিল্লি জলবোর্ডের প্রকল্পের অংশ হিসেবে গর্তটি খোঁড়া হয়েছে। গর্তের চারপাশে ব্যারিকেড ছিল। উত্তরপ্রদেশের পর রাজধানীতেও একই ঘটনা। দু'টি বিজেপি শাসিত। নয়ডার ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়নি দিল্লি সরকার।

গর্ত থেকে তোলা হচ্ছে বাইক। ইনসেটে মৃত কমল ধ্যানি। নয়াদিল্লিতে।

খাদে বাস, ১৩ মৃত্যু নেপালে

কাঠমাণ্ডু, ৬ ফেব্রুয়ারি : বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার পথে পাহাড়ি রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই বাস। কাঠমাণ্ডু থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার পশ্চিমে বুদগাঁও গ্রামের কাছে এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। আহত ৩৪ জন। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতের দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রাণ হারিয়েছেন আরও ৫ জন। বর এবং কনে দু'জনেই অন্য একটি গাড়িতে থাকায় তাঁরা সুস্থ রয়েছেন।

প্রাথমিক অনুমান, উঁচু রাস্তায় উঠতে গিয়ে অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই বাসটির একটি প্রেসার পাইপ ফেটে যাওয়ায় চালক নিয়ন্ত্রণ হারান।

সংসদ অচলই, খোঁচা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি : বই বিতর্ক এবং বাণিজ্য চুক্তি ইস্যুতে শুক্রবারও ভেস্তে গেল লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন। শাসক-বিরোধী উভয় পক্ষই অনড় থাকায় বাজেট অধিবেশনের প্রথমার্ধ কার্যত ভেস্তে যাওয়ার মুখে। ট্রেড বিল না কি 'ট্র্যাপ বিল', এই প্রশ্নকে সামনে রেখে বাজেট অধিবেশনের অষ্টম দিনে কার্যত অচল হয়ে পড়ল সংসদের দুই কক্ষই। কেন্দ্রের বাণিজ্য নীতি ও সাম্প্রতিক ভারত-মার্কিন চুক্তিকে নিশানা করে বিরোধীদের টানা প্রতিবাদ ও স্লোগানের জেরে শুক্রবার লোকসভা ও রাজ্যসভা দু'টিই মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

শুক্রবার অধিবেশন শুরু হতেই উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিরোধী সাংসদরা পোস্টার হাতে ওয়েলে নেমে আসেন। কংগ্রেসের পাশাপাশি এই বিক্ষোভে শামিল হতে দেখা যায় তৃণমূল সাংসদদেরও। পোস্টারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কার্টুন সহ লেখা ছিল 'ট্র্যাপ ডিল'। বিরোধীদের দাবি, দেশের স্বার্থ উপেক্ষা করে এই বাণিজ্য চুক্তি করা হয়েছে, যা আদতে একটি 'ফাঁদ'।

সংসদের বাইরে এদিনও প্রতিবাদ দেখাচ্ছিলেন কংগ্রেসের সাংসদরা। তাঁদের বিক্ষোভে শামিল হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উদ্দেশ্য করে 'জো উচিত সমঝো' বলে খোঁচা দেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ এমএম নারাভানের বইয়ের বিতর্কিত অংশে প্রধানমন্ত্রী ওই মন্তব্যটি করেছিলেন বলে লেখা আছে। সেই মন্তব্য ধার করে রাহুল এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরেও বলেন, 'জো উচিত সমঝো'। তিনি সমাজমাধ্যমেও লিখেছেন, 'দায়িত্ব থেকে পালানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর মূলমন্ত্র, জো উচিত সমঝো।' এদিন স্পিকার ওম বিড়লা একাধিকবার সাংসদদের শান্ত থাকার আবেদন জানান। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসায় তিনি কড়া ভাষায় বলেন, পরিকল্পিতভাবে সংসদের কাজকর্ম ব্যাহত করা হচ্ছে এবং সংসদের মর্যাদা রক্ষা করা হচ্ছে না। দুপুরে লোকসভা পুনরায় বসলেও অচলাবস্থা কাটেনি। স্লোগান, পোস্টার ও বিক্ষোভ চলতেই থাকায় সভা সোমবার পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

ইরান ছাড়ার নির্দেশ ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ৬ ফেব্রুয়ারি : মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামা কি তবে বেজে গেল? শুক্রবার ওমানে পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যদিও বৈঠকের নির্যাস নিয়ে এদিন সন্ধ্যাপর্যন্ত কোনও পক্ষই মুখ খোলেনি। জল্পনা বাড়িয়ে আলোচনা শুরু হওয়ার আগেই ইরানে বসবাসকারী মার্কিন নাগরিকদের অবিলম্বে ওই দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেয় ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। এদিন সকালে আমেরিকার ভার্চুয়াল দূতাবাসের জারি করা সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব নাগরিকদের নিজস্ব উদ্যোগে ইরান ত্যাগ করতে হবে। ডিসেম্বরের শেষ থেকে ইরানে চলা ব্যাপক গণবিক্ষোভ দমনে তেহরানের কঠোর পদক্ষেপের জেরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামরিক অভিযানের হুমকি দিয়েছেন।

বিস্ফোরণের পর কান্নায় ভেঙে পড়েছেন স্বজনহারা। ডানদিকে, বিস্ফোরণস্থলে জটলা। শুক্রবার ইসলামাবাদে।

মসজিদে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ, হত ৬৯

ইসলামাবাদ, ৬ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার নমাজের সময় রক্তাক্ত হল পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ। শহরের উপকণ্ঠে একটি ইমামবারগাহে (প্রার্থনা স্থল) শক্তিশালী বিস্ফোরণে অন্তত ৬৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন ১৬৯ জন। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মঘাতী বিস্ফোরণ বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, শাহজাদ টাউন এলাকার তড়লাই ইমামবারগাহে নমাজ চলাকালীন বিস্ফোরণটি ঘটে। হতাহতরা সবাই শিয়া সম্প্রদায়ের সদস্য।

পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। আহতদের পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স (পিআইএমএস) এবং পলিক্লিনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে শহরের সব হাসপাতালে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে প্রার্থনার জন্য ব্যবহৃত ভবনের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এটি আত্মঘাতী হামলা না কি সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে

ইসলামাবাদ

বিস্ফোরণ স্থলের নমুনা সংগ্রহ করেছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও জঙ্গি সংগঠন বা বিদ্রোহী গোষ্ঠী হামলার দায় স্বীকার করেনি। উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্টের পাকিস্তান সফরের মধ্যেই এই ঘটনাটি ঘটেছে, যা ইসলামাবাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। বিস্ফোরণকে কাপুরুষদের কাজ বলেছেন পাকিস্তানের সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী তারিক ফজল চৌধুরী। হতাহতদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন সিনেটের বিরোধী দলনেতা আল্লামা রাজা নাসির আব্বাস।

পাক রাজধানী শহরের এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'বিস্ফোরণের প্রকৃতি এখনও স্পষ্ট নয়, তবে নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আমরা আশঙ্কা করছি।' গত বছরও ইসলামাবাদের একটি আদালত চত্বরে এক আত্মঘাতী হামলায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। আজকের এই ঘটনার পর গোটা শহর জুড়ে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।

গুলিতে ঝাঁঝরা আপ নেতা

জলন্ধর, ৬ ফেব্রুয়ারি : সাতসকালে শুটআউট। পঞ্জাবের আম আদমি পার্টির (আপ) নেতা লাকি ওবেরয়কে গুলি করে খুন করল দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার জলন্ধরের মডেল টাউন এলাকার একটি গুরদোয়ারার সামনে ঘটনাটি ঘটেছে। সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে খুনের সেই শিউরে ওঠা দৃশ্য। ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, ৩৮ বছর বয়সি আপ নেতা যখন তাঁর গাড়ি নিয়ে গুরদোয়ারা থেকে বেরোচ্ছিলেন, ঠিক তখনই হুডি ও মাস্ক পরা এক আততায়ী তাঁর গাড়ির দিকে এগিয়ে আসে। খুব কাছ থেকে ওবেরয়কে লক্ষ্য করে পরপর পাঁচটি গুলি চালিয়ে চম্পট দেয় সে। পুলিশ জানিয়েছে, আততায়ী একা ছিল না, কাছেই বাইক নিয়ে অপেক্ষা করছিল তার সঙ্গী। গুলিবিদ্ধ ওবেরয়কে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এসিপি পারমিন্দর সিং জানান, হামলায় তাঁর গাড়ি এবং পাশের একটি গাড়ির কাচ চুরমার হয়ে গিয়েছে।

রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখল রিজার্ভ ব্যাংক

মুম্বই, ৬ ফেব্রুয়ারি : 'সহনীয়' মুদ্রাস্ফীতি আর ঊর্ধ্বমুখী জিডিপির ভরসায় রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক। শুক্রবার আরবিআইয়ের গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা জানান, বর্তমান রেপো রেট ৫.২৫ শতাংশেই স্থির থাকছে। গত ডিসেম্বরে সুদের হার ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমানোর পর, এবার স্থিতাবস্থা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

রেপো রেট অপরিবর্তিত থাকার অর্থ, ব্যাংক থেকে নেওয়া বাড়ি-গাড়ির ঋণের ইএমআই এই মুহূর্তে বাড়ার সম্ভাবনা নেই। এদিনের ঘোষণায় স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফেসিলিটি রেট (৫ শতাংশ) এবং মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং রেটও (৫.৫ শতাংশ) অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। আরবিআই গভর্নরের কথায়, 'বিশ্বজুড়ে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তা থাকলেও ভারতের অর্থনীতি যথেষ্ট ভালো অবস্থায় রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি এবং আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা দীর্ঘমেয়াদি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।' রিজার্ভ ব্যাংকের পূর্বাভাস, ২০২৬ অর্থবর্ষে খুচরো মুদ্রাস্ফীতি ২.১ শতাংশের আশেপাশে থাকতে পারে।

- ৫.২৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রেপো রেট
- ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পে আমানতহীন ঋণের সীমা ১০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা
- কম অঙ্কের অনলাইন জালিয়াতিতে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব

সবচেয়ে বড় ঘোষণাটি এসেছে এমএসএমই শিল্পের জন্য। এখন থেকে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলি ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতহীন ঋণ পেতে পারে, যার আগের সীমা ছিল ১০ লক্ষ টাকা। এছাড়া ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তায় ছোট অঙ্কের অনলাইন জালিয়াতির ক্ষেত্রে গ্রাহকদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত দেওয়ার একটি পরিকাঠামো তৈরির কথা জানিয়েছেন গভর্নর।

'ভারত বন্ধু' বার্তায় বিএনপি-জামায়াতে

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারি : শেখ হাসিনা এবং আওয়ামি লিগ-হীন বাংলাদেশে বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ভোটের মুখে বিএনপি এবং জামায়াতে যেভাবে ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের বার্তা দিয়েছে তাতে স্পষ্ট, ইউনূস জমানায় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক টাল খেলেও নয়াদিল্লিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

শেখ হাসিনাকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে তিক্ততা এখনও বদ্ধ হয়নি। পাশাপাশি পদ্মাপারে সংখ্যালঘু হিন্দু নিধনের কারণে ঢাকার ওপর যথেষ্ট রুষ্ট ভারত। এই টানাপোড়েন সত্ত্বেও বিএনপি এবং জামায়াতে উভয়েই ভারতের সঙ্গে সদ্ভাবের পক্ষপাতী। তবে তাদের অতীতের অবস্থান মাথায় রেখে ভারতও সাবধানী পদক্ষেপ করতে চায়। শুক্রবার বিএনপি-র নির্বাচনি ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছে। 'সবার আগে বাংলাদেশ' শীর্ষক ওই ইস্তাহারে দলের চেয়ারপার্সন তারেক রহমান সরাসরি ভারতের নাম করেননি। তিনি শুধু বলেছেন, 'আমরা বাকি দেশগুলিকে আমাদের বন্ধু হিসাবে দেখব, প্রভু হিসাবে নয়। বাংলাদেশ অন্য কোনও দেশের ঘুঁটিতে পরিণত হবে না।' তাঁর সাফ বার্তা, 'বাংলাদেশ অন্য কোনও দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। আর নিজেদের ব্যাপারেও অন্য কোনও দেশের নাক গলানো বরদাস্ত করবে না।'

বুধবার জামায়াতের যে ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, পারস্পরিক সম্মান ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে ভারত, ভুটান, নেপাল, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ এবং থাইল্যান্ডের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করা হবে। শফিকুর রহমান

ভোট কৌশল

ওই ইস্তাহারটি প্রকাশ করেন। কিন্তু ভারতের নাম উল্লেখ করলেও পাকিস্তানের নাম আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়নি জামায়াতের ইস্তাহারে। শুধু বলা হয়েছে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলির সঙ্গে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্পর্ক রাখা হবে। তবে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে বিএনপি-জামায়াতের দু-রকম অবস্থান দেখা গিয়েছে। জামায়াতে শুধুমাত্র ধর্মীয় ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিএনপি অবশ্য হিন্দুদের জান, মাল, উপাসনালয়ের আইনি সুরক্ষার কথা বলেছে।

শাহবাজের হুঁশিয়ারি

মুজফফরাবাদ, ৬ ফেব্রুয়ারি : আন্তর্জাতিক মহলের প্রবল আপত্তি এবং ভারতের কড়া হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও ফের কাশ্মীর নিয়ে উসকানিমূলক মন্তব্য করলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। বৃহস্পতিবার 'কাশ্মীর সংহতি দিবস' উপলক্ষ্যে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের (পিওকে) আইনসভায় দাঁড়িয়ে তিনি দাবি করেন, 'কাশ্মীর একদিন পাকিস্তানেরই অংশ হবে।' প্রধানমন্ত্রী শরিফের এই মন্তব্য ঘিরে ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের তিক্ততা নতুন মাত্রা নিয়েছে।

মুজফফরাবাদে দেওয়া ভাষণে শাহবাজ শরিফ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ আলি জিন্নার উদ্ধৃতি টেনে বলেন, 'কাশ্মীর হল পাকিস্তানের গলার শিরা। এই আদর্শই আমাদের বিদেশনীতির ভিত্তি।' তিনি আরও বলেন, 'কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হতে হবে একমাত্র রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব এবং কাশ্মীরি জনগণের ইচ্ছানুসারে।'

এদিন কাশ্মীরের পরিস্থিতির সঙ্গে প্যালেস্তাইনের তুলনা টানেন পাক প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্যে বুরহান ওয়ানি, সৈয়দ আলি শাহ গিলানি এবং ইয়াসিন মালিকের মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী ও জঙ্গি নেতাদের নাম উঠে আসে।

নিখোঁজ আতঙ্ক নেপথ্যে টাকার খেলা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি : রাজধানীতে শিশুকন্যা ও মহিলা নিখোঁজের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে বলে যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে, তা আদতে ভুয়ো এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে সাফ জানিয়ে দিল দিল্লি পুলিশ। তাদের দাবি, কয়েকটি সূত্র ধরে তদন্ত করে দেখা গিয়েছে যে সমাজমাধ্যমে এই 'নিখোঁজ আতঙ্ক' ইচ্ছাকৃত ভাবে 'পেইড প্রোমোশনের' মাধ্যমে ছড়ানো হয়েছে। আর্থিক লাভের জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় তৈরি করার চেষ্টা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলেও স্পষ্ট জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ। এই ধরনের বিভ্রান্তি ছড়ানোর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে।

দিল্লি পুলিশের যুগ্ম কমিশনার ও জনসংযোগ আধিকারিক সঞ্জয় ত্যাগী জানান, আগের বছরগুলির তুলনায় ২০২৬ সালে নিখোঁজ ব্যক্তির সংখ্যা বাড়েনি। বরং চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে নিখোঁজ সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় কম। বিশেষ করে শিশু নিখোঁজ হওয়া নিয়ে যে গুজব ছড়ানো হচ্ছে, তা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই বলেও তিনি জানান।

দিল্লি পুলিশের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে দিল্লিতে মোট ১,৭৭৭ জন নিখোঁজের অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। এই সংখ্যা গত দু'বছরের মাসিক গড়ের তুলনায় কম। ২০২৪ সালে গোটা বছরে দিল্লিতে নিখোঁজ ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ২৪,৮৯৩ এবং ২০২৫ সালে তা ছিল ২৪,৫০৮। সেই নিরিখে চলতি বছরের জানুয়ারির পরিসংখ্যান কোনওভাবেই অস্বাভাবিক নয় বলে দাবি পুলিশের। সম্প্রতি জানুয়ারির প্রথম ১৫ দিনে প্রতিদিন গড়ে ৫৪ জন নিখোঁজ হওয়ার তথ্য সামনে আসার পরই আতঙ্ক ছড়াতে শুরু করে। তবে সেই প্রসঙ্গে দিল্লি পুলিশ জানায়, নিখোঁজ সংক্রান্ত রিপোর্টের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই স্বল্পমেয়াদি অনুপস্থিতির ঘটনাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন কোনও শিশু স্কুল থেকে দেরিতে ফেরা, বা ফোনে সাময়িক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া। এর অর্থ সব ক্ষেত্রেই দীর্ঘমেয়াদি নিখোঁজ হওয়া নয়।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, তদন্ত যত এগোয়, নিখোঁজ ব্যক্তিদের খোঁজ পাওয়ার হারও ধীরে ধীরে বাড়ে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সাল থেকে যে মাসিক গড় নিখোঁজের সংখ্যা দেখা গিয়েছে, ২০২৬ সালের জানুয়ারির পরিসংখ্যান তার থেকেও কম। বর্তমানে দিল্লিতে অনলাইন ও অ্যাপ-ভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়, যার ফলে অনেকেই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে দ্রুত রিপোর্ট করেন।

সংস্কৃতি

নতুন দিশা

বহু মানুষ টিকিট না পেয়ে দীনবন্ধু মঞ্চের দরজা থেকে ফিরে গেলেন। যাঁদের কাছে ভিআইপি টিকিট ছিল তাঁরাও দীর্ঘ লাইন পেরিয়ে প্রেক্ষাগৃহে ঢুকলেন। শিলিগুড়ি নাট্যমেলা এবারে আক্ষরিক অর্থেই ছিল অন্যরকম। সাক্ষী থাকলেন ছন্দা দে মাহাতো

শিলিগুড়ি নাট্যমেলায় 'মেফিস্টো'র একটি দৃশ্য।

বাংলার সেরা নাটকগুলি একসঙ্গে দর্শকদের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে নতুন পথ দেখাচ্ছে শিলিগুড়ি। এর আগে এই শহর দেখেছে দেবশঙ্কর হালদার অভিনীত সেরা নাটকগুলি নিয়ে একটা রেট্রোস্পেক্টিভ। আর এবার নাটকের দর্শকদের কাছে নতুন পাওনা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নাট্য ব্যক্তিত্ব সুমন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালিত সেরা নাটকগুচ্ছ নিয়ে নাট্যমেলা 'মঞ্চের সুমন'। সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চে সাতদিন ধরে এই নাট্যমেলায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। একই সঙ্গে ছিল শিলিগুড়ি নাট্যমেলা সমন্বয় প্রযোজিত নাটক ডঃ অমিতাভ কাঞ্জিলালের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নিয়ে 'দেবীপক্ষ'।

কলকাতার মুখোমুখি ও তৃতীয় সূত্রের প্রযোজনাগুলিতে নাটক, নাটকের গান, নাটকের প্রযোজনা, অভিনয়ের মানে পেশাদার শিল্পীরা যে তাঁদের সুনাম বজায় রাখবেন এটা প্রত্যাশিত। কিন্তু যেটা অপ্রত্যাশিত ছিল তা হল, বিভিন্ন দিনে বহু মানুষ টিকিট না পেয়ে দীনবন্ধু মঞ্চের দরজা থেকে ফিরে গিয়েছেন। আর যাঁদের কাছে ভিআইপি টিকিট ছিল তাঁরাও দীর্ঘ লাইন পেরিয়ে প্রেক্ষাগৃহে ঢুকেছেন। অতীতেও বহু বিখ্যাত নাটক নিয়ে উৎসব এবং মেলা হয়েছে এই মঞ্চে, কিন্তু এই দৃশ্য কোনওদিন কেউ দেখেননি। শিলিগুড়ি নাট্যমেলার যুগ্ম সম্পাদক পল্লব বসু জানিয়েছেন, এবার নাটক দেখতে রেকর্ড সংখ্যক মানুষ এসেছিলেন। বিভিন্ন দিনে প্রচুর দর্শক ফিরে যান টিকিট না পেয়ে। আক্ষরিক অর্থেই বাংলা নাটককে নতুন দিশা দেখাল শিলিগুড়ি নাট্যমেলা। সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে একটা অদ্ভুত ক্রেজ তৈরি হয়েছিল। এ নিয়ে সুমন মুখোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া ছিল, 'এই নাট্যোৎসব আমাকে আপ্লুত করেছে। এরকম অভিজ্ঞতা এত বছরের শিল্পী জীবনে হয়নি। মানুষের এমন ঢল আমাকে বিস্মিত করেছে, প্রতিদিনের প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ তো বটেই এবং যে সমাদর শিলিগুড়ির মানুষ আমাকে দিলেন তা আগামীর জন্যে আমাকে বড় ভরসা দিল।'

সুমন তো শুধু একা নন, এই নাট্যমেলা সার্থক করে তোলার পেছনে আছেন একঝাঁক দিকপাল অভিনেতা অভিনেত্রী। এক বা একাধিক নাটকে অভিনয়ে ছিলেন দেবশংকর হালদার, গৌতম হালদার, শংকর চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, শান্তিলাল মুখার্জি, অসীম রায়চৌধুরী, ঋদ্ধি সেন, বিমল চক্রবর্তী, বিদিপ্তা চক্রবর্তী, আনন্দরূপা চক্রবর্তী, পৌলমী চ্যাটার্জি, সেজুতি মুখার্জি, সুমন মুখোপাধ্যায় সহ আরও অনেকেই।

নাট্যমেলায় বিভিন্ন দিনে মঞ্চস্থ হয় সুমন মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশিত নাটক 'ভানু', 'টিনের তলোয়ার', 'শূন্য শুধু শূন্য নয়', 'জাগরণে যায় বিভাবরী', 'আজকের সাজাহান' ও 'মেফিস্টো'। এর সবগুলোই বিভিন্ন কারণে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এক একটি মাইলস্টোন। নাটকগুলিতে রয়েছে রাষ্ট্র ও শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্ন, প্রযুক্তি, সিনেমা ও নাটকের সীমানা নিয়ে প্রশ্ন, পুরুষ শাসিত সমাজের তৈরি আইনে নারীর সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন, বর্তমানের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভালোভাবে বেঁচে থাকার প্রশ্ন এবং সর্বোপরি ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন। সবই এখনকার সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে।

সূচনা সমাপ্তি সহ বিভিন্ন দিনে নাটক শুরুর আগে ও পরে মঞ্চে ছিলেন উৎসবের প্রাণপুরুষ উদ্বোধক সুমন মুখোপাধ্যায়, ডঃ সঞ্জীবন দত্ত রায়, মেয়র গৌতম দেব, প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য, ডাঃ শেখর চক্রবর্তী, জয়দীপ বড়াল, প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী, তপন চট্টোপাধ্যায়, পল্লব বসু ও পার্থ চৌধুরী। উদ্বোধনে অতিথিদের হাতে উন্মোচিত হয় নাট্যমেলার মুখপত্র 'নাট্যসাম্পান'।

নাট্যমেলার শেষদিনে শিলিগুড়ি নাট্যমেলা সম্মাননা ২০২৬ দেওয়া হয় প্রবীণ নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্যামাপ্রসাদ মজুমদারকে। আর রত্না ভট্টাচার্য স্মৃতি সম্মাননা পান নাট্য অভিনেত্রী শাশ্বতী রক্ষিত। বিভিন্ন দিনে মঞ্চে ঘোষণা ও পাঠে ছিলেন কুন্তল ঘোষ, সুদীপ চৌধুরী ও পারমিতা বিশ্বাস।

ছন্দবদ্ধ।। *খয়েরবাড়ি বালিহারা হাইস্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানের একটি মুহূর্ত। –সৌরভ রায়*

নতুন মহাভারত

জলপাইগুড়ি কলাকুশলী ক'দিন আগে রবীন্দ্র ভবনে মঞ্চস্থ করল তাদের এ বছরের নতুন নাটক 'অংশত মহাভারত, পরীক্ষিত আখ্যান'। ৫৫ মিনিটের এই নাটকে ৬ জন শিল্পী মঞ্চে মহাভারতের নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। এই প্রযোজনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল নাটকে কোনও ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের ব্যবহার নেই। অভিনেতারাই হামিং করে নাটকের আবহ তৈরি করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হলেও তার শোক মিটে যায়নি। পাণ্ডবদের বংশধরদের নিশ্চিহ্ন করতে অশ্বত্থামা যখন উত্তরার গর্ভস্থ ভ্রূণকে লক্ষ্য করে 'ব্রহ্মাস্ত্র' নিক্ষেপ করেন, তখন থেকেই শুরু হয় এক নতুন জীবনযুদ্ধ। এই যুদ্ধের কেন্দ্রে ছিলেন তিনজন— রক্ষক হিসেবে কৃষ্ণ, আর্ত হিসেবে উত্তরা এবং আগামীর সম্ভাবনা হিসেবে পরীক্ষিত। শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা নিয়ে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে এই বিষয়টিকে। তাতে উত্তরার সম্মতিকে বড় করে দেখানো হয়েছে এবং কৃষ্ণের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। নাটকে মঞ্চ এবং আলোর ব্যবহারে নতুন ভাবনার ছাপ ছিল। অভিনয়ে কৃষ্ণ, কুন্তী, যাজ্ঞসেনীর চরিত্রে অভিনেতা অভিনেত্রীরা নজর কেড়েছেন।

—নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ির মঞ্চে পরিবেশিত 'অংশত মহাভারত, পরীক্ষিত আখ্যান'।

বার্ষিক সম্মেলন

কিছুদিন আগে শিলিগুড়িতে আজকের অনুভবের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকজন কৃতীকে সারস্বত সম্মান ২০২৫ অর্পণ করা হয়। বাংলা ভাষার ধ্রুপদি সম্মান প্রাপ্তিতে বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য সজলকুমার গুহকে এবং ইংরেজি ভাষার প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য ইসলামপুরের শিক্ষক তথা সম্পাদক ও সংগঠক সবাশিস পালকে সম্মানিত করা হয়। সম্মানিত হন কবি, সাংবাদিক সুশান্ত নন্দী। কালিনী পত্রিকার তরফে নেপালের সমাজকর্মী, সাংবাদিক পূজা বাহারকে সম্মানিত করেন পত্রিকার সম্পাদক নিশিকান্ত সিনহা।

গান, কবিতা, অণুগল্প পাঠ দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব। প্রকাশিত হয় আজকের অনুভবের বাৎসরিক পত্রিকা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন রঞ্জন সাহা, দুলাল দত্ত, কৃষ্ণেন্দু দাস প্রমুখ। *– সম্পা পাল*

আলোচনা

রায়গঞ্জ কবিকথা উত্তর দিনাজপুরের ৫৫তম মাসিক বিষয়ভিত্তিক সাহিত্যবাসরে বন্দে মাতরমের ১৫০ বছরকে বিষয় করে কিছুদিন আগে এক মনোজ্ঞ আলোচনা হয়ে গেল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে 'বন্দে মাতরম' গানটি গেয়ে শোনান ধরিত্রী চৌধুরী। আয়োজক সংস্থার সম্পাদক যাদব চৌধুরীর কথা, ১৮৭৫ সালের ৭ নভেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই গানটি লিখেছিলেন। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কলকাতা টাউন হলে কয়েক হাজার মানুষ এই গান গেয়েছিলেন, যা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানে কবিতাপাঠ করেন খুশী সরকার, সুরঞ্জন চক্রবর্তী, তাপসী লাহা, আভা সরকার মণ্ডল, গৌতম চক্রবর্তী, অজন্তা রায় আচার্য্য, শৈবাল কর্মকার, সুমনা পাল মুখার্জি, সুস্মিতা দেব প্রমুখ। গল্প পাঠ করেন সমর আচার্য্য, সৌরেন চৌধুরী, অর্পিতা গোস্বামী চৌধুরী। সংগীত পরিবেশন করেন সুদেবকুমার রায়। আসরের মাঝে কবি তাপসী লাহার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মধুকে হলাহল'–এর মোড়ক উন্মোচিত হয়।

কবি স্মরণ

সম্প্রতি সিন্ধু সাহিত্য ও সংস্কৃতি মঞ্চের আহ্বানে কবি জীবনানন্দ দাশ ও শঙ্খ ঘোষের স্মরণ বন্দনায় দক্ষিণ দিনাজপুরের একাধিক কবি-সাহিত্যিক মিলিত হয়েছিলেন সংস্থার সম্পাদকের বাসভবনে। স্বরচিত কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, সংগীত পরিবেশিত হয়। দুই কবিকে নিয়ে আলোচনা করেন ডঃ সমিত সাহা এবং ডঃ রিপন সরকার। উপস্থিত ছিলেন কুরুখ ভাষা সাহিত্যিক সন্তোষ তিরকি, পাত্রস কেরকাটা ছাড়াও মৃণাল চক্রবর্তী, বিভাস দাস, রুম্পা মজুমদার, ইতি দাস, সঞ্চিতা গোস্বামী, বরুণ তালুকদার, শিখা মহন্ত সাহা চৌধুরী প্রমুখ। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা সাহিত্য ও সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ মাহাতোর ফেব্রুয়ারি ফোল্ডার সংখ্যা উন্মোচিত হয়।

– অসীম বর্মন

স্বর্ণালি সন্ধ্যা।। *হিন্দোল গ্রুপ অফ ডান্সারস–এর ৪৬তম বার্ষিক অনুষ্ঠানে মালদা কলেজ অডিটোরিয়াম সম্প্রতি এক মোহময়ী সন্ধ্যার সাক্ষী থাকল। সংস্থার শিশুশিল্পীদের উদ্বোধনী সংগীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন অধ্যাপক শক্তিপদ পাত্র, মালদা জেলা সাংস্কৃতিক কমিটির সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস, মালদা শিল্পী সংসদের সম্পাদক মলয় সাহা, ডাঃ সন্তোষকুমার দে, প্রবীণ তবলাশিল্পী প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এছাড়া অনুষ্ঠানে হিন্দোলের সহযোগী হিসাবে নৃত্য কল্পনা, কিন্নরী, নৃতাঞ্জলি শিক্ষাকেন্দ্রও যুক্ত ছিল। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নৃত্যগুরু সুজাতা ঘোষ। সঞ্চালনা করেন বাচিকশিল্পী সঞ্চিতা চক্রবর্তী। সহযোগিতায় ছিলেন প্রশিক্ষক সায়নী রায়, সুচন্দ্রা সরকার, প্রিয়াংকা সিনহা, সপ্তপর্ণী সাহা প্রমুখ।* –সৌকর্য সোম

অন্য প্রাপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হল জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের অন্যতম নবীন সাহিত্যিক রঙ্গন রায়ের গল্পের বই। প্রতি বছর তরুণ প্রতিভাবান লেখকদের মেলে ধরার জন্য আকাদেমি নবস্পন্দন গ্রন্থমালা নামে একটি বই সিরিজ প্রকাশ করে। তাতে রঙ্গন-এর লেখা গল্পকে নিয়ে একটি আলাদা বই হয়েছে। গোটা রাজ্য থেকে এবার যে দুই জেন জি-র লেখা গল্প নিয়ে বই প্রকাশিত হয়েছে তাতে উত্তরবঙ্গের একমাত্র প্রতিনিধি রঙ্গন-ই। মাত্র ২৭ বছরের প্রতিশ্রুতিময় এই গল্পকারের প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৫ সালে উত্তরবঙ্গ সংবাদের রোববার বিভাগে। সীমা নামে একটি অণুগল্প সেসময় কাগজে প্রকাশিত হয়। রঙ্গন সাহিত্যকে সঙ্গী করেই জীবন কাটাতে চান।

–শুভজিৎ দত্ত

লড়াইয়ের গল্প

সম্প্রতি জলপাইগুড়ি শহরে লেখক ও গবেষক প্রশান্তনাথ চৌধুরীর 'আস্থার ব্যাংক জীবনের ব্যাংক' বইটি আত্মপ্রকাশ করল। বইটি নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক দিগন্ত চক্রবর্তী এবং লেখক সুকল্যাণ ভট্টাচার্য। আলোচনার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে একটি সরকারি ব্যাংকের জন্মলগ্ন থেকে নানা প্রতিকূলতাকে সঙ্গী করে পথ চলার গল্প। উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ কর্মকার, গোবিন্দ রায়, ডাঃ সুদীপন মিত্র, ডঃ রণজিৎ মিত্র, রূপন সরকার, মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস, অনিন্দিতা গুপ্ত রায়, দিলীপ বর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন লেখক গৌতম গুহ রায়। *–অনসূয়া চৌধুরী*

পাঁচ নাটকে জীবনের বার্তা

কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রকের সহায়তায় এবং কুলিক সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় রায়গঞ্জের 'ছন্দম' মঞ্চে কিছুদিন আগে সম্পন্ন হল দু'দিনের জমজমাট নাট্যোৎসব। উত্তর দিনাজপুর জেলার পাঁচটি খ্যাতনামা দল এই উৎসবে অংশ নেয়। প্রথম দিন উৎসবের সূচনা করে কালিয়াগঞ্জের যাত্রিক নাট্যসংস্থা। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাসের জীবনীনির্ভর নাটক 'বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে'-তে গৌরাঙ্গ পালের অভিনয় এবং চমৎকার আলোকসজ্জা দর্শকদের মুগ্ধ করে। ওই দিনই উন্মুক্ত নাট্যদল মঞ্চস্থ করে 'মায়া লাগে নিজের জন্য'। প্রধান অভিনেত্রী পিয়ালী বসাকের অভিনয় প্রশংসিত হলেও চিত্রনাট্যের অস্পষ্টতা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

পরদিন বিবেকানন্দ নাট্যচক্র মঞ্চস্থ করে নাটক 'লাঠি', যেখানে শুভেন্দু চক্রবর্তীর অভিনয় ছিল নজরকাড়া। রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের শিশু-কিশোর ও প্রবীণদের সম্মিলিত উপস্থাপনা 'হনুমতী পালা' গান ও অভিনয়ের শৈলীতে দর্শকদের মাতিয়ে রাখে। উৎসবের শেষ নাটক ছিল জাগরি নাট্যদলের মনস্তাত্ত্বিক প্রযোজনা 'বন্দী যে জন', যেখানে কন্যা হারানো এক পিতার মর্মস্পর্শী আর্তি দর্শকদের আবেগপ্রবণ করে তোলে। দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় প্রমাণ করেছে, নাটকের প্রতি সাধারণ মানুষের টান আজও অটুট। নাটক চলাকালীন দর্শকদের সুশৃঙ্খল আচরণ ও নীরবতা প্রশংসা কুড়িয়েছে কলাকুশলীদের। সবশেষে আয়োজক সংস্থার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

–রাহুল দেব

ভিন্ন স্বাদের নাট্য উৎসব

কিছুদিন আগে কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল ইন্দ্রায়ুধ নাট্য উৎসব। শুরুতে অলোক রায়ের প্রাথমিক বক্তব্য, সমবেত উদ্বোধনী 'ইন্দ্রায়ুধ সঙ্গীত' এবং মঞ্চশিল্পী আয়েষা সুলতানাকে সংবর্ধিত করবার মাধ্যমে উৎসবের প্রেক্ষাপট প্রস্তুত হয়। আয়োজক দল উপস্থাপন করে তমোজিৎ রায় রচিত এবং অমিত ঘোষ নির্দেশিত নাটক 'স্বপ্ন দেখবো বলে'। অভিনয়ে ছিলেন প্রবীর, প্রজ্ঞাময়, দেবাশীষ, শিউলি, দিকজয়, অলোক, সপ্রতিম, শুভব্রত, অপূর্ব, গণেশ, দেবস্মিতা, নির্ণায়ক। দিকজয় এবং সপ্রতিমের আবহ নির্মাণ হিমানীর প্রক্ষেপণে আলাদা মাত্রা পায়। অলোক, প্রবীর, অর্ণব এবং গণেশের যৌথ মঞ্চস্থাপন নাটকের উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। এছাড়া উৎসবে ছিল আরও বেশ কিছু ঝকঝকে নাট্যমঞ্চায়ন।

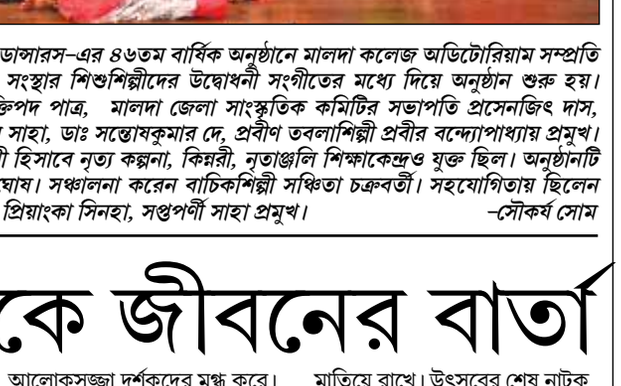

ইন্দ্রায়ুধ নাট্য উৎসবে পরিবেশিত 'গদাপর্ব' নাটকের একটি মুহূর্ত।

সমকণ্ঠ, আলিপুরদুয়ার প্রযোজিত, মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত ও সিন্টু দত্ত নির্দেশিত 'কাঁথা', দেবাশিসের সামগ্রিক সঞ্চালনায় চাকদহ নাট্যজন প্রযোজিত 'একটা ইস্কুল', সুনীল বর্মনের রচনায় অর্ণবেন্দ্রনাথ মৈত্রের প্রয়োগে অনামী থিয়েটার সেন্টার প্রযোজিত রাজবংশী ভাষার নাটক 'গদাপর্ব', নহলী, কলকাতা প্রযোজিত, অপু আইচ রচিত এবং শৈবাল দাস নির্দেশিত 'চোর পুলিশের গপ্পো' - প্রত্যেকটি নাটক আলাদা আলাদাভাবে প্রশংসার দাবি রাখে। ভিন্নধর্মী আলোচনা চক্র 'সাহিত্যের থিয়েটার, থিয়েটারের সাহিত্য'-তে অংশ নেন শুভময় সরকার, গৌতম গুহ রায়, স্নেহাশিস চৌধুরী। সবার আলোচনা এক সূত্রে গাঁথতে সাহায্য করেছেন নীলাদ্রি দেব। নীলাদ্রির সম্পাদনায় উৎসবে এছাড়াও প্রকাশিত হয় ইন্দ্রায়ুধ পত্রিকা। বাৎসরিক এ পত্রিকা প্রতিবছর পাঠক এবং নাট্যপ্রিয় মানুষের জন্য বৈচিত্র্যের সম্ভার নিয়ে হাজির হয়। এবারের পত্রিকাটি সম্পাদক সাজিয়েছেন বহুভাষী নাটকের সমাহারে।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

বই প্রকাশ

সম্প্রতি গবেষণাধর্মী বই 'আনভিলিং শেরশাবাদিয়া আইডেন্টিটি : হিস্ট্রি, কালচার অ্যান্ড লিটারেচার' প্রকাশিত হল। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে বিভাগের প্রতিষ্ঠা দিবসে এই উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বইটির লেখক অধ্যাপক সবুজ সরকার ও অধ্যাপক মসিউর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে বইটি প্রকাশ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ডঃ বিশ্বজিৎ দাস। উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় শিক্ষক অধ্যাপক সমীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিবেক অধিকারী প্রমুখ। *–সৌকর্য সোম*

সম্মানিত দুই

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন রিসার্চ সোসাইটির আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল 'জীবনব্যাপী সম্মাননা ২০২৫' ও 'দীনেশচন্দ্র সেন আলোচনা সভা'। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা মিনতি দত্ত মিশ্র ও গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক আবদুর রহিম গাজীকে সম্মাননা জানানো হয়। *–সৌকর্য সোম*

বইটই

চনমনে চা

হলই বা এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে ব্রাত্য, কিন্তু উত্তরবঙ্গের চা'কে কোনওভাবেই দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। এখানকার চা কীভাবে উত্তরবঙ্গের মনেপ্রাণে জড়িয়ে তা উত্তর প্রসঙ্গ পত্রিকার উৎসব সংখ্যায় আরও একবার স্পষ্ট। এবারের সংখ্যার শিরোনাম উত্তরের চা সার্ধশতবর্ষ পেরিয়ে। নানা আঙ্গিকে চাকে নিয়ে কলম ধরেছেন অর্ণব সেন, সৌমেন নাগ, রামঅবতার শর্মা, দেবপ্রসাদ রায়ের মতো বিশিষ্টরা। একটা সময় এই অঞ্চলের অর্থনীতির মূল স্তম্ভ চা হাজার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কীভাবে টিকে রয়েছে তা পত্রিকার এই সংখ্যার মোট ২৮টি লেখায় ধরা দিয়েছে।

নিজের সঙ্গে

আলিপুরদুয়ার নিবাসী জয়শ্রী সরকার প্রকৃতি ও জীবনকে নানা আঙ্গিকে দেখেছেন। নিজের সেই অনুভূতিকে ৩৩২টি কবিতায় তুলে ধরেছেন। সেই সমস্ত কবিতাকে নিয়েই জয়শ্রীর কবিতা সংকলন সৃজন একাকী কবি ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর। একটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে ইংরেজির শিক্ষিকা। নানা সময়ে বিভিন্ন গল্প, কবিতা লিখেছেন। কোলাহল থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে সৃষ্টিশীল কাজ করতে ভালোবাসেন। এটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। সংকলনের প্রতিটি কবিতাতেই তাঁর সেই ভলোবাসার নিদর্শন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। তারই একটি নিদর্শন 'জাগল শিহরণ হৃদয়ে অকারণ/ভাবনারা খুলে দিল জটা।' বা 'একলা/ভালো থাকা যায়, যদি/ভালো থাকার উপকরণ থাকে পাশে।'

অনুভূতির স্পর্শ

'ভাবি, উল্কা হয়ে ঝরে পড়ে/ যদি আমাদের প্রিয়জন।' কোচবিহারের প্রাণেশ পালের লেখা 'ছায়াপথ' কবিতাটি এভাবেই শেষ হচ্ছে। আরও ২৭টি কবিতাকে সঙ্গী করে যে কবিতা ঠাঁই পেয়েছে বোবা কান্নার বেদনা সংকলনে। প্রাণেশ নয়ের দশকে বিক্ষিপ্তভাবে লেখালেখি শুরু করেন। তারপর ব্যক্তিগত কিছু কারণে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে এই জগতের সঙ্গে দূরত্ব। কিন্তু সাহিত্যের প্রতি টান এড়াতে পারেননি। তাই আবার এই দুনিয়ায় ফিরে এসেছেন। আবারও লেখালেখি শুরু করেছেন। সংকলনের প্রতিটি কবিতাই হৃদয়কে আক্ষরিক অর্থেই নাড়া দেয়। কবিতা–সংকলনটি মাকে উৎসর্গ করা।

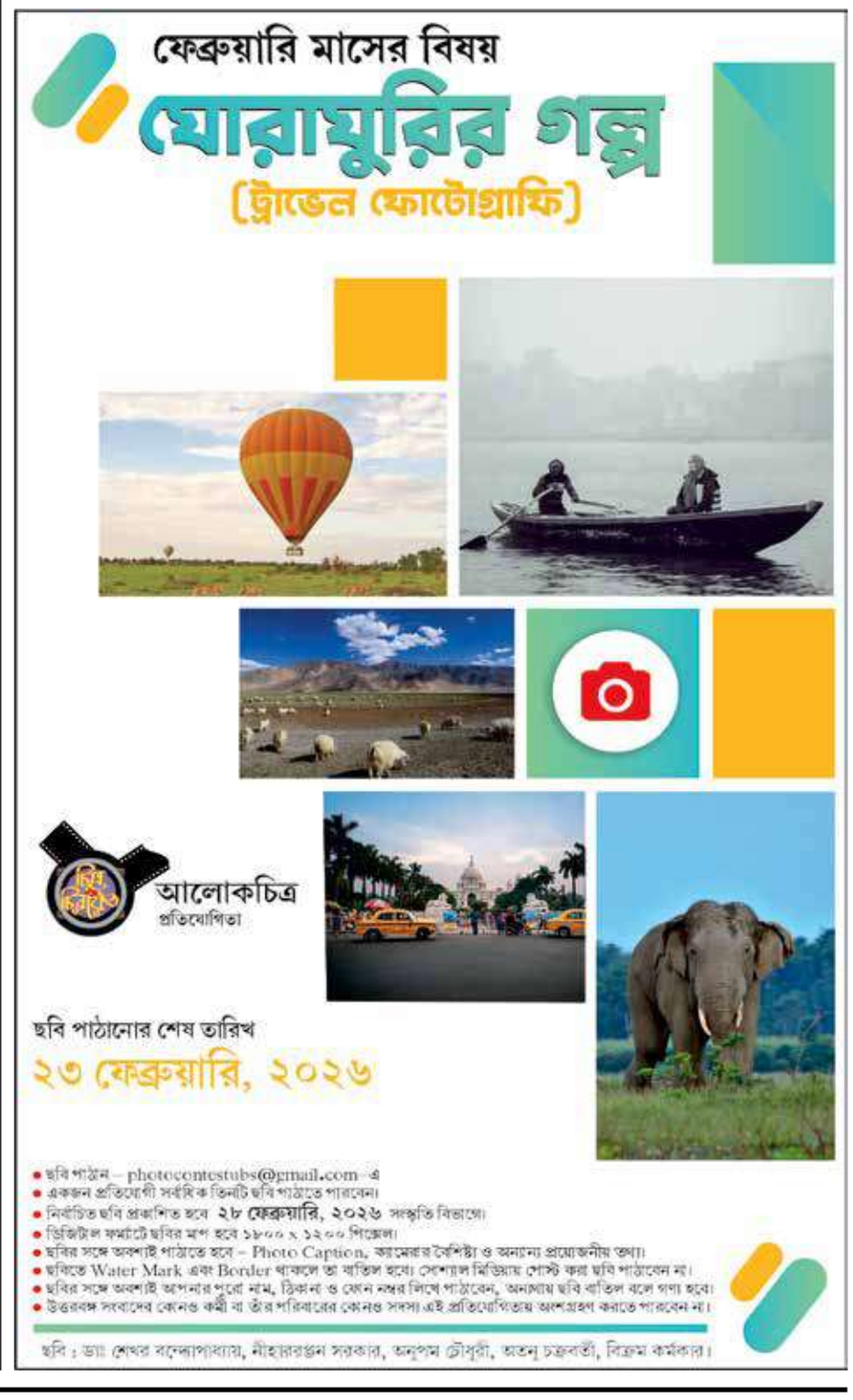

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

ছিটকে গেলেন হর্ষিত ● বদলি সিরাজ

ইতিহাস বদলের ডাক দিয়ে আজ শুরু সূর্যদের

মুম্বই, ৬ ফেব্রুয়ারি : হিস্ট্রি রিপিট করেঙ্গে। হিস্ট্রি ডিফিট করেঙ্গে!

ইতিহাস বদলের ডাক। নতুনত্বের আবাহন। এমন কিছু করে দেখানো, যা অতীতে কেউ কখনও করতে পারেনি।

২০২৪ সালে রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল। সেই বিশ্বকাপ ট্রফি এখনও টিম ইন্ডিয়ার সাজঘরে। শনিবার থেকে শুরু হতে চলা কুড়ির বিশ্বকাপের সেই ট্রফি ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ এবার সূর্যকুমার যাদবের ভারতের সামনে। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে টি২০ বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে টিম ইন্ডিয়া।

সেই অভিযান শুরুর আগে দুইটি দিক প্রবলভাবে সামনে আসছে। এক, অতীতে কখনও কোনও দল দেশের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ জেতেনি। সূর্যকুমারের ভারত কি এবার ইতিহাস বদলে দিতে পারবে? দুই, কুড়ির ক্রিকেট ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কোনও দল টানা দুইবার ট্রফি জেতেনি। স্কাইয়ের ভারত কি পারবে এই ইতিহাসকে হারিয়ে দিতে? প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক হিসেবে হিটম্যান ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির সঙ্গে ইতিহাসকে হারিয়ে দেওয়ার ডাকও দিয়েছেন ইতিমধ্যেই।

এমন আবহে ঘরের মাঠে তাজরক্ষার শপথ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নামছে টিম ইন্ডিয়া। প্রথম ম্যাচে নামার আগে টিম ইন্ডিয়ার জন্য এসেছে ধাক্কাও। সৌজন্যে জোরে বোলার হর্ষিত রানা। দিনদুয়েক আগে নভি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাতিল ক্রিকেট মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের শেষ অনুশীলন ম্যাচে বোলিংয়ের সময় হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন হর্ষিত। আজ দুপুরে ওয়াংখেড়েতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ভারত অধিনায়ক সূর্য জানিয়েছেন, হর্ষিতকে দেখে খুব একটা ভালো লাগছে না তাঁর। শেষপর্যন্ত হাঁটুর চোটে বিশ্বকাপ থেকেই ছিটকে গিয়েছেন হর্ষিত। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে মহম্মদ সিরাজকে দলে ডাকা হয়েছে। শেষপর্যন্ত রাতের দিকে টি২০ বিশ্বকাপের টেকনিকাল কমিটি হর্ষিতের পরিবর্ত হিসেবে সিরাজের নামে সম্মতি দিয়েছে।

পরিবর্ত হিসেবে আচমকা সিরাজ সুযোগ পেলেও তাঁর প্রথম একাদশে খেলার কোনও সম্ভাবনাই নেই। মার্কিনিদের বিরুদ্ধে ভারতের বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর প্রথম একাদশ প্রায় চূড়ান্ত। সঞ্জু স্যামসনের বদলে ঈশান কিষান ইনিংস ওপেন করবেন অভিষেক শর্মার সঙ্গে। তিন নম্বরে তিলক ভার্মা। চারে অধিনায়ক স্কাই। পাঁচে হার্দিক পান্ডিয়া। ছয়ে অক্ষর প্যাটেল। সাতে শিবম দুবে। সঙ্গে বোলার হিসেবে অর্শদীপ সিং, জসপ্রীত বুমরাহ ও বরুণ চক্রবর্তীরা তো থাকছেনই। সঙ্গে থাকছে ওয়াংখেড়ের ভরা গ্যালারির সমর্থন। ২ এপ্রিল ২০১১ সালের সেই মায়াবী রাতকে নতুনভাবে জাগিয়ে তোলার আহ্বানও।

প্রথম ম্যাচের প্রতিপক্ষ আমেরিকা। আদৌ কি তাই? মার্কিন দলে তো ভারত ও পাক বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারের ছড়াছড়ি। ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপের আসরেও তাই ছিল। কিন্তু সেই সময় দুই প্রতিবেশীর ক্রিকেটীয় সম্পর্ক এতটা তিক্ত হয়নি। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে সমাজমাধ্যমে আলোচনা চলছে, সূর্যকুমাররা কি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আগামীকাল ওয়াংখেড়েতে নামবেন?

মোনাঙ্ক প্যাটেল, হরমিত সিং, মহম্মদ মহসিন- নামের মধ্যেই তো উপমহাদেশের ছোঁয়া। এমন ভারত-পাক মিশ্রিত দলের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতার 'ফেভারিট' হিসেবে নামতে চলা টিম ইন্ডিয়া কত দ্রুত ম্যাচ জিতবে, চলছে আলোচনাও। তার মাঝেই অবশ্য দলের অন্দরে মহেন্দ্র সিং ধোনির পরামর্শ মেনে শিশির নিয়ে বাড়তি সতর্কতা রয়েছে। শিশির সমস্যা অবশ্য শুধু মুম্বই নয়, ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে গোটা দেশেরই সমস্যা।

চোটআঘাতের তালিকার পাশে শিশির সমস্যা মিটিয়ে টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপ বোধনের শুরুটা কেমন হয়, আরব সাগরের পাড়ে এখন তারই অপেক্ষা। ২০১১ সালে একদিনের বিশ্বকাপ জয়ের মায়াবী রাতটা ফিরিয়ে এনে ইতিহাসকে হারিয়ে দেওয়ার চ্যালেঞ্জও রয়েছে সূর্যদের জন্য।

নিশানায় নিখুঁত হওয়ার প্রস্তুতিতে হার্দিক পান্ডিয়া। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে শুক্রবার।

টি২০ বিশ্বকাপে খেতাব রক্ষার অভিযান শুরুর আগে ফুরফুরে মেজাজে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। মুম্বইয়ে শুক্রবার।

মার্কিন ম্যাচের আগে অন্য চাপে স্কাই!

মুম্বই, ফেব্রুয়ারি : হাতে আর কয়েক ঘণ্টা। ঐতিহাসিক ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে শনিবার মিশন বিশ্বকাপের সূচনা। তৃতীয় টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামছে সূর্যকুমার যাদবের ভারত। কুড়ির ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার দুরন্ত ফর্ম উসকে দিচ্ছে বিশ্বজয়ের স্বপ্নকে। ঊর্ধ্বমুখী পারদের সঙ্গে বাড়ছে প্রত্যাশার চাপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগের দিন যা স্বীকারও করে নিলেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।

প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে সূর্য বলেছেন, 'ঘরের মাঠে খেললে বাড়তি চাপ প্রত্যাশিত।

চিন্তিত নন রানার ধাক্কাতেও

আমি যা অস্বীকার করছি না। সত্যি কথা বলতে, কিছুটা হলেও চাপ অনুভব করছি। তবে এর একটা ইতিবাচক দিকও রয়েছে। দর্শকদের সমর্থন পাব। গোটা মাঠ দলের হয়ে গলা ফাটাবে।'

ওয়াংখেড়ে সেদিক থেকে সূর্যর হোমগ্রাউন্ড। মুম্বই রনজি ট্রফির দল থেকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স—এখানকার প্রতিটি ঘাস, পিচের চরিত্র হাতের তালুর মতো চেনা। সুবিধা কাজে লাগাতে চান। সূর্য বলেছেন, 'প্রচুর মানুষ মাঠ ভরাবে। ৩০-৩৫ হাজার সমর্থক থাকবে। দলের সবাইকে বলেছি, চলো সমর্থকদের দারুণ একটা ম্যাচ উপহার দিই, ক্রিকেট বিনোদনে ভরিয়ে দিই।'

২০২৪ বিশ্বকাপ জয়ের পথে গ্রুপ লিগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হারাতে কাঠখড় পোহাতে হয়েছিল ভারতকে। আগামীকাল মার্কিন ম্যাচ দিয়ে শুরু, যে দলে একঝাঁক ভারতীয় বংশোদ্ভূত তৈরি সূর্য ব্রিগেডের পরীক্ষা নিতে। সূর্যর মুখেও সমীহের সুর। বলেও দিলেন, প্রতিপক্ষকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনও জায়গা নেই।

সূর্য বলেছেন, 'কোনও দলকে দুর্বল ভাবার কোনও কারণ নেই। এভাবে দেখতেও চাই না। বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী ২০টি দলই ভালো ক্রিকেট খেলার ক্ষমতা রাখে। আর এই ফরম্যাটে দুই-একজন ব্যাটারও ব্যবধান গড়ে দিতে পারে। একইভাবে দুই-একজন বোলার তাদের দিনে ম্যাচ বের করে নিতে পারে। তাই প্রতিপক্ষ কে না ভেবে বাকি দলগুলির বিরুদ্ধে যেভাবে খেলি, সেই মানসিকতা নিয়েই নামব আগামীকাল।'

শুরুর আগেই এদিন বড় ধাক্কা ভারতীয় দলের জন্য। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গত প্রস্তুতি ম্যাচে হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন হর্ষিত রানা। যে চোট বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দিয়েছে ভারতীয় পেসারকে। পরিবর্ত হিসেবে দলে ঢুকেছেন মহম্মদ সিরাজ। হর্ষিতের জন্য খারাপ লাগলেও বাকিদের নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ভারত অধিনায়ক।

সূর্য বলেছেন, 'চিন্তার কিছু দেখছি না। আগামীকাল মাঠে নামার জন্য ১১ জন তৈরি রয়েছে। অনেক ভাবনাচিন্তার পর এই পনেরোজনের দল তৈরি করা হয়েছে। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে গিয়েছে এই দল। হঠাৎ করে দলের কেউ ছিটকে গেলে ধাক্কা লাগবে। সেক্ষেত্রে নতুন কম্বিনেশন নিয়ে নামব আমরা। আমাদের হাতেও যথেষ্ট অস্ত্রও রয়েছে। ওকে মিস করলেও পরিস্থিতি, প্রয়োজনমতো কম্বিনেশন বদলাতে সমস্যা হবে না।'

বিশ্বকাপে আফগান উদ্বাস্তু জৈনুল্লাহ

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : আফগান রিফিউজি থেকে সরাসরি বিশ্বকাপ!

অশান্ত জন্মভূমি ছেড়ে অবৈধভাবে পাড়ি জমিয়েছিলেন অজানা দেশে। কিন্তু ক্রিকেট আজ তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের সেরা মঞ্চে। শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশের বাতিলে স্কটল্যান্ডের খেলার সুযোগ। জৈনুল্লাহ ঈশানের গল্পটাও ততোধিক চমকপ্রদ।

সিনিয়ার দলে এর আগে খেলার সুযোগ পাননি। প্রথমবার ডাক, তাও একেবারে বিশ্বযুদ্ধে। ইডেন গার্ডেন্সে বসে সেই গল্পই শোনাচ্ছিলেন স্কটল্যান্ড দলের আফগান উদ্বাস্তু ক্রিকেটার জৈনুল্লাহ। যদিও উদ্বাস্তু হিসেবে স্কটল্যান্ডে পা

ইডেন মাতাতে তৈরি স্কটল্যান্ডের জার্সিতে

জৈনুল্লাহ ঈশান

রাখা নিয়ে প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন। বিতর্ক চান না পরিষ্কার। অল্পের জন্য অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে জায়গা হয়নি। বয়স বাদ সেধেছিল। তখন কে জানত, যুব নয়, একেবারে সিনিয়ার দলের ডাক আসবে! সবকিছু যেন স্বপ্নের মতো জৈনুল্লাহর কাছে। সবে উনিশ পেরোনো ছিপছিপে চেহারার ডানহাতি পেসারের কথায়, ভাগ্য আজ এই জায়গায় তাঁকে পৌঁছে দেবে, আশা করেননি। উপরওয়ালাকে ধন্যবাদ। একইসঙ্গে ভাগ্যের সঙ্গে পরিশ্রমের কথাও মনে করিয়ে দিলেন।

আসলে জৈনুল্লাহর লড়াই শুধু বাইশ গজে নয়। ২০২২-এ উদ্বাস্তু হয়ে স্কটল্যান্ডে পা রাখেন। প্রথমে ক্লাব ক্রিকেট। সেটাও বেশ গল্পের মতো। ক্লাবের একটি টি২০ ম্যাচে হঠাৎ করে ডাক অন্য একজনের জায়গায়। আর প্রথম দর্শনেই জিতে নেন 'জিএমকে' ক্লাবের কর্মকর্তাদের মন। সরাসরি ক্লাবের মেম্বারশিপ, তাও ফ্রিতে এবং দলে 'অটোমেটিক চয়েস'। জৈনুল্লাহ বলেছেন, 'আফগানিস্তানে টেপ ক্রিকেট খেলতাম। স্কটল্যান্ডে আসার পর পার্কে গিয়ে দাদার বন্ধুদের সঙ্গেও খেলতাম। ওরাই আমার খেলা দেখে ক্লাবে যোগ দেওয়ার পরামর্শ দেয়।'

শুরুতে ভাষা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইংরেজি জানতেন না। ভাষা বলতে কিছুটা হিন্দি এবং মাতৃভাষা পুসতু। কিন্তু দলের সতীর্থরা সেই 'প্রতিবন্ধকতা' বুঝতেই দেননি। জৈনুল্লাহর কথা, প্রত্যেকেই তাঁর দাদার মতো। সবাই তার পরিবারের অঙ্গ। ক্রিকেটই সবকিছু।

> আফগানিস্তানে টেপ ক্রিকেট খেলতাম। স্কটল্যান্ডে আসার পর পার্কে গিয়ে দাদার বন্ধুদের সঙ্গেও খেলতাম। ওরাই আমার খেলা দেখে ক্লাবে যোগ দেওয়ার পরামর্শ দেয়।
>
> -জৈনুল্লাহ ঈশান

ইংরেজি শেখার তাগিদে ভাষা সমস্যা দূর করতে কলেজে যাওয়া শুরু করেছেন। ইডেনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তারই ঝলক। তবে জৈনুল্লাহর মূল পরীক্ষা শনিবার নন্দনকাননের বাইশ গজে। প্রতিপক্ষ বিশ্ব ক্রিকেটের প্রতিষ্ঠিত শক্তি ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

জৈনুল্লাহ বলেছেন, 'ভাবিনি সিনিয়ার দল, বিশ্বকাপে ডাক পাব। নিজেও অবাক হয়েছিলাম। তবে সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চাই। সেরাটা দিতে চাই। টিম হিসেবে রাতারাতি সুযোগ। ফলে চাপমুক্ত হয়ে নামব।'

কল্যাণকে একা দোষ দেব না : বাইচুং

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : এই প্রথমবার ভারতীয় ফুটবলের দুরবস্থার জন্য অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে পুরো দায়ী করলেন না বাইচুং ভুটিয়া। বরং সামগ্রিক পরিস্থিতিটাকে দায়ী করলেন তিনি।

শুক্রবার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে ইলিয়াস পাশার স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাইচুং। এদিন উদ্বোধন হওয়া ক্লাবের কৃত্রিম ঘাসের মাঠে প্রদর্শনী ম্যাচ খেললেন তিনি। ম্যাচের পর বাইচুং বলেছেন, 'ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান অবস্থার জন্য শুধু কল্যাণ চৌবেকে দোষ দেব না। পুরো পরিস্থিতিটাই খুব কঠিন ছিল। ফেডারেশনে অভিজ্ঞ প্রশাসনিক ব্যক্তির দরকার। আমি এই কথা তিন বছর আগে থাকতেই বলে আসছি।

ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান অবস্থা

এখন সবাই বুঝতে পারছে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'তবে আশার কথা, সামনেই ফেডারেশনের নির্বাচন রয়েছে। নতুন ক্রীড়া বিল চালু হয়েছে। আশা করছি, যোগ্য লোকই ফেডারেশনের দায়িত্ব পাবে।'

১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে আইএসএল শুরু হচ্ছে। প্রতিযোগিতা নিয়ে বেশ আশাবাদী বাইচুং। তিনি বলেছেন, 'অবশেষে ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে আইএসএল শুরু হচ্ছে। একটা সময় খেলা হবে কি না সেটা নিয়ে সন্দেহ ছিল। সেই জায়গা থেকে আইএসএল শুরু হওয়াটা ভারতীয় ফুটবলের জন্য ভালো বিজ্ঞাপন।' আসন্ন আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে বেশ আশাবাদী 'পাহাড়ি বিছে'। তাঁর কথায়, 'শেষ কয়েক বছর ইস্টবেঙ্গল আইএসএলে ভালো পারফরমেন্স করতে পারেনি। তবে এবার দলটার মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা রয়েছে। আশা করছি, এই বছর লাল-হলুদ শিবিরই খেতাব জিতবে।'

এদিন সন্ধ্যায় প্রয়াত ইলিয়াসের স্ত্রীর হাতে ১১ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য ইস্টবেঙ্গল থেকে তুলে দেওয়া হল। পাশাপাশি ক্লাবে নবনির্মিত কৃত্রিম ঘাসের মাঠের উদ্বোধন হয়। সেখানে প্রদর্শনী ম্যাচ খেললেন হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটো, বাইচুং, মেহতাব হোসেন সহ একঝাঁক প্রাক্তন তারকা।

স্কটল্যান্ড তৈরি অঘটন ঘটাতে

২০১৬-র ইডেন স্মৃতি ফেরাতে চাই : স্যামি

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত ৭টা ৪০ মতো।

গান গাইতে গাইতে ইডেন গার্ডেন্সের মিডিয়া সেন্টারে প্রবেশ ড্যারেন স্যামির! ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বর্তমান হেডকোচ। ২০১৬-র টি২০ বিশ্বকাপজয়ী দলের

ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক শাই হোপের সঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কিছুদিন আগেই হোপ তাঁর কোচিংয়ে এসএ টি২০ লিগে খেলেছেন। -ডি মণ্ডল

অধিনায়কও। দশ বছর আগে ইডেনেই ইতিহাস তৈরি করেছিলেন স্যামিরা। ইতিহাস তৈরির যে মঞ্চে অভিযান শুরুর খুশি নিয়েই স্যামির আত্মবিশ্বাসী ঘোষণা, পুরোনো স্মৃতিটা ফেরাতে চান।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেডকোচের দাবি, বাকি বিশ্ব হয়তো তাঁদের খরচের খাতায় ফেলে দিচ্ছে। কিন্তু বাকিরা পাত্তা দিক বা না দিক, নিজের দলের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। বিশ্বকাপ জয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবছেন না। দশ বছর আগে ইডেনে বসে বলেছিলেন, চ্যাম্পিয়ন হতে চাই। সেদিন কেউ বিশ্বাস না করলেও শেষপর্যন্ত দাবিটা সত্যি করেছিলেন। এবার তারই পুনরাবৃত্তিতে চোখ।

শনিবার থেকেই কাজ শুরু করতে চান স্যামি। প্রতিপক্ষ তুলনায় কিছুটা কমজোরি স্কটল্যান্ড। বাংলাদেশের পরিবর্ত হিসেবে শেষমুহূর্তে বিশ্বকাপে খেলতে আসা। সেভাবে প্রস্তুতির সুযোগও পায়নি। তবে পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারে মরিয়া স্কটিশরা। সহকারী কোচ গর্ডন ড্রামন্ড বলেও দিলেন, কোনও চাপ নয়। তাঁদের হারানোরও কিছু নেই। চাপমুক্ত হয়ে দল মাঠে নামবে। বিশ্বাস, টুর্নামেন্টে কয়েকটা অঘটন ঘটাতে সক্ষম হবে তাঁর দল।

আর স্কটল্যান্ডের যে ক্ষমতা সম্পর্কে ভালোমতো ওয়াকিবহাল ক্যারিবিয়ান ব্রিগেড। ২০২২ টি২০ বিশ্বকাপে গ্রুপ লিগে স্কটল্যান্ড হারিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। সেই দলের একঝাঁক তারকা আগামীকাল নামবেন পুরোনো স্মৃতির পুনরাবৃত্তি ঘটাতে। পরবর্তী সময়ে ওডিআই ফর্ম্যাটেও স্কটিশ কাঁটায় বিদ্ধ হয়েছে ভিভিয়ান রিচার্ডস, ব্রায়ান লারাদের দেশ।

স্কটিশ দল মূলত পেস নির্ভর। বাউন্সি পিচে খেলে অভ্যস্ত। ইডেনের বাইশ গজের বাড়তি বাউন্স তাদের জন্য উপযোগী হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্বকাপের উদ্বোধনী দিনে গঙ্গাপাড়ের ইডেনে যার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের চেষ্টা থাকবে। দুপুরের অনুশীলনে সেই তাগিদ দেখা গেল স্কটিশ প্লেয়ারদের মধ্যে। প্রায় বিনা নোটিশে বিশ্বকাপের টিকিট পেলেও বিনা লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমি ছাড়ার মুডে নেই।

দুপুরের সাংবাদিক সম্মেলনে স্কটল্যান্ডের বাঁহাতি স্পিনার মার্ক স্কট বলেও দিলেন, বাংলাদেশের জন্য খারাপ লাগছে। কিন্তু আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে পরের স্থানে ছিল তাঁর দল। যোগ্য হিসেবেই তাই বাংলাদেশের পরিবর্ত হিসেবে ডাক পাওয়া। নিজেদের সেই যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে চান আগামীকাল শুরু বিশ্বকাপে। স্কটল্যান্ড ফের অঘটন ঘটাবে নাকি দুইবারের টি২০ বিশ্বকাপজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ পয়া ইডেনের দখল নেবে, সেটাই দেখার।

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

ICC MEN'S T20 WORLD CUP INDIA & SRI LANKA 2026

পাকিস্তান বনাম নেদারল্যান্ডস
সকাল ১১টা, কলম্বো

ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম স্কটল্যান্ড
বিকাল ৩টা, কলকাতা

ভারত বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
সন্ধ্যা ৭টা, মুম্বই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

মহারণের টিকিট বিক্রি বন্ধ করল আইসিসি

দুবাই, ৬ ফেব্রুয়ারি : সময় কাটছে। বিতর্ক বাড়ছে। সঙ্গে চলছে জল্পনাও। ১৫ ফেব্রুয়ারি শেষ পর্যন্ত ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে জট কাটার আপাতত কোনও ইঙ্গিত নেই। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা অবশ্য মরিয়া হয়ে পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত বদলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যেই আজ আইসিসি ভারত-পাক মহারণের শেষ দফার টিকিট বিক্রি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও তার আগেই ১৫ ফেব্রুয়ারির ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচের প্রচুর টিকিট অনলাইনে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ না হলে বিক্রি হওয়া সেই টিকিটের মূল্য ফেরত দেওয়া হবে কি না, স্পষ্ট হয়নি এখনও। তার মাঝেই আজ শেষ দফার টিকিট বিক্রি বন্ধ করে আইসিসি বুঝিয়ে দিল, পরিস্থিতি জটিল। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ না হলে আইসিসি-র যেমন বিস্তর আর্থিক ক্ষতি হবে, ঠিক তেমনই বিভিন্ন দেশের ক্রিকেটপ্রেমী, সাংবাদিকদেরও বিস্তর ক্ষতির মুখে পড়তে হবে।

চোট, বিশ্বকাপে নেই হ্যাজেলউড

কলম্বো, ৬ ফেব্রুয়ারি : ধাক্কা। কারও মতে, গুরুতর ধাক্কা।

টি২০ বিশ্বকাপ শুরু আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে জোরদার ধাক্কা খেল অস্ট্রেলিয়া। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে কুড়ির বিশ্বকাপ থেকেই ছিটকে গেলেন জোরে বোলার জোশ হ্যাজেলউড। জানা গিয়েছে, তাঁর হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারতে সময় লাগবে। ততদিনে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচ শেষ হয়ে যাবে। টি২০ বিশ্বকাপের সুপার এইট পর্বে হয়তো পাওয়া যেতে পারে হ্যাজেলউডকে। বাস্তবে তেমনটা হলে তাঁর ম্যাচ ফিটনেস নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে।

প্যাট কামিন্স চোটের কারণে আগেই ছিটকে গিয়েছেন বিশ্বকাপের আসর থেকে। মিচেল স্টার্কও নেই। এমন অবস্থায় হ্যাজেলউডের উপর বাড়তি ভরসা ছিল অজিদের। আজ সেই বিশ্বাস প্রবলভাবে ধাক্কা খেয়েছে। সরকারিভাবে হ্যাজেলউডের পরিবর্ত হিসেবে রাত পর্যন্ত কারও নাম ঘোষণা হয়নি। জানা গিয়েছে, দলের সঙ্গে থাকা পেসার সিন অ্যাবোটকে সুযোগ দেওয়া হতে পারে বিশ্বকাপের স্কোয়াডে। অ্যাবোট অস্ট্রেলিয়ার পাকিস্তান সফরের স্কোয়াডে ছিলেন। সতীর্থদের সঙ্গে তিনি কলম্বোতেও হাজির হয়েছেন। এখন দেখার তাঁকেই হ্যাজেলউডের পরিবর্ত ঘোষণা করা হয় নাকি।

শেষবেলায় ম্যাচে ফিরল বাংলা

অন্ধ্রপ্রদেশ-২৬৪/৬
(প্রথম দিনের শেষে)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ৬ ফেব্রুয়ারি : স্বস্তি ফিরল! কিন্তু অস্বস্তি পুরোপুরি কাটল কি?

কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে সূর্য তখন অস্তাচলের পথে। দিনের আলো কমছে। একইসঙ্গে বাংলা শিবিরের অন্দরে বেড়ে চলেছে উদ্বেগ।

উদ্বেগ দলের ফিল্ডিং নিয়ে। অশনিসংকেত বাইশ গজের চরিত্র নিয়ে। দুশ্চিন্তা দলের কম্বিনেশন নিয়ে। সঙ্গে রয়েছে আরও একটি

রিকির আউট নিয়ে বিতর্ক

দিক। শনিবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে অন্ধ্রপ্রদেশকে কত রানে আটকে রাখা সম্ভব হবে? পরে বাংলার ব্যাটাররা কীভাবে চ্যালেঞ্জটা নেবেন?

দিনের প্রথম সেশনটা অন্ধ্রপ্রদেশের। অনুষ্টুপ মজুমদার ও সাকির হাবিব গান্ধি সহজ ক্যাচ হাতছাড়া করলেন। জীবন পেয়ে কোনা শ্রীকর ভরত (৪৭) ও শাইক রশিদরা (৪৬) বাংলার চাপ বাড়িয়েছিলেন। পরে সেই কাজটা দারুণভাবে করলেন অন্ধ্রপ্রদেশের বাঙালি অধিনায়ক রিকি ভুঁই (৮৩)। যেভাবে ব্যাট করছিলেন, শতরান নিশ্চিত ছিল। আকাশ দীপের (৬৪/২) বলে আউট হয়ে মেজাজ হারালেন। আম্পায়ারকে ইশারা করে বোঝাতে চাইলেন, চোখের সামনে কিছু এসে যাওয়ায় বলটা ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে যা হওয়ার, হয়ে গিয়েছিল। মাঠে আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক করে শাস্তির কবলে পড়তে পারেন অন্ধ্রপ্রদেশ অধিনায়ক রিকি। তিনি ফেরার পরই ধৈর্য হারিয়ে পুল করতে গিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরলেন নীতীশকুমার রেড্ডি (৩৩)। শেষবেলার রিকি-নীতীশের ১০৮ রানের পার্টনারশিপ ভেঙে ম্যাচে ফিরেছে টিম বাংলা।

> সিদ্ধান্ত ঠিক না ভুল, সময় বলবে। খেলার এখনও অনেক বাকি। কাল ওদের ৩০০-র কমে অল আউট করতে হবে। বাকি দেখা যাক কী হয়।
>
> -লক্ষ্মীরতন শুক্লা

টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে প্রথম দিনের শেষে অন্ধ্রপ্রদেশের স্কোর ২৬৪/৬। আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে কত দ্রুত অন্ধ্রকে অলআউট করতে পারবে বাংলা, হয়তো তার উপরই নির্ভর করবে রনজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালের ভাগ্য।

চার পেসার খেলিয়ে দলের কম্বিনেশনে কি ভুল করল টিম বাংলা? রনজি কোয়ার্টার ফাইনাল শুরুর অনেক আগে থেকেই তিন পেসার খেলানোর পাশে অতিরিক্ত অলরাউন্ডার খেলানোর কথা ভেবেছিল বাংলা দল। বাস্তবে সেই পথ থেকে সরে সিদ্ধান্ত বদল হয় গতকাল। আজ ম্যাচের প্রথম দিনের প্রায় পাটা উইকেটে (ঘাস সামান্য রয়েছে এখনও) প্রমাণ করে দিয়েছে, দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন থেকে বল ঘুরবে এই পিচে। শাহবাজ আহমেদ ছাড়া স্পিনার নেই বাংলার। সিদ্ধান্তটা কি সঠিক হল? প্রথম দিনের খেলার শেষে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেছেন, 'সিদ্ধান্ত ঠিক না ভুল, সময় বলবে। খেলার এখনও অনেক বাকি। কাল ওদের ৩০০-র কমে অল আউট করতে হবে। বাকি দেখা যাক কী হয়।' শেষ পর্যন্ত বাংলার ভাগ্যে রনজি কোয়ার্টারে কী রয়েছে, সময় তার জবাব দেবে। তবে সকাল দেখলে দিন কেমন যাবে, এই থিয়োরি মানতে হলে প্রথম দিনের শেষবেলায় কিছুটা স্বস্তি ফিরলেও অস্বস্তির কাঁটা এখনও রয়েছে বাংলা দলের অন্দরে।

কিশোরভারতীতে খেলতে চেয়ে চিঠি ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : ক্লাবের অন্যতম প্রধান কর্তা যাই বলুন না কেন, ইতিমধ্যেই ইমামির তরফে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গনে খেলবে ইস্টবেঙ্গল।

যে চিঠি বৃহস্পতিবারই চলে গিয়েছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কাছে। যা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন দেবব্রত সরকার। ডার্বি ছাড়া বাকি সব ম্যাচই সন্তোষপুরের এই স্টেডিয়ামে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। ছোট মাঠ ছাড়াও খরচ কমানোই এর মূল উদ্দেশ্য। যা জানার পর ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তাদের তরফে ম্যাচ বয়কটের হুমকি দেন দেবব্রত। তবে শুধুই কিশোরভারতীতে খেলার জন্য নয়, ইমামির সঙ্গে মতানৈক্যের শুরু মূলত আনোয়ার আলিকে নিয়ে। তাঁর বিষয়টি ক্যাসে যাওয়ার পর থেকেই দূরত্বের শুরু। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ক্যাসে যাওয়ার পর এই বিষয়ে ফিফার তরফে আইনজীবী নিয়োগে কথা বলা হয়েছে আনোয়ার, দিল্লি এফসি, অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও ইস্টবেঙ্গলকে। প্রথমত, ক্যাসে এই আইনজীবী নিয়োগ এবং মামলা চলা দুটোই ব্যয়সাপেক্ষ। মামলা কোনও কারণে হেরে গেলে জরিমানার টাকাও হবে বিশাল। সূত্রের খবর, এই ব্যয়ভার নিতে আপত্তি জানানো হয়েছে ইমামির তরফে। তবে যাই হোক না কেন, ক্লাব বনাম বিনিয়োগকারীর এই মতানৈক্যের প্রভাব লিগ শুরুর আগে আদৌ ভালো হবে না বলেই অভিজ্ঞমহলের ধারণা।

অতুলনীয় বৈভব

১৭৫ আইসিসি টুর্নামেন্টের ফাইনালে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান। টপকে গেলেন ২০২২ সালের মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপে অ্যালিসা হিলির নজির। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অ্যালিসা ১৭০ রান করেন।

১৭৫ অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে ফাইনাল অথবা নকআউট ম্যাচে সর্বাধিক রান। ভেঙে দিলেন পাকিস্তানের সমীর মিনহাসের রেকর্ড। গত বছর এশিয়া কাপ ফাইনালে ভারতের বিরুদ্ধে সমীর ১৭২ রান করেন।

২ অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে ওডিআইয়ে ভারতীয়দের মধ্যে একটি ম্যাচে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান। সামনে শুধু ২০০২ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আম্বাতি রায়াডুর অপরাজিত ১৭৭ রান।

১ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে এক ইনিংসে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক রান। টপকে গেলেন ২০২২ সালে উগান্ডার বিরুদ্ধে রাজ অঙ্গদ বাওয়ার অপরাজিত ১৬২ রান।

১৫ যুব ওডিআইয়ে এক ইনিংসে সর্বাধিক ছক্কা হাঁকানোর নজির গড়লেন। ভাঙলেন গত ডিসেম্বরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে নিজেরই ১৪ ছক্কার কৃতিত্ব।

৫ যুব ওডিআইয়ে পঞ্চমবার এক ইনিংসে ১০ বা তার বেশি ছক্কা হাঁকালেন। বাকি সব ব্যাটার মিলিয়ে যা করতে পেরেছেন তিনবার।

১৫০ ১৫টি করে বাউন্ডারি ও ওভার বাউন্ডারিতে এসেছে ১৫০ রান। যা যুব ওডিআইয়ে বাউন্ডারিতে এক ইনিংসে সর্বাধিক রান। ভেঙে দিলেন ২০১৮ সালে কেনিয়ার বিরুদ্ধে হাসিথা বোয়াগোডার ১৯১ রানের ইনিংসে বাউন্ডারি থেকে আসা ১২৪ রানের নজির।

৭১ যুব ওডিআইয়ে সবচেয়ে কম বলে ১৫০ রান। ভাঙলেন গত এশিয়া কাপে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে নিজেরই ৮৪ বলের নজির।

৫৫ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে দ্বিতীয় দ্রুততম শতরানের নজির। এক নম্বরে এই বিশ্বকাপেই জাপানের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার উইল মালাজজুকের ৫১ বলে শতরান।

৫ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে যুব ওডিআইয়ে পঞ্চম দ্রুততম শতরান করলেন। ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম, প্রথমটাও তাঁরই। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছান ৫২ বলে।

১১০ যুব ওডিআইয়ে ২৫ ইনিংসে মারলেন ১১০টি ওভার বাউন্ডারি। যা দ্বিতীয় স্থানে থাকা জাওয়াদ আবরারের (৪০ ইনিংসে ৫৫ ছক্কা) ডাবল।

৩০ এবারের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে মারলেন ৩০টি ছক্কা। যা কোনও একটি সংস্করণে তো বটেই অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ইতিহাসেও ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ। ভাঙলেন ২০২২ সালে ডিওয়াল্ড ব্রেভিসের ১৮ ছক্কার নজির। ফিন অ্যালেন ২০১৬ ও ২০১৮ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ মিলিয়ে ১৮টি ওভার বাউন্ডারি মেরেছেন।

১৪১২ যুব ওডিআইয়ে ১৪১২ রান করলেন। যা বিশ্বে চতুর্থ। বিজয় জোলকে (১৪০৪ রান) টপকে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক।

৪৩৯ এবারের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে থামলেন ৪৩৯ রানে। যা এই আসরে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান।

শচীন তেন্ডুলকার
চ্যাম্পিয়ন্স! তরুণ দল যেভাবে ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলেছে তাতে গর্বিত। কোচ, সহকারী সহ গোটা দলকে অভিনন্দন। এখন উপভোগ করার সময়। দলে যদি সূর্যবংশী থাকে তাহলে এই রকম ব্লকবাস্টার প্রত্যাশিত। সাবাশ বৈভব।

বীরেন্দ্র শেহবাগ
সূর্যবংশী অর্থাৎ সূর্যের বংশধর। আজ বৈভব সেভাবেই ব্যাট করেছে। ইংল্যান্ড বোলাররা সবরকম চেষ্টার পরও ব্যর্থ। সূর্যকে কখনও আটকানো যায় না। ভারতীয় ক্রিকেটে নয়া সূর্যোদয় হল।

রবিচন্দ্রন অশ্বীন
বৈভবের ১৭৫ রানের ৮৫.৭% এসেছে বাউন্ডারি থেকে! অসম্ভব ব্যাপার! আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের দরজায় কড়া নাড়ছে ও। টি২০ বিশ্বকাপের পর সিনিয়ার দলে ডাক পেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

ইরফান পাঠান
বৈভব শুধুমাত্র ধারাবাহিকই নয়, যখন দলের প্রয়োজন, তখনই ও নিজের সেরাটা দেয়। বড় মঞ্চের জন্য সবসময় প্রস্তুত।

৮০ বলে ১৭৫ রান। শুক্রবার অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে বৈভব সূর্যবংশীর ইনিংস নিয়ে চর্চা বিশ্বজুড়ে।

মাইকেল ভন
বৈভব সূর্যবংশী... এটা সত্যিই খুব খুব স্পেশাল!

কুমার সাঙ্গাকারা
বিশ্বকাপ ফাইনালে শতরান সবসময়ই স্পেশাল। অসাধারণ ইনিংস খেলল বৈভব। ছক্কাগুলোও তেমনই বিশাল।

ভারতীয় ক্রিকেট প্রতিভার চমক! বিশ্বকাপ ঘরে আনার জন্য অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে নিয়ে আমরা গর্বিত। সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতাতেই দল ভালো খেলেছে, পরিচয় রেখেছে অসাধারণ প্রতিভার। এই জয় আরও অনেক খেলোয়াড়কে অনুপ্রেরণা দেবে। প্রত্যেককে ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা। –নরেন্দ্র মোদি

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ের পর তেরঙ্গা নিয়ে উচ্ছ্বাস ভারতীয় দলের। হারারেতে শুক্রবার।

ভারতের নয়া বিস্ময় বৈভব : সৌরভ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি : ব্যস্ততার শেষ নেই তাঁর। দেশ, দুনিয়ার নানা প্রান্তে রীতিমতো চরকিপাক খাচ্ছেন তিনি।

গতকালই ছিলেন ভদোদরায়, ডব্লিউপিএল ফাইনালের আসরে। আজ বিকেলে সেখান থেকে ফিরে কলকাতায় নেমেই সোজা হাজির সিএবি-তে।

কলকাতা পুলিশের নয়া নগরপাল সুপ্রতিম সরকার তখন ক্রিকেটের নন্দনকাননের ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে ব্যস্ত। তার মাঝেই ইডেন গার্ডেন্সে প্রবেশ করে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সরাসরি সেঁধিয়ে গেলেন মাঠের অন্দরে। পিচ থেকে আউটফিল্ড, খুঁটিয়ে দেখলেন সব। পরে কলকাতা পুলিশের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গেও সামান্য সময় শনিবারের স্কটল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনাও সেরে নিলেন।

কীভাবে অনায়াসে এত কিছু ঝক্কি সামলান? তাঁর জন্য অপেক্ষারত সাংবাদিকদের প্রশ্ন শুনে হেসে ফেললেন মহারাজ। আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপ নিয়ে সৌরভ বলে দিলেন, 'দুর্দান্ত একটা বিশ্বকাপের জন্য আমরা সবাই তৈরি।' প্রতিযোগিতার ফেভারিট দল হিসেবে শনিবার খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে মুম্বইয়ে অভিযান শুরু করছে সূর্যকুমার যাদবের টিম ইন্ডিয়া। ভারতকে ঘরের মাঠে টি২০ বিশ্বকাপের ফেভারিট আখ্যা দিয়ে মহারাজ বলে দিলেন, 'ভারত বরাবরই ঘরের মাঠে দারুণ শক্তিশালী। প্রতিযোগিতার ফেভারিট দলও। সূর্যকুমার যাদবের দলের ভারসাম্যও দারুণ।'

ফেভারিট হিসেবে টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর প্রাক্কালেও সেই বিতর্ক ধাওয়া করছে কুড়ির বিশ্বকাপে। প্রশ্ন একটাই, ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোয় ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ হবে তো? পাকিস্তান শেষপর্যন্ত বিশ্বকাপে ভারত ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত বদলাবে কি না, কারও জানা নেই। পাকিস্তানের 'না' শুনে অবাক সৌরভও। এতদিন এই ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। আজ প্রথমবার মুখ খুলে সৌরভ নিজের বিস্ময় গোপন না করে বলে দিলেন, 'জানি না কেন পাকিস্তান বিশ্বকাপে ভারত ম্যাচ খেলতে চাইছে না। ওদের সিদ্ধান্ত অবাক করার মতোই। বিশ্বকাপের আসরে এমন বাছাই করে ম্যাচ খেলা যায় বলে জানতাম না।' পাকিস্তানের মতোই ভারতের আরও এক প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশও নেই বিশ্বকাপে।

ভারতে নিরাপত্তা নেই, এই অজুহাতে বাংলাদেশ খেলতে চেয়েছিল শ্রীলঙ্কায়। শেষ পর্যন্ত আইসিসি বিশ্বকাপের আসর থেকে ছাঁটাই করে বাংলাদেশকে। পরিবর্ত দল হিসেবে আগামীকাল স্কটল্যান্ড ইডেন গার্ডেন্সে নামতে চলেছে। সৌরভের কথায়, 'বাংলাদেশের বিশ্বকাপ খেলা উচিত ছিল। এর বেশি কিছু বলতে চাই না আমি। যা বলব, বিতর্ক হবে।' বড়দের টি২০ বিশ্বকাপ শুরুর আগের দিন জিম্বাবোয়ের মাটিতে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হল ভারতের ছোটরা। ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বৈভব সূর্যবংশীর ৮০ বলে ১৭৫ রানের ইনিংস দেখে মুগ্ধ সৌরভ। বাকি ক্রিকেট দুনিয়ার মতো তিনি বিস্মিতও। ১৫ বাউন্ডারি ও ১৫ ছক্কা দিয়ে সাজানো বৈভবের ইনিংস নিয়ে মহারাজ বলছেন, 'বৈভব ভারতীয় ক্রিকেটের নয়া বিস্ময়। অবিশ্বাস্য ব্যাটিং করে চলেছে ও।'

হতবাক পাকিস্তানের 'না' শুনে

১৭৫ রানের ইনিংস খেলে ফেরা বৈভব সূর্যবংশীর পিঠ চাপড়ে দিলেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররাও।

রোহিত-হরমনের পরম্পরা বজায় রেখে খুশি আয়ুষ

হারারে, ৬ ফেব্রুয়ারি : সঠিক সময় নিজেকে মেলে ধরে বৈভব সূর্যবংশী প্রমাণ করলেন বড় খেলোয়াড় হওয়ার যাবতীয় মশলাই তার মধ্যে মজুত রয়েছে।

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে শুরুতেই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল ভারত। সেই জায়গা থেকেই টিম ইন্ডিয়ার ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নেন বৈভব। চেনা মেজাজে দেখা গেল বিহারের বিস্ময় বালককে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৮০ বলে তার ১৭৫ রানের ইনিংস ভারতের জয়ের ভিত গড়ে দেয়।

ম্যাচ শেষে ভারতের যুব বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম কান্ডারি বৈভব বলল, 'নিজের প্রস্তুতি ও দক্ষতা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। বিশ্বাস ছিল বড় মঞ্চে এবং চাপের মুহূর্তেও আমি পারফর্ম করতে পারি। সেই বিশ্বাসে ভর করেই এগিয়েছি।' বিশ্বকাপ জয়ের অনুভূতি ভাগ করে নিতে গিয়ে বৈভব জানিয়েছেন, 'ভীষণ ভালো লাগছে। সমস্ত সাপোর্ট স্টাফদের পরিশ্রম আমাদের এই জায়গায় এনেছে। এই সাফল্য ওদেরই উৎসর্গ করতে চাই।'

বিশ্বজয়ের রসদ কী? বৈভবের কথায়, 'আমাদের লক্ষ্য ছিল অতিরিক্ত চাপ না নেওয়া। টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই এটা অনুসরণ করে আসছি। শুরুটা হয়েছিল এশিয়া কাপ থেকেই। গত আট থেকে নয় মাস ধরে সাপোর্ট স্টাফ এবং দল একসঙ্গে কাজ করে চলেছে। সেই প্রস্তুতিই আজ আমাদের এই জায়গায় পৌঁছে দিতে বড় ভূমিকা নিয়েছে।'

এই যুব বিশ্বকাপে সূর্যবংশী সাতটি ইনিংসে ৪৩৯ রান করে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হিসেবে শেষ করেছে। ফাইনালে তার ১৭৫ রানের ইনিংস প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বোচ্চ। ছোটদের বিশ্বকাপ ফাইনালে দ্রুততম শতরান করল বৈভব। একইসঙ্গে ছোটদের বিশ্বকাপে দ্বিতীয় দ্রুততম শতরানের নজির গড়েছে বৈভব। ৫৫ বলে শতরান পূর্ণ করেন।

অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে খুশি সাম্প্রতিককালে ভারতীয় দলের বিশ্বজয়ের পরম্পরা বজায় রাখতে পেরে। তাঁর মন্তব্য, 'আমরা চেয়েছিলাম সাফল্য ধরে রাখতে। রোহিত শর্মা বিশ্বকাপ জিতেছেন। হরমনপ্রীত কাউর জিতেছেন। এবার আমরা জিতলাম।' চ্যাম্পিয়ন দলের অন্যতম সদস্য অভিজ্ঞান কুণ্ডু বলেছেন, 'মাঝে চাপ তৈরি হয়েছিল। ইংল্যান্ডের ব্যাটিং বিভাগও যথেষ্ট শক্তিশালী। সেই সময় বোলাররা যে ভাবে বল করেছে তা অসাধারণ।' মুম্বই প্রবাসী বাঙালি ক্রিকেটারের সংযোজন, 'এই নিয়ে ছয় নম্বর ট্রফি জিতলাম আমরা। গত দুই বছরের পরিশ্রমের ফসল এই ট্রফি।' তাঁর সংযোজন, 'এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যে লক্ষ্য নিয়ে নেমেছিলাম সেটা পূর্ণ করেছি।' কোচ হৃষীকেশ কানিতকার বলেছেন, 'ভারত ট্রফির জন্যই খেলতে নামে। তবে ভারতীয় ক্রিকেটের যে উন্নতি হচ্ছে তা অসাধারণ। আমার সঙ্গে ভিভিএস লক্ষ্মণ এখানে রয়েছে।'

৩ উইকেট নেওয়া আরএস অম্বরীশকে ঘিরে উচ্ছ্বাস আয়ুষ মাত্রেদের।

E-Tender Notice
Office of the Padamati II Gram Panchayet, P.O Helapakri, Block Maynaguri, Dist Jalpaiguri. E tender Notice no- e NIT/15,16,17,18,19,20/pada II/2025-2026. Dt. 30.01.2026. Visit: **www.wbtenders.gov.in** & **www.wbprd.nic.in** and Office notice board.
Prodhan
Padamati-II G.P.

ফাইনালের আগের দিন জ্বরে কাবু হয়ে পড়েন স্মৃতি

মুম্বই, ৬ ফেব্রুয়ারি : ফাইনালের আগে প্রচণ্ড জ্বর। খেলা নিয়ে তৈরি হয় সংশয়। অথচ ফাইনালের দিন সম্পূর্ণ অন্য মেজাজে স্মৃতি মান্ধানা।

বুধবার ডব্লিউপিএলের ফাইনালে ৪১ বলে ৮৭ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলে দলকে খেতাব এনে দিয়েছেন স্মৃতি। সেইসঙ্গে হয়েছেন ফাইনালের সেরা। ফাইনালের আগের দিন প্রচণ্ড জ্বরে কাবু হয়ে পড়েছিলেন এই তারকা। এই নিয়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কোচ মালোলান রঙ্গরাজন বলেছেন, 'ফাইনালের আগে স্মৃতির প্রচণ্ড জ্বর হয়। শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়ে ওর। ম্যাচের দিন বিকেলে স্মৃতি আমাকে জানিয়ে দেয়, কোনও সমস্যা নেই। ও ম্যাচ খেলতে পারবে। এটাই স্মৃতির খেলার প্রতি দায়বদ্ধতা।'

এই নিয়ে আরসিবি দ্বিতীয়বার ডব্লিউপিএল খেতাব জিতেছে। দলের সাফল্যের কারণ ব্যখা করতে গিয়ে স্মৃতি বলেছেন, 'আমাদের দলটা তৈরি হয়েছে পরিশ্রমী ক্রিকেটারদের নিয়ে। প্রথম থেকে সবাই ভীষণ পরিশ্রম করেছে। ফলে প্রতিপক্ষ ২০০ রানের লক্ষ্যমাত্রা রাখলেও ম্যাচ জয়ের বিষয়ে আমরা আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। আর ফাইনালে যে ইনিংসটা খেলেছি, ওটা আমার কাছে খুব স্পেশাল।'

গত তিন বছরে পুরুষ ও মহিলা দল মিলিয়ে তিনটি খেতাব জিতেছে আরসিবি। ২০২৪ ও ২০২৬ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মহিলারা। ২০২৫ সালে খেতাব জেতে পুরুষ দল। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য স্মৃতিদের অভিনন্দন জানিয়েছেন বিরাট কোহলি। তিনি বলেছেন, 'আবার চ্যাম্পিয়ন। আরসিবি-র পতাকা সকলের ওপরে উড়ছে। খেতাব জয়ের জন্য স্মৃতিদের অসংখ্য অভিনন্দন জানাই। এই জয়টা ওদের প্রাপ্য ছিল।' শুভেচ্ছা বার্তা এসেছে দলের প্রাক্তন মালিক বিজয় মালিয়ার কাছ থেকেও। তিনি বলেছেন, 'আরসিবি-র মহিলা দলকে অসংখ্য অভিনন্দন। যোগ্য দল হিসেবেই ওরা খেতাব জিতেছে। মহিলা দলের এই সাফল্য আরসিবি-র পুরুষ দলকে আগামীদিনে খেতাব ধরে রাখার জন্য অনুপ্রেরণা দেবে।'

খেতাব জয়ের জন্য অভিনন্দন বিরাটের

দ্বিতীয়বার ডব্লিউপিএল ট্রফি জয় যেন স্মৃতি মান্ধানার সব কষ্ট মুছে দিয়েছে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা অসীম কুমার মাইতি - কে 11.11.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 9 5 E 46338 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির মাধ্যমে এক কোটি টাকা জেতা আমার দুশ্চিন্তা কমিয়েছে এবং সুযোগের নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। এটি আমাকে আবার স্বপ্ন দেখার, প্রবৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করার এবং আমার প্রিয়জনদের জন্য একটি উন্নত জীবন প্রদানের ক্ষমতা দিয়েছে। এই আশীর্বাদের জন্য আমি ডিয়ার লটারির কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজ্ঞাপনের তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ফের দলে নেই রোনাল্ডো

রিয়াধ, ৬ ফেব্রুয়ারি : আল নাসেরের স্কোয়াডে আবারও অনুপস্থিত ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। শুক্রবার আল ইত্তিহাদের বিপক্ষে তাঁকে বেঞ্চেও রাখেনি ক্লাব। একদিন আগেই রোনাল্ডোর বিতর্কে মুখ খুলেছিলেন সৌদি প্রো লিগের মুখপাত্র। বলেছিলেন, 'নতুন ফুটবলার দলে নেওয়া বা না নেওয়া সম্পূর্ণ ক্লাবগুলির নিজস্ব সিদ্ধান্ত। যত বড়ই হোক না কেন, কোনও ফুটবলারই তাঁর নিজের ক্লাব ছাড়া অন্য ক্লাবের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।' তার একদিন আগে নিজের জন্মদিনে আল নাসের জার্সিতে অনুশীলনের ছবি সামাজিক মাধ্যমে দিয়েছিলেন রোনাল্ডো। ভক্তরা খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন সমস্যা হয়তো মিটতে চলেছে। তবে শুক্রবারও রোনাল্ডোর স্কোয়াডে না থাকা থেকে স্পষ্ট এখনই বিতর্কের অবসান হচ্ছে না।

জয়ী সংঘমিত্রা, জুনিয়ার মিলন

জলপাইগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : এফইউসি ক্লাবের নিরঞ্জনচন্দ্র কর এবং মিতালি দে ট্রফি টি২০ ক্রিকেটে শুক্রবার জুনিয়ার মিলন সংঘ ২ উইকেটে জিতেছে এফইউসি-র বিরুদ্ধে। প্রথমে এফইউসি ৫ উইকেটে ১৫৩ রান করে। অর্ণব রায়ের অবদান ৫৫ রান। গোপাল মাহাতো ২৮ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে মিলন ১৯ ওভারে ৮ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। বিকি সিং ৬৭ রান করেন। সুমন রায় ১৫ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট।

পরে সংঘমিত্রা ক্লাব ২ রানে হারিয়েছে পান্ডাপাড়া বয়েজ ক্লাবকে। সংঘমিত্রা প্রথমে ১৮ ওভারে ৯ উইকেটে ১৫৭ রান তোলে। অরিজিৎ ঘোষের সংগ্রহ ৩৯ রান। অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য ৩০ রানে ৩ উইকেট নেন। জবাবে পান্ডাপাড়া ১৮ ওভারে ১৫৫ রানে আটকে যায়। সৌমিক গোপ ৪০ রান করেন। রবীন্দ্র নাথ ৩২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে আরএসএ দল। ছবি : অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি কেন্দ্রে চ্যাম্পিয়ন আরএসএ

জলপাইগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রে চ্যাম্পিয়ন হল আরএসএ। শুক্রবার ফাইনালে তারা ১০১ রানে হারিয়েছে ফালাকাটা টাউন ক্লাবকে। আরএসএ প্রথমে ৩৭ ওভারে ১৫০ রানে অল আউট হয়। কীর্তিমান রায়ের অবদান ৪০ রান। অংশুমান সরকার ৩৬ রানে ৩ উইকেট নেয়। জবাবে ফালাকাটা টাউন ২৫ ওভারে ৪৯ রানে গুটিয়ে যায়। দলের সর্বাধিক ১২ রান করে অংশুমান সরকার। সৌম্যজিৎ চৌধুরী ২৫ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব ভোলা মণ্ডল জানিয়েছেন, ফাইনালে খেলা আরএসএ এবং ফালাকাটা টাউন অম্বর রায় ট্রফির মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।